রাঠোর বিপ্লব

—ঐতিহাসিক নাটক—

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী
কর্ত্তৃক রচিত

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪ এ আপার চিৎপুর রোড · কলিঃ ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৬৬—জন্মাষ্টমী

আমার কথা

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে আমার **রাঠোর বিপ্লব** রচিত হইয়াছে, কিন্তু নাটকের সৌষ্ঠব ও ঘাতপ্রতিঘাত রক্ষার্থে বহু স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়া ইতিহাসকে ব্যাহত করিতে হইয়াছে। সে কারণে কৃতী পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া, নাটকীয় ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দেন।

ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

চরিত্র

পুরুষগণ

আলমগীর	ভারত সম্রাট
দিলির খাঁ	ঐ সেনাপতি
তহবর খাঁ	দিলির খাঁর সহকারী
রাজসিংহ	মিবারের রাণা
ভীমসিংহ	ঐ পুত্র
অরুণসিংহ	ভীমসিংহের অনুচর
দুর্গাদাস	রাঠোর সর্দ্দার
অজিতসিংহ	যশোবন্ত সিংহের পুত্র
কাশেম খাঁ	অজিতের পালক পিতা
গুমা খাঁ	তহবর খাঁর বান্দা
কাবসেল খাঁ	শম্ভুজীর ভৃত্য

ফকির সাহেব, চারণ, রাখাল বালক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মহামায়া	যশোবন্ত সিংহের মহিষী
গুলনেয়ার বেগম	ভারত সম্রাজ্ঞী
কমলবাঈ	জনৈক রাজপুত কন্যা
রাজিয়া	আলমগীরের পৌত্রী

বাঈজী, নর্তকী ইত্যাদি।

রাঠোর বিপ্লব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গিরিপথ

সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্ত, সূর্য অস্ত যাইতেছে, ধীরে ধীরে মেঠেল সুরে বাঁশী বাজিতেছিল, ভীমসিংহ ও অরুণসিংহ সেই সুর লক্ষ্য করিয়া আসিল, ক্রমশঃ সেই সুর মিলাইয়া গেল এবং দূর হইতে একজন ফকির গাহিতে গাহিতে আসিল

ফকির। গীত

ওরে, আমার সোনার হিন্দুস্থান
তোর মাটিতে এত মায়া
যাতে ভুলিয়ে দেয় অজ্ঞান ॥
কোথায় এমন পাহাড় ভেঙ্গে
নদী বয়ে যায়
কোথায় এমন ফল শস্যে
নয়ন জুড়ায়।
আর কোন দেশেই বা
মন্দিরে মসজিদে ওঠে একই তান ॥

ফকির গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল, ভীমসিংহ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন

ভীম। সোনার হিন্দুস্থানই বটে, বীর প্রসবিণী মহিয়সী হিন্দুস্থান। আজও এর গিরিপথে মসলিম ফকির গেয়ে যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন গীতি, অথচ হিন্দু-মুসলিম্ রাজশক্তি চায় পরস্পর পরস্পরের টুঁটি চেপে

ধবতে। বলতে পার অরুণসিংহ, রাজশক্তির এ মারামারি আর কতদিন চলবে ?

অরুণ রাজশক্তির এ যুদ্ধ চিরদিনই চলবে যুবরাজ।

ভীম। না—না, ও নামে ডেকে আর আমাকে ধন্য ক'র না অরুণ আমি যে নির্বাসিত রাজা'র বিধানে, বল ভাই, বন্ধু ভীম সিংহ।

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি, একজন বলিল এই হঠ যাও, হঠ যাও, ছুটিয়া গুমা খাঁর প্রবেশ

গুমা। এই—এই বেকুব, হঠ যাও, দেখ্‌তা নেহি, সম্রাট বেগম আতে হুঁ—

ভীমসিংহকে ঠেলিয়া দিল, বাদ্যধ্বনি সমভাবেই চলিল

অরুণ। তবে রে নফর (গুমাখার গলা টিপিয়া ধরিল)

ভীম। কর কি—কর কি অরুণ।

অরুণ। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন প্রভু, আজ ওর ভবলীলা শেষ করে দেব।

গুমা। আরে বেকুব ছোড় না, মেরা গদান আভি টুট যাযেঙ্গে

অরুণ। তোর ঘাড়টা ভেঙ্গেই দেব।

ভীম। আঃ—অরুণ ছাড় ছাড়—

বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ নিকটে আসিল

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে)—হুঁসিযার—হুঁসিযার

গুমা। আরে এই—এই বাঁদিকা বাচ্চা, ছোড় না।

অরুণ। কেয়া উল্লু। (পদাঘাতে ফেলিয়া দিল।)

তয়বরের প্রবেশ

তয়বর। এই কেন তুই আমার বান্দাকে—

ভীম। তুই নয় আপনি, সুসভ্য মোগল সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষের মুখে এ নীচ ভাষা শোভা পায় না

তয়বর। তুই কে বেত্‌মিজ্‌?

ভীম। সাবধান মুঘল! শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করলে রাজপুতের হাতে অশেষ লাঞ্ছিত হবে।

তয়বর। রাজপুত! গুমা খাঁ—

গুমা। ফরমাইয়ে জনাব

তয়বর। ফুকার ফৌজ লোক কো

গুমা। জী—জনাব।

যাইতে উদ্যত, অরুণ ঘাড় ধরিল

গুমা। আরে দাদারে—দাদা— কাঁদিয়া ফেলিল

তয়বর। তবে রে বেত্‌মিজ—

তরবারি দ্বারা আঘাত করিতে গেলে ভীমসিংহ তরবারি দ্বারা বাধা দিল

ভীম। সাবধান মুঘল।

তয়বর। তবে রে কাফের, আগে তোর শির নেব

ভীম। সন্ধাবস্থায় রাজপুত দশটা শির না নিয়ে শির দেয় না মূর্খ।

[যুদ্ধাবস্থায় প্রস্থান

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) মারো মারো কাফেরকে

গুমা। আরে ভাই, উধার এক আদমিকা 'পর শও ফৌজ গির গ্যায়া, মুজকে ছোড় কর উধার ত বাঁচাও

অরুণ। একশত মুঘল ফৌজকে মহাবীর ভীমসিংহ ভয় পায় না। যা উল্লুক তোকে ছেড়ে দিলাম সোজা দিল্লী চলে যাবি, বেগমের ডুলির কাছে গিয়েছিস কি মরেছিস—যা—

গুমা। বহুত খুব জোয়ান। ম্যায় ছাতি উঠা কর তুরন্ চলা যাউঙ্গা।

[ছাতি ফুলাইয়া চলিয়া গেল

নেপথ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল

অরুণ। দেখাই যাবৃ, মোঘল সম্রাজ্ঞীর মেজাজখানা।

[প্রস্থান

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে পালা—পালা—দুষমন আসছে।

ছুটিয়া গুলনেয়র বেগম ও পশ্চাতে অরুণ সিংহের প্রবেশ

গুল। না—না—আমার গায়ে হাত দিও না, আমি তোমাদের বন্দীত্ব স্বীকার করছি, চল কোথায় যেতে হবে

অরুণ। মুখে বন্দীত্ব স্বীকার করলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না বেগম সাহেবা, কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আমাদের সঙ্গে একই ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।

গুল হুসিয়ার হিন্দু—আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার পূর্বে জেনে রেখ আমি ঔলমগীরের খাস বেগম।

অরুণ। তা জানি ঔলমগীর মহিষী। ভারত সম্রাটের সুউচ্চ মস্তকে কলঙ্কপাত করবার জন্যই আমরা আপনাকে আমাদের পর্বত গুহায়, সামান্য বাদীর মত বন্দিনী রাখতে চাই।

গুল। নেহি, ম্যায় তুমরা সাথ নেহি যায়েঙ্গে।

অরুণ। ও আপকা মরজি। চলিয়ে বেগম সাহেবা।

হাত ধরিতে গেল

গুল। (জুতা তুলিয়া) হট্ যাও বাদিকা বাচ্চা।

অরুণ। (সহসা হাত ধরিল) রাজপুত বাদিকা বাচ্চা নেহি হ্যায় বেগম, উয়ো—শের কা বাচ্চা হুঁ। এইবার চল দাম্ভিকা রমণী।

গুল। এই কর্কশ পার্বত্য পথে কি একজনও মানুষ নেই যে মুঘল সম্রাজ্ঞীর সম্মান রক্ষা করে ?

সশস্ত্র দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। নিশ্চয়ই আছে　এ কি, কে তুমি যুবক, নির্জন পার্বত্য পথে নারী নির্যাতন করছ ?

অরুণ। আমি নারী নির্যাতন করি নাই, বরং এই নারী আর এর সঙ্গীরা নির্যাতনকারী।

দুর্গা। সঙ্গীরা নির্যাতনকারী ব'লে এই নারীর অপমান করছ ?

অরুণ। অপমান আমি করিনি বরং এই নারীই বাঁদিকা বাচ্ছা ব'লে আমাকে জুতো দেখিয়ে অপমান করছে।

দুর্গা। যাই করুক, তথাপি এ নারী, ছেড়ে দাও,ছেড়ে দাও ওঁর হাত।

অরুণ। না—না, রাজপুত মুখে যা বলে করে তাই, এই স্পর্দ্ধিতা নারীকে বন্দিনী ক'রে রাখ্‌ব।

দুর্গা। সাবধান রাজপুত, আর এক পাও অগ্রসর হলে জীবন হারাতে হবে।

অরুণ। হাঃ-হাঃ হাঃ—যুবক ! তা হলে তুমি চেন না রাজপুতকে।

দুর্গা। খুব চিনি যুবক। এখনও বলছি—ছেড়ে দাও নারীকে।

অরুণ। কখনই নয়, এস নারী।

আকর্ষণ করিল, দুর্গাদাস তরবারি দ্বারা বাধা দিল

দুর্গা। আমাকে বধ না করে নারীকে নিয়ে যেতে পারবে না।

অরুণ। তবে তাই হোক যুবক। পরীক্ষা কর রাজপুতের তরবারির তীক্ষ্ণতা।

[উভয়ের যুদ্ধ, পরাজিত হইয়া অরুণসিংহের পলায়ন

দুর্গা। আপনি এখন নিশ্চিন্তে আপনার গন্তব্য স্থানে যেতে পারেন। হাঁ, ভাল কথা, শুনলাম আপনার সঙ্গীরা ছিল, তারা কি তবে ঐ যুবকের ভয়ে পলায়ন করেছে ?

বন্দী তয়বরকে লইয়া ভীম সিংহের প্রবেশ

ভীম। অরুণ, সৈন্যগণ পলায়িত—আর একি কোথায় অরুণ।

দুর্গা। যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেছে?

ভীম। রাজপুত পরাজিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছে?

দুর্গা। যে রাজপুত নারী নির্যাতন করতে পারে, সে যে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করবে তা আর আশ্চর্য কি? কিন্তু তুমি কে যুবক? আর কেনই বা মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্দী করেছ?

ভীম। সৈন্যাধ্যক্ষ অশিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে আমায় অপমান ক'রেছিল, তাই ওর একশত সৈন্যকে পরাস্ত ক'রে ওকে বন্দী করেছি?

দুর্গা। একশত মুঘল ফৌজ তোমার পরাক্রমে পরাজিত,কে তুমি বীর?

ভীম। আমি মহারাজ রাজসিংহের নির্বাসিত হতভাগ্য পুত্র ভীমসিংহ

দুর্গা। তুমি—তুমি সেই স্বার্থত্যাগী মহান যুবক।

গুল। বল রাজপুত, তোমার বিচারে আমিও কি বন্দিনী?

ভীম। ভীমসিংহ পশু নয় মুঘল সম্রাজ্ঞী।

দুর্গা। মুঘল সম্রাজ্ঞী—তবে কি আপনি ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের—

গুল। বেগম গুলনেয়ার।

দুর্গা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাজ্ঞী। চলুন, আমি আপনার রক্ষী হয়ে দিল্লী পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি।

ভীম। নিষ্প্রয়োজন, আমার কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

দুর্গা। কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত!

ভীম। নিশ্চয়, আমার সঙ্গী অরুণসিংহ বেগম সাহেবাকে অপমান করেছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তে আমাকেই এঁর রক্ষী হ'য়ে দিল্লী পৌঁছিয়ে দিয়ে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আসতে হবে।

গুল। চমৎকার! দেখ্‌ছ কি তয়বর খাঁ, বীরত্বে রাজপুত যেমন

পুরুষ সিংহ, উদারতা ও কর্তব্য পালনে তেমনি তোমাদের অনেক উপরে চল যুবক, হাঁ আমার তাঞ্জাম বাহকেরা ?

তযবর। মনে হয় ভয়ে নিকটস্থ কোন গুহায় লুকিয়ে আছে

ভীম। ভুলে গিয়েছিলাম, যান সৈনাধ্যক্ষ তহবর খাঁ, শিবিকা বাহক-গণকে সন্ধান করে আসুন। (মুক্তি দিতে গেলে)

গুল। না না মুক্তি দিওনা রাজপুত তযবর থাকে। ঐ বন্দী অবস্থায় ওকে দিল্লী ফিরে যেতে হবে. আমি সম্রাটের কাছে ওদের বীরত্বের মুখোস খুলে দিতে চাই। দেখাতে চাই যে, তিনি কত দুর্বল হস্তে ন্যস্ত করেছেন ভারত রক্ষার দায়িত্ব।

দুর্গা। আচ্ছা আমি শিবিকা বাহকগণকে অনুসন্ধান করে আনছি।

প্রস্থানোদ্যত

গুল। ভারত সম্রাজ্ঞীর পাব০া বন্ধুটীর পরিচয় ত পাওয়া গেল না ?

দুর্গা। আমাকে বলছেন ?

গুল। (কটাক্ষে) হাঁ বীর।

দুর্গা। আমি যোধপুরাধিপতি যশোবন্তসিংহের সেনাপতি, নাম দুর্গা দাস সিংহ। প্রস্থান

গুল। (আপন মনে) যশোবন্তসিংহের সেনাপতি দুর্গাদাস সিংহ, দুর্গাদাস। তযবর। বিদ্যুৎ দেখেছ ?

তযবর। আজ্ঞে হাঁ বেগম সাহেবা।

গুল। জুতিকা নফরের চোখে বিদ্যুতের বিজলী থাকে না তহবর খাঁ

তযবর। আজ্ঞে—

গুল। বেকুব, এরা আবার মানুষ

ভীম। বেগম সাহেবা—

গুল। হাঁ বল বীর। (স্বগতঃ) বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ—গুলনেযারের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সে কেমন বিদ্যুৎ। [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঔলমগীরের কক্ষ

এক পার্শে একটী চৌপায়া, তাহা মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, উপরে কোরাণ শরিফ রক্ষিত, পার্শ্বে একখানি তরবারি, উপরে একখানি ছুরিকা ও একটী পাঞ্জা, দূর হইতে আজান ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, হাতে একটী অর্দ্ধ কারুকার্য খচিত টুপী ও স্বচসূতা লইয়া ঔলমগীরের প্রবেশ

ঔলম। ওই—ওই আজানধ্বনি একদিন সারা দুনিয়ায় উঠবে। আমার জীবনের স্বপ্ন—রাত্রি প্রভাতে উঠে দেখ্‌ব সারা দুনিয়ায় আছে মাত্র একটী জাতি—একটা ধর্ম—সে আমার এই উদার মুসলিম ধর্ম। খোদা, আমি তোমারই দ্বারে ফকিরি কর্‌ছি মাত্র, মানুষকে এক মতাবলম্বী গড়ে তুলতে, আমার সে আশা কি পূর্ণ হবে মালিক?

রক্ষি। (নেপথ্যে) সেনাপতি দিলির খাঁ—

ঔলম। আনে দেও। ভারতের বুকে, না—না শুধু ভারতই বা বলি কেন—আজ সারা দুনিয়ায়—

দিলিরের প্রবেশ ও অভিবাদন

এই যে, এস দিলির খাঁ। পাশা বোধ হয় উল্টে গেল—না?

দিলির। সম্রাট—(বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল)

ঔলম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—উল্টে যাবে এ আমার জানা কথা—ওরা বুনো হাতী ওদের বশ করা অত্যন্ত কঠিন। যাক হাতী যখন ক্ষেপেছে তখন তাকে গুলি করে মারাই কর্তব্য। কি বল দিলির?

দিলির। কার কথা বলছেন সম্রাট?

ঔরম। হাঁ, আসন্ন আফগানিস্থানের বিদ্রোহ দমনে কার উপর সৈন্য চালনার ভার অর্পণ কর্‌ছ ?

দিলির। মহারাজ জয়সিং আর আমি যুক্তি করে স্থির করেছি, যে তয়বর খাঁ—

গুলনেয়ার বেগমের প্রবেশ

গুল। তয়বর খাঁ বন্দী! (দিলির অভিবাদন করিল)

দিলির। বন্দী। তয়বর খাঁ বন্দী!

ঔরম। কে বন্দী করলে ? আমার রাজ্যে তবে কি—

গুল। বিদ্রোহ কেউ করেনি। তবে বিদেশীর হাতে বন্দী।

ঔরম। বিদেশী। কে সেই বিদেশী ?

গুল। রাজপুত।

ঔরম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেখলে দিলির খাঁ তোমাদের যুক্তি কর্ম তয়বর রাজপুতের হাতে বন্দী। হাঁ, এখনি ফৌজ সাজাও। তয়বরখাঁকে উদ্ধার ক'রে সেই উদ্ধত রাজপুতকে বন্দী করে আন!

গুল। ফৌজ পাঠাতে হবে না—আমি সেই রাজপুতকে এনেছি।

দিলির। আর তয়বর ?

গুল। তাকেও এনেছি।

ঔরম। বহুত আচ্ছা—। দিলির দেখছ। তোমাদের চেয়ে আমার বেগমের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! হাঁ—বেগমের তাঞ্জামের সঙ্গে কত ফৌজ পাঠিয়েছিলে ?

দিলির। একশ।

ঔরম। হাঃ—হাঃ—হাঃ - তোফা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তোমার ফৌজরা—

গুল। এই রকম বীরত্বের পরিচয় যদি সব ফৌজরাই দেয় তা হ'লে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বালির উপর স্থাপিত হয়েছে।

ঔলম। মিথ্যা ধারণা, মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পাথরে গাঁথা হয়েছে। হাঁ ফৌজ সম্বন্ধে কি বলছ ?

গুল। আপনার ফৌজরা মাত্র একজন রাজপুতের পরাক্রমের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না—পালিয়ে সোজা সৈন্যাবাসে এসে ঢুকেছে।

ঔলম। দিলির খাঁ। যে একশ ফৌজ পাঠিযেছিলে তাদের ডেকে এনে একশ করে কোঁড়া লাগাও।

দিলির। জাঁহাপনা—

ঔলম। ইতস্ততঃ কর না—তারা ভারত সম্রাজ্ঞীকে বিপদগ্রস্থ ক'রে পালিয়ে এসেছে। আচ্ছা, এই নাও দণ্ডাদেশ লিখে দিচ্ছি, একজন কোড়াধারিকে পাঠিযে দাও।

[দণ্ডাদেশ লিখিয়া দিলিরের হাতে দিল, সে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

হা—এইবার বল বেগমসাহেবা পর্বত সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা লাভ করলে ?

গুল। বিচার এখনও শেষ হয় নি সম্রাট।

ঔলম। ওঃ তাই নাকি ? বল কার বিচার করতে হবে ?

গুল। তয়বর খাঁর।

ঔলম। তযবর খাঁর। কেন তার অপরাধ ?

গুল। ফৌজদের সঙ্গে সেও সমান অপরাধী, না—না ওদের চেয়েও গুরুতর অপরাধ করেছে। মুঘল সম্রাটের শিরে দুরপনেয় কলঙ্ক পশরা তুলে দিয়েছে। সুসভ্য মুঘল হ'যে শিষ্টতা লঙ্ঘন করেছে, তাই আমি তাকে বন্দী করে এনেছি।

ঔলম। মুঘল সম্রাজ্ঞীর যোগ্য কর্তব্য করেছ। কোন্ হায়, বন্দী তয়বর খাঁ। হাঁ, সেই রাজপুতকে বন্দী করলে কি করে ?

গুল। তাকে বন্দী করবার মত বীর মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্যে একটীও নাই।

ঔলম। ওঃ, তাই নাকি। তা হলে সে রত্নটী ত আমার চাই!

গুল। চাই বল্‌লেই কি সব রত্ন পাওয়া যায় সম্রাট?

ঔলম। উপযুক্ত জহুরী হলে ঠিক রত্ন লাভ করতে পারে!

বন্দী তয়বর সহ ভীমসিংহ। তয়বর অভিবাদন করিল। ঔলমগীর ভীমসিংহের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন

ভারত সম্রাটের সামনে আভূমি নত অভিবাদন করিতে হয় এই সাম্রাজ্যের নীতি।

ভীম। যোধপুরের মত আমরা এখনও মাথা বিক্রয় করিনি সম্রাট।

ঔলম। তবে তুমি—

ভীম। মহারাজ রাজসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভীমসিংহ।

ঔলম। ওঃ হাঁ—হাঁ রাজসিংহ, মহারাজ রাজসিংহ—হিন্দুস্থানের গৌরব। যাক তুমি কেন আমার ফৌজদের আক্রমণ ক'রে তয়বরকে বন্দী করেছিলে যুবক।

ভীম। সম্রাট। আপনার একজন নগণ্য বান্দা আমাকে বিনা অপরাধে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করেছিল তাই আমার সহচর তাকে প্রহার করায় তয়বর খাঁ নিজে এসে অশিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করেছিল, তাই আমি ওকে শিক্ষা দিয়েছি।

ঔলম। হুঁ, তয়বর এ সব সত্য?

তয়বর। সত্য সম্রাট।

ঔলম। তুমি সত্য কথা বলায় আমি সন্তুষ্ট তয়বর। কৈ হ্যায়, দিলির খাঁ—হাঁ—কি বল্লে তুমি রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র? কিন্তু আমি ত শুনেছি, রাজসিংহ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্বাসিত করেছে।

ভীম। সম্রাট—ঠিকই শুনেছেন। আমি তাঁর সেই নির্বাসিত জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহ।

ঔলম। কেন যুবক, তোমার পিতা তোমায় নির্বাসিত করলে কেন?

ভীম। সম্রাট। আমার কনিষ্ঠ জয়সিংহ সিংহাসনাভিলাসী হ'যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, পিতা এই দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি।

ঔলম। চমৎকার (দিলিরের প্রবেশ) এই যে দিলির, শুভ সংবাদ। দিলির শুভ সংবাদ। আজ আমরা স্বার্থত্যাগী মহান শক্তিমান যোদ্ধা ভীমসিংহকে বন্ধু রূপে পেয়েছি।

ভীম। সম্রাট ভুল ধারণা করছেন। আমি আশ্রয় গ্রহণ করতে বা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে এখানে আসি নি।

গুল। উনি এসেছেন, সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

ঔলম। ওঃ তাই নাকি? কিন্তু ভীমসিংহের কোন অপরাধের প্র মাণ ত এখনও পাইনি বেগম?

ভীম। অপরাধ আমি না করলেও, আমার সহচর বেগম সাহেবার অপমান ক'রে অশিষ্টতা ও অভদ্রতার পরিচয় দিয়ে নারী নির্যাতনকারী অপরাধে অপরাধী তাই আমি নিজে বেগম সাহেবার রক্ষী হয়ে এসেছি সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

ঔলম। তাই ত দিলির, এরা যে ভাবিয়ে দিলে, এর সহচর বেগম সাহেবার অপমান করেছে (ভাবিয়া) বেগম, ভারত সম্রাজ্ঞীর অপমান, সে অপরাধের জন্য শুধু মুখে ক্ষমা চাইলে ত হতে পারে না।

দিলির। সম্রাট। এই যুবকের সহচর বেগম সাহেবার অপমান করেছিল, সেজন্য ত ও অপরাধী নয়।

ঔলম। তা ত আমিও বুঝি। কিন্তু রাজনীতি যে বড়ই জটিল। আচ্ছা, এক কাজ করলে ত হয়। যতদিন না এর সহচরকে ধরা যায় ততদিন পর্যন্ত একে—না না, সে কেমন করে হবে।

গুল। সম্রাট কি এখানেও রাজনীতির কূট চাল চালতে চান নাকি?

ঔরম। হাঃ—হাঃ—হাঃ, দিলির, বেগম কি বলে শোন। হাঁ—হাঁ হয়েছে। যুবক তুমি যদি আমাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে মুঘল সাম্রাজ্যের হিতকামনায় আত্মনিয়োগ করতে পার, তা হ'লে তোমার সহচর-কৃত অপরাধের মার্জনা পাবে।

ভীম। সম্রাট। গোলামী ক'রে আমি মার্জনা গ্রহণ করব না।

গুল। না, তা কখনও হবে না। সম্রাট! আমি কথা দিয়েছি একে ক্ষমা করব।

ঔরম। আমিও তা অস্বীকার করছি না।

গুল। তবে কেন ক্ষমার উপর সর্ত আরোপ করছেন? এই যুবক যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, তার পুরস্কার স্বরূপ আমি ওকে মুক্তি দিচ্ছি। যাও যুবক তোমার গন্তব্য স্থলে।

ঔরম। দাঁড়াও যুবক। গুলনেয়ার বেগম, রাজনীতি নিয়ে ছেলে খেলা ক'র না। যাও হারেমে যাও।

গুল। এই যুবককে মুক্তি না দিলে আমি হারেমে যাব না।

ঔরম। চমৎকার। এই ত মুঘল সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত কথা। দিলির ভাগ্যবান আমি, এমন স্নেহ মায়ার আধার গুলনেয়ার বেগম আমার মহিষী। যাও বেগম, আমি যুবককে সসম্মানে মুক্তি দেব।

গুল। সম্রাট মহানুভব।

গুলনেয়ার চলিয়া গেল, ঔরঙ্গজীব তাহার গমন পথে চাহিয়াছিল, দৃষ্টির অন্তরাল হইলে

ঔরম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—দয়াময়ী। হাঁ যুবক, কি স্থির করলে? আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে, অথবা—

ভীম। বশ্যতা স্বীকার না করলে কি করবেন সম্রাট?

ঔরম। তোমাকে আজীবন অন্ধকূপে—

দিলির। এ অন্যায় সম্রাট!

ঔলম। ওঃ হাঁ—হাঁ, সে বড় নিষ্ঠুরতা—না দিলির ? যুবক এই নাও মুঘল সম্রাটের তরবারি, যদি ইচ্ছা হয় ধর, আমার অনুকূলে, আর যদি তা না পার—

ভীম। আমি মুঘলের দেওয়া একটা সূচও স্পর্শ করব না সম্রাট।

ঔলম। দিলির। এই হিন্দু রাজপুত মুঘলকে ঘৃণা করে, এর শিরশ্ছেদ কর আমারই সম্মুখে।

দিলির। আমি ঘাতক নই সম্রাট।

ঔলম। দিলির খাঁ! মনে রেখ তুমি কার মুখের উপর কথা বলছ।

দিলির। তা জানি সম্রাট।

ঔলম। না না, কিছু জান না। শাহান সা গাজি ঔরংজীব এখনও মরেনি দিলির।

দিলির। গাজি ঔরংজীব এখানে নাই সম্রাট! এখানে আমি দেখছি, শয়তান ঔলমগীরকে। শুনুন সম্রাট। আপনার আদেশে আমি হাসি মুখে মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, কিন্তু আপনাকে সন্তুষ্ট করতে, এই শয়তানির সহায়তা করতে, ঘাতক বৃত্তিতে এই যুবককে বধ ক'রে, দোজাকের পথে নেমে যাব না।

ঔলম। হাঃ—হাঃ—হাঃ, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা এই ত চাই। যোগ্যতম ব্যক্তিকেই আমি ভারতের সৈন্যাপত্য ভার দিয়েছি। দুঃখ করনা—দুঃখ করনা দিলির—আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, তুমি ছিলে আমার যৌবনের সহকর্মী আর আজ বার্ধক্যে তুমি আমার আশা ভরসা! আমি সম্রাট নই দিলির—খোদার নফর।

দিলির। এই যুবক সম্বন্ধে—

ঔলম। ওঃ হাঁ,—এই যুবক মুক্ত। যাও যুবক, তোমার বীরত্ব দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ। মুঘল সম্রাট চেয়েছিল তোমাকে বন্ধুরূপে পেতে,

কিন্তু ছেলেমানুষী ক'রে সে সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হলে। যাও—মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করবে না।

ভীম। সম্রাটের কূটনীতি রাজপুতও কিছুটা বোঝে। আজ আমাকে মুক্তি দিলেন সম্রাট দায়ে পড়ে। মনে রাখবেন, পিতা আমাকে নির্বাসিত করলেও জন্মভূমির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে, যে কোন মহূর্তে আমি ফিরে আসব আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে।

[প্রস্থান

ঔরঙ্গ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হা—ওরা বুনো বাঘ না দিলির? যা এই মহূর্তে ফৌজ সাজিয়ে কাবুলের বিদ্রোহ দমনে পাঠাও।

দিলির। কার অধীনে পাঠাব সম্রাট।

ঔরঙ্গ। যশোবন্ত সিংহ। যশোবন্ত সিংহকে অনুরোধ করবে এই বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করতে।

দিলির। জো হুকুম জনাব।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান

ঔরঙ্গজীব বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল

ঔরঙ্গ। মনুষ্যত্ব। সেনাপতি! তহবর খাঁ।

তহবর। জনাব।

ঔরঙ্গ। তোমাকে নিজ হাতে মুক্তি দিলাম। ভবিষ্যতে প্রধান সেনাপতির পদ পাবে। একটা কাজ করতে পারবে?

তহবর। হুকুম করুন।

ঔরঙ্গ। কাবুল বিদ্রোহ দমনে যাচ্ছে যশোবন্ত সিংহ, তুমি খুব গোপনে তাকে গুপ্ত হত্যা—

তহবর। (চমকিত হইয়া) জাঁহাপনা!

ঔরঙ্গ। চমকে উঠলে যে। খুব স্থির চিত্তে ভেবে দেখ এক দিকে

অপরাধের জন্য মুঘল কারাগারে শুকিয়ে মরা, অন্য দিকে সম্রাটের করুণা লাভ, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান সৈন্যাপত্য পদ পাওয়া, বেছে নাও—কোনটা তোমার কাম্য।

তয়বর। আমি দ্বিতীয়টাই বেছে নিলাম সম্রাট! দিন, আপনার নির্দেশ পত্র—আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে গুপ্ত হত্যা—

ঔরঙ্গ। চুপ বাতাসেরও কাণ আছে, সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কলঙ্ক ঘোষণা করবে। আচ্ছা তুমি সম্মত?

তয়বর। হাঁ সম্মত।

ঔরঙ্গ। বহুত আচ্ছা। এই নাও পাঞ্জা—আর এই নাও বিষাক্ত ছুরিকা, যাও—

তয়বর। অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট! ফিরে এসে পুরস্কার নেব।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান

ঔরঙ্গ। কাম, ক্রোধ আর লোভ এই তিনটী যদি খোদা সৃষ্টি না করত, তা হলে দুনিয়া চল্‌ত না। দীন দুনিয়ার মালিক! আমি তোমারই নফর, তুমি চালাচ্ছ, তাই আমি চলছি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মুঘল হারেমের পশ্চাৎবর্তী গুলবিবাগ মধ্যস্থিত পথ

একদল নর্তকীর প্রবেশ

নর্তকীগণ। **গীত**

রং আবিরে সাজল আকাশ
গুলাব বাগে উড়ল ভ্রমর।
সবুজ পাখা প্রজাপতি
আঁকল ছাতি মনেতে মোর॥
ফোয়ারার জল ছুটছে যেমন
তেমনি ছোটে আমারই মন।
প্রিয়র বাসা বকুল তলায়
জানায় যেন সুবাস চোর॥
ফাগুন বাতাস বাজায় বাঁশি
তাই বুঝি রে মন উদাসী
চুরি করে আমার হাসি
পালায় সেথা নিঠুর চকোর।

আনন্দে মসগুল হইয়া গুমা খাঁর প্রবেশ, হাতে একটা পিয়ালা। গানের মধ্যে সে পিয়ালা বাজাইতে লাগিল

গুমা। ওহো—কেয়া মিঠি তোমারি আওয়াজ—কেয়া মিঠি তুমারি সঙ্গীত, কেয়া খসবু তুমারি বদন 'পর—(নর্তকীর দেহের ঘ্রাণ লইয়া) ও হো—হো—হো—ম্যায় তুমারি প্রেমকি চকোর, হুঁ তুম ত মুজকে পিয়ার করেঙ্গি?

নর্তকী। দূর—দূর—গায়ে কি গন্ধ!

[ছুটিয়া পলাইল

গুমা। এ কেয়া! উয়ো নাচওয়ালী কেইসে ভাগ গ্যায়া! কেয়া ম্যায় প্রেম ন সমজতে হুঁ! মেরে মাফিক প্রেমকা চকোর সারে হিন্দুস্থানমে কৌন হ্যায়? দুনিয়াকা সুন্দরী জোয়ানী মুজক দেখকর একদম দেওয়ানা বন যায়েঙ্গী। দেখ জোয়ানি মেরে হাত; য্যায়সা পেড়কি পাখা, দেখ মেরে পাঁও যায়সা কাটকা বনা হুয়া—আউর দেখ মেরে বদন, কি ছাতিয়া— য্যায়সা পর্ব্বত কি চূড়া, আউর মেরা বদনকি সুরত, মেরা আখিঁয়াকি— ও হো—হো—যোওয়ানি লোক আও, আও মুজ সে পেয়ার কর—

এই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া দুই বাহু তুলিয়া একলাফে যেন কাহাকে ধরিতে যাইবে ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বাঙ্গ কাল বস্ত্রে আবৃত অরুণ সিংহ চোরের মত পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছিল। তাহাকেই জড়াইয়া ধরিল

ও হো-হো মেরে পিয়ারি তুম আ গ্যায়া। কেয়া খুসবু তুমারি বদন 'পর, ম্যায় তুমারি লিয়ে (অরুণ সিংহ ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল) ছোড মৎ মেরে পিযারি—দেখাও ত তুমরি মিটী-ম—(আচ্ছাদন খুলিয়া) আরে এতনা বড়া মোচ, কোন শালা তুম কৌন হুঁ।

অরুণ। অন্ধকারে দেখতে পাওনি চাঁদ? আমি তোমার সুন্দরী পিয়ারী নই, সুন্দর পিয়ার।

গুমা। কেয়া, সুন্দর পেয়ার! বোল শালা তোম কৌন হুঁ!

অরুণ। মানুষ, তাত দেখতেই পাচ্ছ।

গুমা। কিস্ লিয়ে হারেম কি গুলাববাগ কি ভিতর আ গ্যায়া; আভি বাতাও তুম কাহে হিয়া আ গ্যায়া?

অরুণ। তোমার সঙ্গে মুলাকাত করতে।

গুমা। মুজসে মুলাকাত লিয়ে, কেঁও?

অরুণ। তোমাকে কিছু বকশিস্ মিলিয়ে দেব বলে।

গুমা। মুজকো বক্শিস্ মিলোগি! কিস্ লিয়ে?

অরুণ। তুমি যদি একটা খবর দিতে পার তা হলে দোটে আশরফি বক্‌শিস্ পাবে।

গুমা। বুলাও বক্‌শিস্।

অরুণ। এই নাও (আসরফি বাহির করিয়া) এই এক—আর এই দুই।

প্রদান

গুমা। বলো কেয়া খবর?

অরুণ। আজ সন্ধ্যার পূর্বে ভীমসিংহ যে বেগম সাহেবার সঙ্গে এসেছিল সে কোথায়?

গুমা। ভীমসিংহ। তুম কৌন হুঁ। হিন্দু না মুসলমান?

অরুণ। দেখে বুঝতে পারছ না, আমি মুসলমান কিনা?

গুমা। উও দেখতে হুঁ, ভীমসিংহ। উও শালে হিন্দু রাজপুত হু।

অরুণ। হাঁ—হাঁ—সেই শালাকেই ত খুঁজছি। শালাকে পেলে আমি খুন করব।

গুমা। উও শালে বহুত বদমাস হু। মারো শালাকো।

অরুণ। বলতে পার শালা কোথা?

গুমা। উও শালাকো কেয়সা মারডারেঙ্গে ভাই? উও ত আভি সম্রাট কি কোঠী পর।

অরুণ। (স্বগতঃ) তাই সম্ভব। (প্রকাশ্যে) তা হ'লে আসি খাঁ সাহেব আদাব।

গুমা। আদাব! দেখজি—আও এক রোজ! আজ সে দোস্তি হো গ্যায়া, জেরা সরাব-ওরাপ পিকর নাচ গানা দেখাওঙ্গি।

অরুণ। বহুত আচ্ছা দোস্ত।

গুমা। আচ্ছা, আব চলা যাও, নেহি তো কৌন লোকঙ্গি আও দোস্ত মেরা নাম গুমা খাঁন, ইয়াদ রাখ্‌না, আদাব। (নেপথ্যে) দেখিয়া আরে উধার গুলাব বাগিচা মে কৌন হুঁ? (সচিৎকারে) আরে উও কৌন হুঁ? আরে কৌন?

[দ্রুত প্রস্থান

অরুণ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি দাড়ি বাহির করিল

অরুণ। এর সাহায্যে মুঘল প্রাসাদে উঠতে হবে। যেমন করে হোক প্রভু ভীমসিংহকে উদ্ধার করব।

[প্রস্থান

ধীরে কমল বাঈএর প্রবেশ

কমল। ওঃ! কি জ্বালা আমার! কি কঠোর শাস্তি আমার! আর ত এ শাস্তি সহ্য করতে পারি না। নিত্য মুঘলের মুখে কদর্য উক্তি আর শুনতে পারি না। ছিলাম গরীবের মেয়ে, আমার পিতার ভাঙ্গা কুঁড়েয় শান্তিতে ছিলাম—কাল হল আমার পোড়া রূপ।

একজন ফকির গাহিতে গাহিতে আসিল

ফকির। গীত

দুনিবার শান্তি কেন হরে নিল
মানুষ দল।
চাঁদনি রাতে কেন নেমে আসে
ঝড় বাদল॥
তোমারই দেওয়া মালিক যত সুখ শান্তি
সবই কি মরীচিকা মনের ভ্রান্তি।
হিংসা দ্বেষ ভরা দুনিয়ার বুকে সব
শুদ্ধ আছে শুধু যমুনার কাল জল॥

কমল। আদাব ফকির সাহেব।

ফকির। কে মা! একাকিনী কেন উদ্যানে ভ্রমণ করছ মা?

কমল। একাকিনী রুদ্ধ কক্ষে ভাল লাগছিল না, তাই উদ্যানে এসেছি একটু খোলা বাতাসে।

ফকির। ভাল করনি মা! দুনিয়ার মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হয়েছে। নারীর মর্যাদা ত সকলে বুঝবে না।

কমল। ফকির সাহেব, আপনিই এই মুঘলের পুরীতে আমার এক মাত্র হিতকামী—বলুন আমাকে এরা কি জোর করে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করবে?

ফকির। ধর্ম অন্তরের জিনিষ মা—জোর করে তা গ্রহণ করান যায় না। খোদার উপর ভরসা রেখ—তিনি তোমাকে বিপদমুক্ত করবেন। চল আমি তোমাকে হারেমে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কমল। আপনি যান ফকির সাহেব, আমি যাচ্ছি।

ফকির। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

[গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

কমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মুঘল সাম্রাজ্যে একটি পুণ্য জ্যোতিষ্ক।

মুসলমান বেশধারী অরুণসিংহের প্রবেশ

অরুণ। কে ও রমণী?

কমল। কে তুমি রাত্রের অন্ধকারে হারেমের বাগানে এসেছ?

অরুণ। উদ্দেশ্য না থাকলে আসতেম না সুন্দরী।

কমল। পথ ছাড়, আমাকে হারেমে যেতে দাও।

অরুণ। দাঁড়াও, বেশভূষায় দেখছি তুমি হিন্দু রমণী।

কমল। হাঁ, কিন্তু সিংহিনী, সরে যাও।

অরুণ দাঁড়াও, কথা আছে।

কমল। মোগল সাম্রাজ্যের কোন পুরুষের সঙ্গে কমল বাঈ গোপনে কথা বলবে না।

অরুণ। কমল বাঈ, তা হলে বোধ হয় রাজপুতের মেয়ে?

কমল। হাঁ—

অরুণ। শোন কমল বাঈ, আমি মুঘল নই রাজপুত।

কমল। (চমকিয়া) রাজপুত।

অরুণ। হাঁ, এই দেখ।

ছদ্মবেশ উন্মোচন

কমল। কে আপনি ?

অরুণ। পরিচয় পরে দিচ্ছি। এখন বল তুমি কেন মুঘল হারেমে ?

কমল। এরা আমাকে জোর করে ধরে এনেছে, মুস্লিম ধর্মে দীক্ষিত করতে।

অরুণ। হুঁ। নারী হরণ করা মঘলের একটা মস্ত বড় চাল। তোমার নিবাস কোথায় ?

কমল। মেবারে।

অরুণ। হুঁ। তুমি এখন কি করবে ?

কমল। যদি কেউ দয়া ক'রে মুক্তি দেয় তা হলে বাঁচব, নইলে রাজপুত রমণী যে নারীত্বের রক্ষায় মৃত্যুকে বরণ করতে পারে তা ত আপনার অজ্ঞাত নেই।

অরুণ। ভয় পেয়ো না কমল, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, এখন একটা সংবাদ দিতে পার ?

কমল। কি সংবাদ ?

অরুণ। রাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহ আজ সন্ধ্যার পূর্বে বেগমকে পৌছে দিতে এসেছিল, তার কি অবস্থা বলতে পার ?

কমল। প্রতিহারিণীর মুখে শুনলাম, সম্রাট তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে।

অরুণ। যাক্, নিশ্চিন্ত।

কমল। আপনি কে বীর ?

অরুণ। পরিচয় দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা উপায় যদি করতে পার

কমল। বলুন।

অরুণ। আমি ফলওয়ালার ছদ্মবেশ ধরে মুঘলের হারেমের বাগানে প্রবেশ করেছি, রাত্রি হয়ে গেছে এখন সেই বেশে বাহিরে গেলে সন্দেহ করে প্রহরীগুলো ধরে রাখতে পারে। তাই—

কমল। সে জন্য চিন্তা কি? আপনি ছদ্মবেশ ধরে আমার সঙ্গে চলুন, ভৃত্য বোধে কেউ আপনাকে কিছু বলবে না, তারপর রাত্রে আপনি আমার কক্ষে থাকবেন।

অরুণ। তোমার কক্ষে—

কমল। চিন্তা নেই, আমি স্বপাকে খাই, সুতরাং রাত্রে আর কারো আসবার সম্ভাবনা নেই।

অরুণ। খুব সাবধানে চিন্তা ক'রে কথা বল কমল—সিংহের বিবরে নিয়ে যাচ্ছ।

কমল। কোন চিন্তা নেই আপনার

নেপথ্যে। উধার কৌন হু।

কমল। শীঘ্র ছদ্মবেশ পরে আসুন

ছদ্মবেশ ধারণ

অরুণ। চল কমল, আমাকে গুমার্থা বলে ডাকবে।

কমল। আচ্ছা - আসুন।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

মেবারের পার্বত্য উপত্যকা

রাখাল ও রাখাল বালক

রাখাল-বালক। হই-উও-যা-যা— হই-উও-যা-যা—হই-উও-হুই-হুই—যাক্ সব চরতে লাগল।

রাখাল বাঁশী বাজাইতেছিল, বালক গান ধরিল

বালক। গীত

পাহাড়তলির মাঠে-রে পাহাড়তলির মাঠে।
রূপার মত শিশির জলে সবুজ ঘাসের পিঠে
রে সবুজ ঘাসের পিঠে।

রাখালের পাহাড়িয়া নৃত্য

বালক। গীতাংশ

সুয্যি মামা গাছের মাথে উঁকি ঝুঁকি চায়
সবুজ পাখা মেলে টিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে যায় রে
ঝাঁকে ঝাঁকে যায়।

রাখালের নৃত্য

বালক। গীতাংশ

আগুন বুঝি লাগল হেথা সাদা চূড়ার গায়
ঝর ঝর ঝর্ ঝরণা নামে
পাহাড়ের বুক ফেটে রে ভাই পাহাড়ের
বুক ফেটে।

পুনঃ নৃত্য

রাখাল। হই-উও-হই-উও-হুই-হুই—

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

যোধপুর রাজপ্রাসাদ

মন্দিরে শাখ ঘণ্টা বাজিতেছিল। মহামায়া সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে আসিয়া প্রণাম করিল। নেপথ্যে তুর্যধ্বনি শোনা গেল। মহামায়া উঠিয়া শুনিল। পুনরায় প্রণাম করিল; পুনরায় তুর্যধ্বনি উঠিল

মহামায়া। একলিঙ্গদেব। তোমাকে প্রণাম করতে কেন এত বাধা প্রভু? মঙ্গল কর দয়াময়, আমার পতি পুত্রের মঙ্গল কর। (তুর্যধ্বনি নিকটস্থ হইল) মনে হয় মহারাজ আফগানিস্থানের বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এলেন।

কাশেম ছুটিয়া আসিল

কাশেম। মা-মা—বোধ হয়—

মহামায়া। কি হয়েছে রে কাশেম? (কাশেম ইতস্ততঃ করিল) ও রকম চুপ করে থাকিস নি বাবা, বল কি হয়েছে। আমার অজিত কোথায়?

কাশেম। দাদু দোলায় ঘুমুচ্ছে।

মহামায়া। তবে তুই ও রকম মন মরা হয়ে গেলি কেন? বল—বল কাশেম?

কাশেম। কি আর বলব মা? ছাদ থেকে দেখলুম একটা চৌপায়ায় করে সৈন্যেরা কাকে আনছে, আর দুর্গা মহারাজ পাশে পাশে চোখ মুছতে মুছতে আসছে।

মহামায়া। আর মহারাজ? মহারাজকে দেখিস নি?

কাশেম। না মা!

পুনঃ তূর্যধ্বনি

মহামায়া। এ কি এ রকম বাজে কেন? তব কি ওরে কাশেম বল—বল—মহারাজ কি আসেন নি?

দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। এসেছেন তবে দোলায় চড়ে ফুলের বিছানায় শয়ন করে।

মহামায়া। দুর্গাদাস। তবে কি—

দুর্গা। মা। মহারাজ আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন।

মহামায়া। এ্যা—(মূর্ছিতা হইলেন)

কাশেম। ওরে কি খবর নিয়ে এলি রে দুর্গা মহারাজ।

দুর্গা। কাশেম যা শীঘ্র জল নিয়ে আয়, দেখ্‌ছিস না মা মূর্ছিতা—

কাশেম। ও মরুক মহারাজ, ও মরুক। একটু পরে ত ও রাজার সঙ্গে এক চিতায় যাবে।

দুর্গা। না কাশেম, ওঁকে বাঁচতে হবে, এখন ওর সহমৃতা হওয়া চলবে না, ওঁকে বাঁচতেই হবে নায়ক বিহীন যোধপুরকে রক্ষা করতে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে, ঔরঙ্গজেবের শঠতার প্রতিশোধ নিতে, ওঁর বাঁচা একান্ত প্রয়োজন। যা কাশেম যা, জল নিয়ে আয়।

কাশেম জল আনিয়া মহামায়ার চোখে মুখে দিল

মহামায়া। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে) এ্যা একি হল। একি হল আমার দুর্গাদাস?

দুর্গা। শোকে অধীর হয়ে যোধপুরের সর্বনাশকে টেনে আনবেন না মা। এখন আপনাকে বুক বাঁধতে হবে, স্থির হয়ে শুনতে হবে, আপনার স্বামীর মৃত্যু কাহিনী, তারপর ইচ্ছা হয় স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হবেন।

মহামায়া। বল বল দুর্গাদাস, আমি ধৈর্য সহকারে শুন্‌ব মহারাজের মৃত্যু কাহিনী।

দুর্গা। মহারাজ কাবুল বিদ্রোহ দমনে শত্রুর হাতে রণ মৃত্যু নেন নি মা।

মহামায়া। তবে?

দুর্গা। গুপ্তঘাতকের হস্তে অতি শোচনীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মহামায়া। (অধৈর্য হইয়া) গুপ্তঘাতক, কে সে গুপ্তঘাতক?

দুর্গা। তয়বর খাঁর অনুচর

মহামায়া। মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ তয়বর খাঁ?

দুর্গা। মুঘল সম্রাটের শিক্ষিত কুক্কুর তয়বর খাঁ।

মহামায়া। দুর্গাদাস, তুমি শয়তান তয়বর খাঁর ছিন্নমুণ্ড না এনে—মাত্র মহারাজের মৃতদেহ নিয়ে যোধপুরে ফিরে এলে?

দুর্গা। মাত্র তয়বরের ছিন্নমুণ্ড আনলে তো মহারাজের গুপ্ত হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না মা।

মহামায়া। তবে?

দুর্গা। সবার আগে যদি সম্ভব হয় ত ছিন্ন ক'রে আনতে হবে মুঘল সম্রাট ঔলমগীরের শুভ্র মস্তক।

মহামায়া। ঔলমগীরের?

দুর্গা। হা মা। তয়বর খাঁ মহারাজ যশোবন্ত সিংহের অভেদ আত্মা বন্ধু ছিল, তার কোনরূপ হিংসা দ্বেষ ছিল না মহারাজের উপর।

মহামায়া। তবে সে এ সর্বনাশ করলে কেন?

দুর্গা। গোলামীর নেশা আর প্রলোভন,এরাই মানুষকে পশু সাজায়। সম্রাট ঔলমগীরের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল মহারাজকে সরিয়ে দেবার।

মহামায়া। কেন—কেন, মহারাজ ত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তবে কেন মুঘল সম্রাট তাকে গুপ্ত হত্যা করলেন?

দুর্গা। ক্রোধ তাঁর উপর পূর্ব হতেই ছিল, প্রথম পূর্ণিয়ায় তিনি দারার

পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, দ্বিতীয় তিনি সম্রাট সাজাহানের সিংহাসনচ্যুতিতে প্রথম আপত্তি জানান, তৃতীয় যোধপুর তাকে কর দিত না, মিত্র রাজ্য ছিল মাত্র, তাই মহারাজকে সরিয়ে দিয়ে তারা পুরাপুরি গ্রাস করতে চায় যোধপুরকে।

মহামায়া। হুঁ, এখন তোমরা কি করবে স্থির করেছ।

দুর্গা। আমরা মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব, হিন্দুস্থানের বুকে আগুন জালব, সম্রাট ঔলমগীরকে তার শয়তানির সাজা দেব।

মহামায়া। তাই দাও দুর্গাদাস, ঔলমগীরকে এমন আদর্শ শাস্তি দাও, যা দেখে আর কোন মুঘল সম্রাট ভবিষ্যতে যোধপুরের সঙ্গে শয়তানি করতে সাহস পাবে না।

নেপথ্যে তোপধ্বনি

দুর্গা। একি ! সহসা এ তোপধ্বনি কেন ? কাশেম যা দেখে আয় ত।

কাশেম ছুটিয়া গেল

দুর্গা। তাই ত এত শীঘ্র সে শয়তানির মুখোস্ খুলে ফেলবে ?

কাশেম আসিল

কাশেম। সর্বনাশ হয়েছে দুর্গা মহারাজ—সর্বনাশ হয়েছে। মোগল সৈন্য ফটকের সামনে জমা হয়েছে।

দুর্গা। ঐ শোন মা কৃতঘ্ন মোগলের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। আচ্ছা আমি আসছি।

[ছুটিয়া গেল

মহামায়া। কাশেম একবার অজিতকে আন ত।

কাশেম। এই যে আনছি মা।

[প্রস্থান

মহামায়া। স্বামী প্রভু, তুমি উপর থেকে আমাকে আশীর্বাদ কর যেন তোমার মৃত্যুর চরম প্রতিশোধ নিতে পারি।

দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। ওঃ! বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক! মুঘল সম্রাটের মত বিশ্বাসঘাতকের ভয়ে বুঝি ভগবানও মুখ লুকিয়েছে।

মহামায়া। কি সংবাদ দুর্গাদাস?

দুর্গা। এই দেখুন মা, শয়তান ঔরঙ্গজেব আমাকে কি পত্র লিখেছে।

পত্র দিল

মহামায়া। (পাঠ করিয়া) হু।

দুর্গা। আমি পূর্বেই মহারাজকে নিষেধ করেছিলাম মুঘলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রতে। কি পশু প্রকৃতি এদের, যে মহাবীর যশোবন্ত সিংহের বাহুবলে এত বড় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, সেই মহান বীর লোকান্তরে যেতে না যেতেই তার মহিষী আর শিশু পুত্রকে—না—না—তা 'হতে পারে না, কিছুতেই না—

মহামায়া। এখন কি করবে দুর্গাদাস? তোমাদের সৈন্যদলও তো আজ মুঘল শিবিরে আবদ্ধ।

দুর্গা। আমাদের সঙ্গে যে আড়াই শত সৈন্য আছে, সেই সৈন্য আড়াই শত নিয়েই আমি ওদের বাধা দেব।

মহামায়া। কিন্তু তাতে তো তোমরাই মরবে, আমাকে কি রক্ষা করতে পারবে।

কাশেম অজিতকে লইয়া আসিল

দুর্গা। মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না মা। আর আপনি, ঐ বারুদঘর ত আছে মা, পুরনারীদের নিয়ে মহারাজের মৃত দেহের সঙ্গে ঐখানেই সমাধি নেবেন।

মহামায়া। কিন্তু যোধপুরের ভাবী অধীশ্বর এই শিশু—

কাশেম। কি হয়েছে দুর্গা মহারাজ।

দুর্গা। শয়তান ঔলমগীর, মা মহারাণী আর শিশু অজিতকে তার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতে আমাকে পত্র দিয়েছে।

কাশেম। শালা, সম্রাট আলমগীরটা একটা পাঁঠা, শালার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, তবু শালার ধর্ম্মে মতি হল না।

তোপধ্বনি

দুর্গা। একি, তবে বোধ হয় ওরা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। কাশেম, তুই তৈরি হয়ে নে,এই শিশু অজিতকে রক্ষার ভার তোর, আমি আস ছ।

[প্রস্থান

মহামায়া। কাশেম! তুই আমাকে মা বলেছিস্, ওপরে ধর্ম আছে; বল বাবা আমার অজিতকে বাঁচাতে পারবি ত?

কাশেম। তোমার কোন চিন্তা নেই মা জননী, কাশেম মোছলমান কিন্তু শালা আমলগীরের মত বেইমান মোছলমান নয়—

দুর্গাদাস আসিল

দুর্গা। ঠিক বলেছিস্ কাশেম, তুই ঔলমগীরের মত বেইমান মুসলমান নস্।

মহামায়া। কি হ'ল দুর্গাদাস?

দুর্গা। আপাততঃ একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল মা। মুঘল সেনাপতি দিলির খাঁ নিজে এসেছেন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে, আমাদের আজকের মত অবকাশ দিয়েছেন তিনি—মহারাজের পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করবার জন্য।

মহামায়া। মুঘলের অসীম অনুগ্রহ।

দুর্গা। শুনুন মা! আর বিলম্ব করা হবে না, মহারাজের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত করতে হবে এই প্রাসাদে, তারপর রাতের অন্ধকারে আমাদের প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে ঐ মুঘল সৈন্যব্যূহ ভেদ করে আজই বেরিয়ে যেতে হবে। কাশেম তুমি মুসলমান, তুমি যদি ওদের মধ্য দিয়ে কোন রকমে কুমারকে লুকিযে বার করে নিযে যাও, কেউ সন্দেহ করবে না তোমাকে।

কাশেম। তোর কোন ভয় নেই মহারাজ। আমি ঠিক শালা মোগলদের চোখে ধূলা দিযে দাদু ভাইকে নিযে পালাব। আহা—আহা দেখ—দেখ কেমন পিটির-পিটির চাইছে। দাদু আমার, ওরে আমার সোনার দাদু, ওরে আমার সোনা মাণিক।

মহামায়া। যাও কাশেম বিলম্ব কর না। দাদুকে আদর করবার সময এ নয।

কাশেম। এই যে আসছি মা জননী।

[প্রস্থান

দুর্গা। যাক নিশ্চিন্ত, চলুন মা। মহারাজের মৃতদেহের সৎকার কায সমাধা করতে হবে।

মহামাযা। মহারাজের মৃতদেহের জন্য আমি এখন চিন্তা করছি না দুর্গাদাস। চিন্তা করছি পুরনারীদের জন্য, আমরা পালিযে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল প্রাসাদ লুণ্ঠন করবে. পুরনারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করবে।

দুর্গা। চিন্তা করবেন না মা! পালিযে যাওয়ার পূর্বে সমস্ত পুরনারীদের ঐ বারুদ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে চলে যাব।

মহামাযা। সে কি। ওদের মধ্যে যে তোমার যুবতী পত্নী আছে।

দুর্গা। দেশের হারান স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে দুর্গাদাস হাসিমুখে তার যুবতী পত্নীকে মৃত্যু মুখে তুলে দিতে পারবে মা।

ঝুড়ি মাথায় কাশেম আসিল

ও কি কাশেম।

কাশেম। যোধপুরী তরমুজ।

মহামায়া। আমার অজিত কোথায়?

কাশেম। তরমুজ হয়ে গেছে।

দুর্গা। ওঃ! (হাসিল) দেখ কাশেম ঈশ্বরের দোঁহাই।

কাশেম। তোর ঈশ্বর বেইমানি করবে দুর্গারাজা, তবু কাশেম বেইমানি করবে না।

মহামায়া। কাশেম, একবার দেখতে দেবে?

কাশেম। এই যে মা জননী।

ঝুড়ি হইতে শিশু দেখাইল

মহামায়া। ওরে আমার আশার প্রদীপ যদি বেঁচে থাকি তবে আবার কোলে নেব। (সজল নয়নে) আর যদি না ফিরি রইল মায়ের স্মৃতি।

চুম্বন

কাশেম মা—

মহামায়া। ওঃ হাঁ—এই নাও (শিশুকে লইয়া ঝুড়িতে রাখিল) দেখ কাশেম মনে রেখ তোমার কাছে রইল যোধপুরের ভবিষ্যত আশা-প্রদীপ।

কাশেম। কাশেম তোমার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে ততদিন মা জননী, যতদিন না ওর আলোতে যোধপুর ভরে উঠে।

দুর্গা। মনে রেখ কাশেম, যোধপুর হিন্দুরাজ্য হলেও তোমার জন্মভূমি, আর মুঘল তোমার স্বধর্মী হলেও বিদেশী।

কাশেম। কাশেম হিন্দুও বোঝে না আর মোছলমানও বোঝে না দুর্গারাজা, কাশেম বোঝে সে এই দেশেরই ছেলে, এর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে যদি পেরানটা যায় তাহলে বেহেস্তে ঠাঁই পাবে। আর মোগল

আমার স্বজাতি হলেও সে বিদেশী, সে শয়তান, সে ডাকাত, তাদের রক্ত দিয়ে আমি কর্তারাজার তর্পণ কর্‌ব,—তর্পণ কর্‌ব,—তর্পণ কর্‌ব।

মহামায়া। কাশেম—

কাশেম। চাই যোধপুরী তরমুজ—চাই যোধপুরী তরমুজ।

[প্রস্থান

দুর্গা। এও মুসলমান—আর ঔরঙ্গজীবও মুসলমান।

নেপথ্যে তোপধ্বনি

একি। তবে কি ওরা এক রাতও অবকাশ দেবে না। দিলির খাঁও বিশ্বাসঘাতক।

নেপথ্যে আল্লা হো—আল্লা হো

মহামায়া। আর চিন্তা করবার অবকাশ নাই, দুর্গাদাস বর্তমান কর্তব্য স্থির কর।

দুর্গা। চলুন মা—প্রথমে পুরনারীদের সমাধি দিয়ে আসি।

মহামায়া। তোমার স্ত্রী?

দুর্গা। স্ত্রীর মমতার চেয়ে জন্মভূমির স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী।

[দ্রুত প্রস্থান

মহামায়া। যোধপুর—যোধপুর তোর রাক্ষসী জঠরে আজ আমরা যথাসর্বস্ব আহুতি দিলাম।

নেপথ্যে বিস্ফোরণ শব্দ

ঐ—ঐ রাক্ষসী, পরিতৃপ্ত-হ।

দুর্গাদাস ছুটিয়া আসিল

দুর্গা। সব শেষ করে এলাম মা—সব শেষ করে এলাম। এইবার মহারাজ—

নেপথ্যে আল্লা হো—আল্লা হো

মহামায়া। সে অবকাশ আর নেই দুর্গাদাস। মহারাজের মৃতদেহ ঐ জলন্ত বারুদস্তূপের উপর ফেলে দিয়ে, এখনি আমাদের চলে যেতে হবে।

দুর্গা। মহারাজের পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন হবে না ?

মহামায়া। হ'তে পারে। যে দিন আগুন জেলে সারা হিন্দুস্থানকে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নেব, যে দিন সেই আগুনে মুঘলজাতিকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব, যে দিন মুঘল সম্রাট ঔলমগীরের ছিন্ন মুণ্ডটা প্রকাশ্য রাজপথে বর্শায় গেঁথে দেখাতে পারব, সেই দিন—সেই দিন—

[প্রস্থান

দুর্গা। মুঘলের সে দুর্দিনের আর বিলম্ব নেই মহারাণী নারী নির্যাতনকারী মুঘলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব, মুঘলের তপ্তরক্তে হিন্দুস্থানের মাটি লালে লাল করে দেব। মহারাজ যশোবন্তর ত্রুটি সংশোধন করে আবার প্রাসাদের শিখরে উড়িয়ে দেব যোধপুরের স্বাধীন পতাকা।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোধপুর তোরণ সম্মুখস্থ ময়দান

রাত্র তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। গুমার্থাব সৈনিক বেশে প্রবেশ, স্কন্ধে বন্দুক, কটিতে তরবারি। দুইবার পায়চারী করিয়া চিৎকার করিয়া বলিল

গুম জোড়িদার সামালো, দুষমণ ভাগে ন যায়।

মুসলমান সৈনিক বেশে অরুণ সিংহের প্রবেশ

অরুণ। আরে ইধার কৌন হুঁ ?

গুমা। জোডিদার ম্যায় হু ।

অরুণ। হু সিযার রহো ভাই।

গুমা। আরে আপনা কাম দেখো, ম্যায তো পুরা হোসিযার।

অরুণ। আচ্ছা, ম্যায আভি ফটক্‌কা মু'পর দেখে—

[প্রস্থান

গুমা। (হাই তুলিযা তুড়ি দিল) শালা তয়বর খাঁন মুজকো বহুত তকলিব পর গিরায়া। (পুনরায় হাই তুলিযা) ওঃ—শালা নিদ তো মেরে আঁখিয়া পর আগ্যায়া কেযা করেঙ্গে ? ইধার ত বহুত হোসিয়ারি কাম মেরে 'পর ছোড দিযা—(পুনরায হাই তুলিয়া আডামোডা ভাঙ্গিয়া) আল্লা—

ঝুড়ি মাথায় কাশেমের প্রবেশ

গুমা। এই - এই উধার কৌন হুঁ ?

কাশেম। ফলওয়ালা।

চলিয়া যাইতেছিল

গুমা। আরে এই ঝাকাওয়ালা ইধার আও।

কাশেম। কেন রে সম্বন্ধি?

গুমা। কেয়া সম্বন্ধি? অহি, ম্যায় ত আলবাৎ সম্বন্ধি হুঁ। তুম আভি কাঁহাসে আতা হুঁ?

কাশেম। এই সামনের গ্রাম থেকে।

গুমা। কেয়া? গ্রাম।

কাশেম। হাঁ রে সম্বন্ধি, গ্রাম মানে—গাঁও—গাঁও—

গুমা। ওঃ—তুম উস গাঁও সে আতা হুঁ।

কাশেম। হাঁ—হাঁ।

গুমা। এত্যা ভারি রাত মে তুম কিধার যাতা হায়?

কাশেম। হাটে যাব, হাট—হাট—

গুমা। হাট কেঁও?

কাশেম। মর বেটা, অত খবরে তোর দরকার কি?

গুমা। বলো কাহে, এত্যা ভারি রাত মে হাট পর যাতে হুঁ?

কাশেম। ভারি রাত কোথায় দেখ্‌লে সাহেব? এখন তো শেষ প্রহর, রাত শেষ হ'তে আর কত বাকি?

গুমা। শেষ প্রহর! ওঃ বহুত জবর খবর তুম্ বাতায়া ভাই।

কাশেম। তা হ'লে চলি সাহেব আদাব।

গুমা। (হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া) আদাব। (কাশেম কিছুদূর গেলে) আরে এই ভাই ঝাঁকাওয়ালে—তোমারা ঝাঁকে পর কোন চিজ?

কাশেম। যোধপুরী তরমুজ।

গুমা। যোধপুরী তরমুজ। উও কেয়া চিজ?

কাশেম। মর সম্বন্ধি, তরমুজ বুঝিস্ না! তরমুজ ?

গুমা। তরমুজ! মুজকো দেখাও ত ?

কাশেম। তরমুজের আর কি দেখ্‌বে সাহেব। কদু—কদু চেন ত ?

গুমা। কদু, ওঃ হাঁ—হাঁ—উও চিজ ম্যায় দেখে হুঁ।

কাশেম। ঐ কদুরই মত।

গুমা। কদু কি মাফিক। মুজকো একটো দেও না ভাই।

কাশেম। এ তরমুজ নিযে ভোর বেলা আর কি করবে সাহেব ? এর ভেতর সব পানি ভরা আছে।

গুমা। পানি ভরা রহে ত কেয়া হব্‌জ্। দেও ভাই ঝাঁকাওয়ালে মুজকে একঠো তরমুজ !

কাশেম। তা কেমন করে দেব, সাহেব। এখনো যে বৌনি হয় নি।

গুমা। উও বৌনি ওহুনি কা বাত ছোড় ভাই, দেও একঠো !

ঝাঁকা ধরিল

কাশেম। ঝাঁকা ধ'রনা —ঝাঁকা ধ'রনা সাহেব, তরমুজ ফেটে যাবে।

গুমা। নেই ভাই, দেনেই পড়েগা।

ঝাঁকা ধরিয়া টানাটানি ইতিমধ্যে শিশু প্রস্রাব করিল

আরে—আরে ইয়ে কী পা'নি নিকালতা কাহে।

প্রস্রাব গুমা খাঁর মাথায় পড়িল সে ঝাঁকা ছাড়িয়া দিল,
সেই অবকাশে কাশেম দ্রুত পালাইল

কাশেম। পানি নয়,—পানি নয়, যোধপুরী তরমুজ ফেটে রস বেরুচ্ছে। চেটে চেটে খাও সাহেব, চেটে চেটে খাও—ও যোধপুরী তরমুজের রস।

[দ্রুত প্রস্থান

গুমা। (মাথার প্রস্রাব হাতে লাগাইয়া) কেয়া যোধপুরী তরমুজ কা রস। ফলকি রস জরুর মিঠা হুঁ। (হাত চাটিতে চাটিতে) উ

নিমককা তরে, উ-হুঁ-হুঁ-পিসাবকা বাস আতে হুঁ। আরে তোবা তোবা, শালা ঝাঁকেওয়ালে মুজকো ধোকা দে চুকা, এই জোড়িদার উয়ে ঝাঁকাওয়ালে ভগতা হুঁ, পাকড়ো পাকড়ো শালেকো।

অরুণ ছুটিয়া আসিল

অরুণ। ক্যা জোড়িদার কৌন সমাচার ?

গুমা। এক শালে ঝাঁকাওয়ালে মুজকো ধোঁকা দে চুকা ভাই। শালেকো জরুর পাকড়ুঙ্গা।

অরুণ। আচ্ছা, জোড়িদার তুম পাকড়ো শালেকো। ম্যায় তুমারি হিয়া হোসিয়ারি রহুঁ।

গুমা। আচ্ছা জোড়িদার রহো হিয়া। হোসিয়ারি। (চিৎকার করিয়া) আরে উধারওয়ালে জোড়িদার পাকড়ো ঝাঁকেওয়ালে কো।

ছুটিয়া চলিয়া গেল, বস্ত্রাবৃত অবস্থায় দুর্গাদাস ও মহামায়া আসিল

দুর্গা। তুমি কে বীর, ছদ্মবেশে আমাদের পলায়নের সাহায্য কর্‌লে ?

অরুণ। পরিচয় দেব, আপনাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে এসে, মাত্র জেনে রাখুন, আমি রাজপুত।

দুর্গা। রাজপুত!

অরুণ। চুপ, কে আসছে।

গুমা (নেপথ্যে) শালা বদমাস নিকাল গিয়া।

অরুণ। সরে যান, সরে যান আপনারা।

উভয়ে সরিয়া গেল। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি সুরাপূর্ণ পাত্র বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিল। গুমার্খার প্রবেশ

গুমা। শালে বদমাস ভাগে হুঁ। আরে এ ক্যাঁহা গ্যায়া ? এ ভাই জোড়িদার।

অরুণ। (কৃত্রিম মত্তাবস্থায) আরে কৌন ?

গুমা। আরে ইয়া ক্যা, তোম সরাব পিতা হুঁ ?

অরুণ। যোধপুরী সরাব মিল গ্যাযা একঠো, আরে ভাই পিউঙ্গা নেহি

গুমা। আলবৎ। সরাব-ও হো—হো কেযা চিজ। (বসিয়া) আচ্ছা জোডিদার তুম জেরা পিউ ত, তুম জেরা পিউঙ্গা।

অরুণ। বহুত খুব, পিও ভাই জোডিদার, ম্যায় লৌকতে হু।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

গুমা। আরে মেরে সরাব (পাত্র বুকে ধরিযা) ও হো মেরে পিয়ারী, তুম আ যাও ছাতিয়া পর আভি। (চক্ষু মুদ্রিত করিযা সরাব পাত্র মুখে ধরিযা এক নিশ্বাসে পান করিল) ও শালা তযবব খাঁ মুজকে বহুত জুলুম করতে হু। (হাই তুলিযা) ও নিদ আ গ্যাযা (জড়িত কণ্ঠে) জোডিদার উধার হো-সি-যা-র-হু—ম্যায আ-ভি।

শুইয়া পড়িল ও নিদ্রিত হইল। অরুণ, মহামায়া ও দুর্গাদাসের প্রবেশ

অরুণ। বেটা নেশা করে ঘুমিযে পড়েছে। আসুন শীঘ্র আসুন একটা ঘাটী পার হওযা গেল, চলে আসুন।

দুর্গা। যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয ওর ?

অরুণ। এ নিদ্রা সহসা টুটবে না।

দুর্গা। তবু পূর্ব হতেই সাবধানতা অবলম্বন করাই ভাল।

স্বীয় কটি বন্ধন দ্বারা গুমা খাঁর হাত পা বাঁধিল

অরুণ। আপনারা পিছিয়ে আসুন, আমি আগের ঘাঁটীর ব্যবস্থা করছি।

[প্রস্থান

মহামায়া। দুর্গাদাস। আমাদের সৈন্যরা কোথায়।

দুর্গা। ছদ্মবেশে তারা দুর্গ হ'তে বাইরে এসেছে মা, ঐ যেন মশাল হাতে কে আসছে শীঘ্র সরে আসুন।

দুর্গাদাস ও মহামায়া সরিয়া গেল। মশাল হস্তে চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে তয়বর খাঁর প্রবেশ

তয়বর। একি! এ স্থানের পাহারাদার কোথা গেল! এখানে কি পাহারায় নিযুক্ত ছিল না কেউ? ওই ত দুর্গের সিংহদ্বার দেখা যাচ্ছে। এই তো প্রথম ঘাটী, রক্ষী নিযুক্ত রাখা উচিত ছিল। এখানে ঘাটীদার নেই। দেখি (কটিদেশ হইতে মানচিত্র বাহির করিয়া) এই ত দূর্গ, হাঁ ঠিক এখানে তো দেখ্‌ছি গুমাখাঁর নাম আছে। গুমা খাঁ আমার বিশ্বাসী নফর, গুমা খাঁ যে এখানে ছিল, অথচ দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?

গুমা। (জড়িতকণ্ঠে) কেও পি-য়া-রী।

তয়বর। কে? (মশাল ধরিয়া) একি, গুমাখাঁ তুই এখানে বন্ধন অবস্থায় প'ড়ে? কে—কে—তোকে বেঁধেছে?

গুমা। পিয়ারি—

তয়বর। বেত্‌মিজ, সুরাপান করে সর্বনাশ করেছিস। (বন্ধন খুলিয়া দিয়া) গুমা খাঁ—গুমা খাঁ।

গুমা। এ্যা (চক্ষু মেলিয়া তয়বরকে দেখিয়া) কেয়া হুজুর।

তয়বর। হাঁ কমবক্ত, সুরাপান করেছিস কেন?

গুমা। হুজুর—

তয়বর। কে তোকে বেঁধেছিল?

গুমা। মুজক মালুম নেহি।

তয়বর। বাঁদিকা বাচ্ছা, তোকে একশ কোড়া লাগালেও গায়ের জ্বালা যাবে না, যা শীঘ্র যা উল্লুক, হাবিলদারকে খবর দে, নিশ্চয় দুর্গাদাস

যশোবন্ত সিংহের রাণী আর শিশুকে নিয়ে দুর্গ হতে বাইরে এসেছে। যা শীঘ্র সংবাদ দে।

গুমা। (চিৎকার করিয়া) এই-এই জোড়িদার লোক. হোসিয়ার দুষমন নিকাল গ্যায়া—এই জোডিদার লোক—হোসিয়ার।

প্রস্থান।

তয়বর। দুর্গ মধ্যে ফৌজ ছিল. সেগুলোই বা গেল কোথা, দুর্গ মধ্যে অবিলম্বে প্রবেশ করতে হবে।

সহসা দুর্গাদাস আসিযা তয়বরকে আক্রমণ করিল

একি—কে—কে—

দুর্গাদাসের সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকায় তা হাকে চিনিতে পারিল না, দুইজনে যুদ্ধ ও তয়বরের পরাজিত হইয়া পলায়ন। নেপথ্যে তুর্যধ্বনি ও আল্লা হো রব

দ্বিতীয় দৃশ্য

যোধপুর দুর্গ সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তর

রাত্রি প্রভাত, ঘন ঘন আল্লা-হো রব, নেপথ্যে হর-হর মহাদেও রব উঠিল।

মহামায়া ও সশস্ত্র দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। এই অবকাশ, এই অবকাশে মুঘল সৈন্য ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে যেতে হবে মা, এখনো সেনাপতি দিলির খাঁ ফৌজদের যুদ্ধ করবার আদেশ দেয় নি।

মহামায়া। আমাদের চেষ্টা যে এ ভাবে ব্যর্থ হবে—

দুর্গা। রাত্র অনুমানে ভুল হ'য়েই এই বিপদ।

মহামায়া। আমাদের আড়াইশত সৈন্য তো পিছনে আস্‌ছে, এ দেখেও মুঘল সেনাপতি এখন আক্রমণ করছে না কেন?

দুর্গা। মনে হয়, এও মুঘলের একটা চাল। ঐ দেখুন মা, একদল মুঘল এই দিকে আসছে, চলুন, চলুন শীঘ্র চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

দিলির ও তয়বরের প্রবেশ

তয়বর। কিদেখ্‌ছেন দিলির খাঁ? যোধপুর মহিষী ফৌজ নিয়ে পালাচ্ছে, আমাদের ফৌজদের আদেশ দিন ওদের আক্রমণ করতে।

দিলির। তাত দেখতেই পাচ্ছি তয়বর, কিন্তু ওরা যে মাত্র মুষ্টিমেয়।

তয়বর। ঐ মুষ্টিমেয় ফৌজ মুহূর্তে ধূলির সঙ্গে মিশে যাবে।

দিলির। তাত আমি জানি, কিন্তু এতে যে ভারতের ইতিহাসে আমার কলঙ্ক ঘোষণা করবে।

তয়বর। ভবিষ্যত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করতে গেলে বর্তমানে যে শির যাবে।

দিলির। এই সামান্য অপরাধে যদি শির যায়,তা হ'লে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি এক দিনেই ধ্বসে যাবে।

তয়বর। তাতে তো আমার আপনার বিশেষ লাভ হবে না, মাঝ খান থেকে শির বেচারা ধড় থেকে খসে পড়বে।

দিলির। তাতে লোকসানও হবে না তয়বর, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা অমর হয়ে থাক্‌ব।

তয়বর। মরে অমর হওয়ার মত ধৈর্য আমার নেই দিলির।

দিলির। কিন্তু আমার আছে। শোন তয়বর খাঁ, যখন মোঘল সম্রাটের অন্যায় হুকুম মেনে নিয়ে দশ হাজার সৈন্যের ভার নিয়ে এসেছি একটা শিশু ও একজন নারীকে ধরে নিয়ে যেতে, তখন এ ক্ষেত্রেও কর্তব্যে

শৈথিল্য দেখাব না, আমি তোমাকে হাতে হাতে প্রমাণ করে দেব তয়বর, এত বড অন্যায় খোদা কখনও সহ্য করবেন না।

নেপথ্যে হর হর মহাদেও, হর হব মহাদেও

তয়বর। ঐ শুনুন, দিলির খাঁ হিন্দু ফৌজের সদম্ভ চিৎকার।

দিলির। সদম্ভ চিৎকার ধ্বনি নয তয়বর, হিন্দু ফৌজরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাপিযে পডার পূর্বে একবার দীন দুনিযার মালিককে ডেকে নিচ্ছে। ওদের ও ডাক বুঝি খোদার পায়ে আছডে পডল।

নেপথ্যে পুনঃ হর হর মহাদেও—হর হব মহাদেও

তয়বর। আদেশ দিন দিলির খাঁ—শীঘ্র আদেশ দিন।

দিলির। যাও তযবর, ফৌজদের যুদ্ধে সঙ্কেত দাও।

তয়বর ছুটিযা গেল, নেপথ্যে তূর্যধ্বনি, নেপথ্যে আল্লা হো ও হর হর মহাদেও রব

দিলির। ওই ওই বেধেছে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সঙ্গে নিরীহ মিত্র শক্তি মুষ্টিমেয় হিন্দু ফৌজের প্রবল সংগ্রাম। খোদা—খোদা তুমি জয়যুক্ত কর ঐ কটা হিন্দুকে, আমি পরাজিত হয়ে মান মুখে দিল্লী ফিরে যাই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, শুধু তুমি ওদের রক্ষা কর, সেই সঙ্গে রক্ষা কর হিন্দু রমনীর সতীত্ব রত্ন।

[প্রস্থান

যুদ্ধরত অরুণসিংহ ও তযবব, যুদ্ধ ও প্রস্থান, দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। ভাই সব, আজ এসেছে আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। তোমরা পুরুষ সিংহ, দশ হাজার মুঘল ফৌজ সব শৃগাল দল। তোমাদের সমবেত হুঙ্কার ধ্বনিতে ওরা শঙ্কিত হয়ে বিবরে লুকিয়ে পডবে। চালাও চালাও—আরও ক্ষিপ্র তেজে যুদ্ধ চালাও। আজই আমরা উড্ডীন করব যোধপুর প্রাসাদ শিখরে স্বাধীন পতাকা।

[দ্রুত প্রস্থান

নেপথ্যে আল্লা হো রব, তরবারি হস্তে মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। ঐ ঐ সৈন্যগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছে। ঐ দুর্গাদাস মোঘলের সৈন্য সমুদ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওঃ কি ক্ষিপ্রগতিতে অস্ত্র চালনা করছে। ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের মত মুঘল সৈন্য ধূলি শয্যা নিচ্ছে। দুর্গাদাস—দুর্গাদাস, অসুরনাশিনী মা আজ তোমার বুকে অধিষ্ঠান হয়েছেন, কোন ভয় নেই পুত্র।

দিলিরের প্রবেশ

দিলির। যে দেশের মাতৃজাতি অস্ত্র হাতে সমরক্ষেত্রে বিচরণ করে সে দেশের সন্তানদের কি মৃত্যু ভয় থাকে?

মহামায়া। কে—ও মুঘল! শয়তানি বা ছলনায় যে তোমাদের জোড়া নেই তা আমরা বেশ জানি, অস্ত্র ধর মুঘল, হিন্দুনারীর বাহুতে কত শক্তি তার পরীক্ষা গ্রহণ কর।

দিলির। আর প্রয়োজন নেই মা, মুঘল সম্রাট না বুঝলেও দিলির খাঁ তা মর্মে মর্মে বুঝেছে।

মহামায়া। তুমি সেনাপতি দিলির খাঁ। বিশ্বাসঘাতক তোমারই ছলনায় আমি স্বামীর দাহ কায পর্যন্ত করতে পারিনি। অস্ত্র ধর সেনাপতি আজ আমি নিজে হাতে তোমাকে সাজা দেব।

দিলির। যদি সত্যই অপরাধী হই, এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম, আমাকে সাজা দাও মা—তোমার ওই অস্ত্র আমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দিয়ে—আমার গোলামী জীবনের শেষ করে দাও।

অস্ত্র ত্যাগ করিয়া নতজানু হইল

মহামায়া। (সবিস্ময়ে) মুঘল সেনাপতি—

তয়বর খাঁর প্রবেশ

তয়বর। ভাবের আবেগে একি ছেলে মানুষী করছেন খাঁ সাহেব?

নিন, আক্রমণ করুন, যুদ্ধে পরাজিত ক'রে বন্দিনী করুন স্পর্ধিতা নারীকে।

দিলির। কেমন করে আক্রমণ করব তযবর খাঁ? আমি যে দেখ্‌ছি এখানে জাগ্রতা মাতৃমূর্তি।

তয়বর। তা হলে যোধপুর মহিষীকে ছেড়ে দেবেন?

দিলির। হাঁ দেব, কারণ আমি যে ছেলে।

তযবর। আপনি মুসলমান—হিন্দুনারীর উপর—

দিলির। তয়বর—মায়ের জাত একটাই, তার হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই, আজ যদি এই মাকে বন্দী করি, তা হলে যে আমার গর্ভধারিণী মায়ের অপমান করা হবে।

তযবর। ভাবাবেগে আপনি ছেড়ে দিলেও আমি তা করতে পারব না।

দিলির। তযবর খাঁ, তুমি বোধ হয় মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করনি?

তয়বর। আপনার এই শেষ বাণী আমার মনে আঁকা রইল খ সাহেব। যোধপুর মহিষী, বল স্বেচ্ছায় বন্দিনী হবে, না যুদ্ধ করবে।

দিলির। তযবর খাঁ মনে রেখ, এ যুদ্ধে তুমি সেনাপতি নও।

তযবর। তা জানি দিলির খাঁ। তথাপি সম্রাটের হিত কামনায—

দিলির। চুলোয যাক তোমার সম্রাটের হিতকামনা, এখন বল এই মাকে মুক্তি দেবে কিনা?

তযবর। না, আমি জীবিত থাকতে এ নারীকে মুক্তি দেব না।

দিলির। তবে তোমাকে মৃত্যু দিয়েই মাকে মুক্তি দেব।

তয়বর। (সবিস্ময়ে) দিলির খাঁ। আপনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

দিলির। হাঁ বীর, হয অস্ত্র ধর আমার বিরুদ্ধে, নয় আমার গন্তব্য পথ মুক্ত করে দাও।

তযবর। বেশ আপনি সেনাপতি, আপনি যখন নিজের দায়িত্বে

মুক্তি দিচ্ছেন, আমি বাধা দেব না। কিন্তু সম্রাট রীতিমত এর কৈফিয়ৎ নেবেন।

দিলির। কৈফিয়ৎ দেবার সাহস আমার আছে, তয়বর। মা যান আপনি, আপনার গন্তব্য পথ মুক্ত। চলুন, আমি আপনার সঙ্গী হয়ে মুঘল ছাউনী পার করে দিয়ে আসছি।

মহামায়া। আমাকে মুক্তি দিচ্ছ সেনাপতি! কিন্তু আড়াইশত সৈন্য নিয়ে দুর্গাদাস ওরা যে আসন্ন মৃত্যুর মুখে।

দিলির। বীরের দল চিরদিন মৃত্যুকে সামনে রেখে যুদ্ধ করে মা! ওরা পারে দশহাজার মুঘল ফৌজকে পরাজিত ক'রে জয়মাল্য পরতে, নয় বীরের সঞ্চিত শয্যা গ্রহণ ক'রে বেহেস্তে ঠাঁই পাবে। চলুন—

মহামায়া। প্রয়োজন নেই, আমি একাই যেতে পারব। সেনাপতি দিলির খাঁ তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না! বিশ্বাসঘাতক তয়বর খাঁ! তুমি আর তোমার প্রভু ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের সঙ্গে এই দিলির খাঁ চরিত্র মিলিয়ে দেখ, কত খানি উচ্চে ওর স্থান।

[প্রস্থান

দিলির। (স্কন্ধে হাত রাখিয়া) বড় ক্ষুন্ন হ'লে না, বন্ধু।

তয়বর। না—না, আমি ক্ষুন্ন হব কেন! তবে সম্রাটের—!

দিলির। সম্রাটকে কৈফিয়ৎ দেবার ভার ত আমার! তয়বর খাঁ লোভের বশবর্তী হয়ে বন্ধু যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করে যে পাপ করেছ—

তয়বর। যশোবন্ত সিংহকে আমি হত্যা করেছি?

দিলির। অস্বীকার করতে পার?

তয়বর। যশোবন্ত সিংহকে আমি কি স্বার্থে হত্যা করলাম?

দিলির। সম্রাটের করুণালাভ—মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান সৈনাপত্য লাভ।

তয়বর। মিথ্যা কথা, আপনি আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করছেন দিলির খাঁ।

দিলির। পাপীর চেয়ে আমি মিথ্যাবাদীকে বেশী ঘৃণা করি তয়বর।

নেপথ্যে আল্লা হো ও হর হর মহাদেও রব

তয়বর। ঐ শুনুন, ঐ দেখুন দিলির খাঁ, যোধপুররাণীকে ছেড়ে দেওয়ায় আমরা পরাজিত ভেবে ফৌজ সব পালিয়ে যাচ্ছে।

দিলির। ওরা কাপুরুষ—তাই পালাচ্ছে।

তয়বর। এখনও সময় আছে, এখনো যদি আপনি সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলেন।

দিলির। না তয়বর, আর পাপের মাত্রা বাড়াব না। আড়াইশত হিন্দুর বিরুদ্ধে যে দশহাজার মুঘল ফৌজের লড়াই করবার আদেশ দিয়েছি, এই যথেষ্ট।

তয়বর। দুর্গাদাসকে বন্দী করতে পারলে—

দিলির। সম্রাট সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু তা করব না। তাতে যদি সম্রাট আমাকে শাস্তি দেন, তা আমি হাসি মুখে সহ্য করতে পারি, তবু আড়াইশত তরবারির বিরুদ্ধে দশ হাজার তরবারির নায়কত্ব ক'রে বীর সমাজের হাস্যাস্পদ হতে পারব না।

[প্রস্থান

তয়বর। তোমার বীরত্বের এ নীতিকে সম্রাট ঔলমগীর কখনও প্রশ্রয় দেবেন না মূর্খ। ঐ—ঐ দুর্গাদাস ছত্রভঙ্গ ফৌজদের মধ্যে এখনও যুদ্ধ করছে। না—না, আমি মানব না সেনাপতির আদেশ। যে কোন কৌশলে দুর্গাদাসকে বন্দী করব।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মুঘল হারেম

একপাশে একটি চৌপায়ায় একটি সরাপ পূর্ণ পাত্র ও একটি মুঘলাই পান পাত্র, মধ্যস্থলে একটি মূল্যবান আসন, নর্তকী নৃত্য-গীত করিতেছিল, গুলনেয়াব বেগম সুরা পান করিতেছিল

নর্তকী। **গীত**

গুলাব রঙে দিল ভরিল
দিল পিয়ারার পরশ দিয়ে।
গুল বাগিচায় লাগল আগুন
ছড়ায় ফাগুন খসবু নিয়ে।
আঙ্গুর রসের লাল সিরাজি
দিল দরিয়ায় এই ত মাঝি।
যৌবনের নাও বাহিয়ে
প্রিয়র দেশে যাবে নিয়ে।

গুল। আঙ্গুর রসের লাল সিরাজি, দিল দরিয়ায় এই ত মাঝি! ঠিক ঠিক, দিল দরিয়ার মাঝি এই সরাব। আচ্ছা বলতে পারিস, কোন প্রেমিক কবি এই গান রচনা করেছিল?

নর্ত্তকী। তা ত জানি না।

গুল। জানিস্ না! যা চলে যা এখান থেকে।

সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিল, নর্তকী ভীতা হইয়া চলিয়া যাইতেছিল

এই দাঁড়া (উঠিয়া) ধর এই বক্‌শিস।

[কণ্ঠহার প্রদান, নর্তকীর প্রস্থান

(পুনরায় সরাব পান) ওঃ কি দাহ অন্তরে। কি দুদমনীয় প্রবৃত্তির তাড়না। দুর্গাদাস—দুর্গাদাস তুমি কি মানুষ! আমার এই অসামান্য রূপ, যা দেখে ঔলমগীরের মত অশীতিপর বৃদ্ধও উন্মাদের ন্যায় আমার আদেশে ওঠে বসে, সেই রূপ তুমি একবার ভাল করে দেখলেও না? পুনরায় সরাব পান) দুর্গাদাস—দুর্গাদাস—

ঔলমগীরের প্রবেশ

ঔলম। শুনেছ কাশ্মিরী বেগম—একি তুমি সরাব পান করছ?

গুল। হাঁ সম্রাট! সরাব, ওকি মুখ ঘোরাচ্ছ যে। কেন সরাব কি মানুষে পান করে না?

ঔলম। করে, কিন্তু সে সব মানুষকে ঔলমগীর অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

গুল। ঘৃণা করো, হাঃ—হাঃ—হাঃ—ঘৃণা করো যদি তবে আমাকে বিবাহ করতে গেলে কেন?

ঔলম। বিবাহ করে ত আমি এমন কিছু অন্যায় করিনি কাশ্মিরী বেগম।

গুল। আলবৎ করেছ। আমাকে বিবাহ করার আগে জানা উচিত ছিল, তোমার মোল্লানী সাজতে আমি ভারত সম্রাটকে বরণ করিনি।

ঔলম। আমি মোল্লানী সাজবার কথা বলি না, কিন্তু সরাব মুসলিম ধর্মে নিষিদ্ধ, তুমি আমার মত গোঁড়া মুসলমানের পত্নী হয়ে—

গুল। সরাব পান করে দোজাকে চলে গেছি। শোন সম্রাট—গুলনেয়ার মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়—সে খোদার সুন্দর দুনিয়ায় অপরূপ হুরী, চেয়ে দেখ দেখি সম্রাট আমার দিকে, আর ঐ অস্ত্যগামী সূর্যের দিকে, ওর সঙ্গে কি আমার কোন পার্থক্য দেখ্‌তে পাচ্ছ? ওর উজ্জ্বলতার চেয়ে আমার রূপের রোসনাই কি কম? এ সর্বনাশী রূপ কি বিলাসিতার জন্য তৈরী হয় নি?

ঔলম। আমি ত তোমার বিলাসিতায় বাধা দিচ্ছি না, কিন্তু সরাব যে মুসলিম ধর্মে—

গুল। আঃ। বার বার, ধর্ম—ধর্ম—ধর্ম—কে চায় তোমার মুসলিম ধর্মের বক্তৃতা শুনতে। ভুলে যাচ্ছ কেন গাজি সাহেব, তোমার পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহান বেগম এই হারেমটা সরাব আর ফুল দিয়ে বেহেস্ত করে রেখেছিলেন।

ঔলম। তারা মুস্লিম ধর্মের অপমান করে গেছেন, আমি তাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার উদার মুস্লিম ধর্মের ভিত্তি চিরস্থায়ী করতে, আমার জ্যেষ্ঠ দারাকে পর্যন্ত হত্যা করে, সম্রাট-তক্তে বসেছি।

গুল। হাঃ—হাঃ—হাঃ হাঃ, কি মহৎ কাজই করেছ। উনি ভায়ের রক্ত, পিতার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে মুস্লিম ধর্মের ভিত্তি গড়ে জগতে ধার্মিক নাম নিতে চান। সম্রাট, তুমি বক্তৃতা দিয়ে মানুষের কাছে সাধু সাজতে পার, কিন্তু খোদার বিচারশালায় শাস্তি নিতে হবে।

ঔলম। আমি সেই খোদারই আদেশে চালিত হচ্ছি বেগম, তাতে যদি তিনি আমাকে সাজা দেন, তাঁর দেওয়া সাজা আমি মাথা পেতে নেব

গুল। সম্রাট, মানুষকে ছলনায় ভোলাচ্ছেন, ভোলান। কিন্তু সেই বিশ্ববিচারক খোদাকে ভোলাতে চেষ্টা করবেন না।

ঔলম। কাশ্মিরী বেগম, তুমি সুরাপান করে উন্মত্ত হয়েছ, বিশ্রাম কর।

বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল

গুল। দাঁড়ান সম্রাট। (দাঁড়াইল) যোধপুর মহিষী আর তার শিশুপুত্রকে আনা হয়েছে ?

ঔলম। না, দিলির খাঁ বিফল মনোরথে ফিরে এসেছে।

গুল। ফিরে এসেছে। একটা সামান্য রমণীকে—

ঔলম। আমিও তাই কৈফিয়ৎ নিতে দিলির খাঁকে এইখানে ডেকে পাঠিয়েছি।

গুল। এখানে, এই হারেমে—?

ঔলম। তোমারই সামনে তার কৈফিয়ৎ নেব।

গুল। যদি সে অপরাধী হয়?

ঔলম। তুমি বিচার করে শাস্তি দেবে

দিলির খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

এই যে দিলির! এস, যোধপুর মহিষী আর তার শিশুপুত্র—

দিলির। তারা মেবারের পথে চলে গিয়েছে জনাব।

ঔলম। মেবারের পথে?

দিলির। আমরা বিফল মনোরথে ফিরে এসেছি।

ঔলম। তা তো আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হল দিলির? দশ হাজার মুঘল ফৌজ নিয়ে তুমি আর তহবর যোধপুর প্রাসাদ-দুর্গ অবরোধ করেছিলে। সে অবরোধ ভেদ ক'রে কেমন করে তারা মেবারের পথে পালাল?

দিলির। সম্রাট! যোধপুরমহিষী মাত্র আড়াইশত সৈন্য নিয়ে দুর্গাদাসের সঙ্গে রাত্রের অন্ধকারে দুর্গের বাইরে আসেন।

গুল। আর তার শিশুপুত্র—?

দিলির। শিশুপুত্রকে আমরা তার কাছে দেখিনি।

ঔলম। মনে হয়, চতুর দুর্গাদাস শিশুকে আগে থেকেই কৌশলে কোথায় সরিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা তারপর।—

দিলির। হঠাৎ শেষ রাত্রে একটা কোলাহল শুনে শিবিরের বাইরে এসে দেখ্‌লাম, পাকড়ো পাকড়ো রবে দিগন্ত কাঁপিয়ে আমাদের ফৌজরা ছুটাছুটি করছে—

ঔলম। তখনই বোধ হয় তুমি আক্রমণ করবার হুকুম দিলে?

দিলির না সম্রাট ! শত্রুদের দেখ্‌তে না পেলে অন্ধকারে কাকে আক্রমণ করতে হুকুম দেব ?

ঔরঙ্গ। হুঁ, তারপর ?

দিলির। রাত্র প্রভাত হতেই তয়বর এসে আমাকে দেখিয়ে দিলে— দুর্গাদাস সহ যোধপুর মহিষী তার আড়াইশত রাজপুত সৈন্য পালাচ্ছে। আমি সেই মুহূর্তে আদেশ দিলাম তয়বরকে ওদের আক্রমণ করতে।

ঔরঙ্গ। বহুত আচ্ছা, তবে বিফল মনোরথে শূন্য হাতে ফিরে এলে কেন ?

দিলির। সম্রাট! আমি বহুবার রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছি, কিন্তু এমন অপূর্ব বীরত্ব জীবনে দেখিনি। উষার আলোক ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল, সেই আলোকে দেখ্‌লাম সম্রাট। যশোবন্ত সিংহের মহিষী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুলতে লাগল, আর রমণীর নির্দেশে তারা হর হর রবে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলে শিকারী ব্যাঘ্রের মত আমাদের ফৌজের উপর লাফিয়ে পড়ল।

গুল। (সোৎসাহে) আর দুর্গাদাস ?

দিলির। কেশরীর শিকার সন্ধান কখনো চক্ষে দেখিনি বেগম সাহেবা! আজ সচক্ষে দেখ্‌লাম।

ঔরঙ্গ। কি দেখ্‌লে দিলির ?

দিলির। দেখ্‌লাম সম্রাট! সগর্জনে সেই বীর আমাদের পাঁচ হাজার ফৌজের চক্রাকার ব্যূহের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল, কি ক্ষিপ্রতর গতিতে তরবারি চালনা করতে লাগল, তা মুখে বর্ণনা করা কঠিন।

ঔরঙ্গ। দিলির, তুমি উন্মাদ, তাই আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শত্রুর গুণগানে মুখর হয়ে উঠ্‌ছ।

দিলির। না সম্রাট! আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। শত্রুর গুণগান নয়, সম্রাট, বীরত্বের গুণ কীর্তন।

ঔরম। তাই বীরত্ব দেখে এমনি গলে গেলে যে, যোধপুর মহিষীকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে।

দিলির। ছেড়ে দিয়ে এলাম, নয় সম্রাট। খোদা তাকে ছাড়তে বাধ্য করালেন।

ঔরম। খোদা বাধ্য করালে। তুমি আমাকে কচি ছেলে পেয়েছ দিলির—যা বোঝাবে আমি তাই বুঝব।

দিলির। বোঝা না বোঝা, সে আপনার মরজি। কিন্তু সম্রাট। যে দৃশ্য আজ আমি দেখেছি, তা দেখ্‌লে বোধ হয় আপনিও তাঁকে বন্দিনী করতে পারতেন না।

গুল। কি দৃশ্য দিলির খাঁ?

দিলির। দেবী মূর্তি।

ঔরম। দেবী মূর্তি।

দিলির। হাঁ সম্রাট। মহারাজ শ্যামসিংহের পূজা মন্দিরে আমি ওদের দুর্গা মূর্তি দেখেছি, জাহাপনা। সিংহের উপর দাঁড়িয়ে ওদের দেবী এক হাতে অসুরের বুকে ভল্ল বিদ্ধ করে দিয়ে আর নয়টা হাতে নানা রকম অস্ত্র ধরে শত্রু বিনাশ করছে,তখন ভেবেছিলাম ওটা রূপক, হিন্দুদের নিছক কল্পনা। কিন্তু আজ যোধপুর মহিষীকে ঠিক সেই মূর্তিতে দেখে সে ভুল ভেঙ্গে গেল।

ঔরম। তুমি কি আজ সকালে দেখ্‌লে, যোধপুর মহিষীর দুই হাতের উপর আরো আটটা হাত গজিয়ে দশটা হাত হয়েছে?

দিলির। উপহাস করতে হয় করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সম্রাট, আমি দেখ্‌লাম যখন উদীয়মান তপন গলিত কাঞ্চনাভায় পৃথিবীর উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলেছিল, ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে যেন কাঞ্চনবরণা দেবী অসুরনাশিনী মূর্তিতে দশ-প্রহরণ হাতে রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হলেন। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সেই রূপ দেখ্‌তে লাগলাম। আক্রমণ করতে গেলাম, হাত

উঠল না, তয়বর এসে সেই দেবী মূর্তির গায়ে হাত দিতে গেল, আমি মুগ্ধ চিত্তে তাকে বাধা দিলাম।

ঔলম। দিলির খাঁ! তোমার অকাল বার্ধক্য এসেছে তুমি অবসর নাও।

দিলির। নেব জাঁহাপনা ; তবে আজ নয়। আমার কথা যে একটুও মিথ্যা নয় তার প্রমাণ করে তবে অবসর নেব।

গুল। কেমন করে প্রমাণ করবে দিলির খাঁ ?

দিলির। আমি আবার ওদের আক্রমণ কবব বেগম সাহেবা।

ঔলম। আক্রমণ করবে ?

দিলির। হাঁ সম্রাট্। আজকের যুদ্ধে আমরা আড়াই হাজার ফৌজ হারিয়েছি, জাঁহাপনা।

গুল। আর রাজপুত ?

দিলির। আড়াইশর মধ্যে পাঁচজন জীবিত, তাদের মধ্যে অন্যতম দুর্গাদাস।

ঔলম। (ভাবিয়া) মেবারের পথে গেছে—মেবারের পথে গেছে ; মনে হয় রাজা রাজসিংহের আশ্রয় নেবে।

দিলির। আমারও অনুমান তাই। সম্রাট হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন কয়ায়, রাণা রাজসিংহ হিন্দুস্থানে সমস্ত হিন্দু রাজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এখন সে সম্রাটের উপর ক্ষেপে আছে, সে-ই যোধপুর মহিষী সহ তার শিশু পুত্রকে আশ্রয় দেবে।

ঔলম। রাজসিংহ—দুর্গাদাস—যোধপুর মহিষী। (ভাবিয়া) হুঁ—এবার যুদ্ধ যাত্রা কর্‌তে হবে—(দিলিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) হুঁ-আচ্ছা দিলির খাঁ, এবারের মত তোমাকে সুযোগ দিলাম তোমার নির্দোষিতা প্রমাণের। যাও নব্বই হাজার সৈন্য সাজাও, মনে হয় রাজপুত আর রাঠোরশক্তি এক সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে।

দিলির। সত্য সম্রাট।

ঔলম। হুঁ—শোন দিলির, আমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করব।

দিলির। তিন ভাগে ?

ঔলম। হাঁ. ত্রিশ হাজার ফৌজ সহ আমার পুত্র আজিমকে নিয়ে আমি যাব আরাবল্লীর পথে, ত্রিশ হাজার ফৌজ নিয়ে, তুমি মোজাম সহ যাও দেবগিরির পথে, আর ত্রিশ হাজার ফৌজ নিয়ে তয়বরের সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর যাবে আমাদের পশ্চাতে সাহায্য করতে।

দিলির। যো হুকুম জনাব।

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান

ঔলম। (দিলিরের গমন পথে চাহিয়া) খাঁটি মুসলমান এই দিলির। এই জন্যই ওর সমস্ত অপরাধ মার্জনা পায়। (গুলনেয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, গুলনেয়ার তখন সরাব পান করিতেছিল) একি কাশ্মিরী বেগম এখনো—

গুল। এটা পান করলাম তোমায় ভালবাসার মর্যাদায়। তুমি আমার অনুরোধ রাখ্‌তে এত বড একটা যুদ্ধের অবতারণা করলে—

ঔলম। হাঁ শুধু তোমারই জন্য প্রিয়তমে। কিন্তু আমার অনুরোধ তুমি ওগুলো আর পান ক'র না। আচ্ছা তা হলে তুমি বিশ্রাম কর।

[প্রস্থান

গুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—বেকুব, পোষা বাঁদরের মত যেমন নাচাচ্ছি তেমনি নাচছে। সকলেই জানে শয়তান ঔলমগীর যশোবন্তের রাণী আর শিশু পুত্রকে চায়, তাদের হত্যা করতে। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ কেউ রাখে না। আজ সারা হিন্দুস্থানের বুক জুড়ে যে হত্যালীলা চলবে, তার চালক কে ? আমি—আমি। এত বড চক্র গঠন করেছি শুধু দুর্গাদাস তোমারই জন্য, তোমাকে পাব বলেই আজ আমি যোধপুর মহিষী আর তার শিশু

পুত্রকে চেয়েছি,নইলে তাদের আমার কি প্রয়োজন ? আমি জানি দুর্গাদাস প্রভুভক্ত, প্রভুপত্নীকে মুক্ত কর্‌তে তুমি অম্লানে মুঘলের কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌বে। তখন—তখন তো তোমাকে পাব আমি আমার বাহু বেষ্টনীর মাঝে। ওগো আমার গিরিপথের সুন্দর বান্ধব, তুমি এস—তুমি এস—আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ব আমার হৃদয়ের-সম্রাটের আসনে। তুমি এস প্রিয়তম—তুমি এস—

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মেবারের গিরিপথ

গীতকণ্ঠে চারণ

চারণ। **গীত**

(হেথা) স্বাধীন মেবারের শুদ্ধ আকাশে
স্বাধীন তারকা ভাসে।
স্বাধীন মেবারের পবত শিরে
অরুণ তপন হাসে।
তরুশাখে গাহে বিহগী আপনি
ঘরে ঘরে হেথা উঠে প্রতিধ্বনি।
(গাহে) মেবার জননী—মেবার জননী—
জয় মেবার জননীর জয়—
ঐ বায়ু ভরে ভেসে আসে ॥

ভীমসিংহ ও অরুণ সিংহের প্রবেশ

ভীম। অরুণ—অরুণ এ গান শুন্‌লে আমার আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছা হয়।

অরুণ। কেন প্রভু ?

ভীম। আমি এমন সোনার জন্মভূমি স্বাধীন মেবার হ'তে চির নির্বাসিত, আমার মত হতভাগ্য আর কেহ মেবারে আছে বল্‌তে পার ?

অরুণ। আপনি ত স্বেচ্ছায এ নির্বাসন দণ্ড নিয়েছেন প্রভু নইলে—

ভীম। যাক, যেতে দাও অরুণ, ও আলোচনায় প্রয়োজন নেই।

চারণ। সত্য কুমার, আপনি ত ধর্মসঙ্গত এই মেবারের ভাবি রাণা।

ভীম। আপনি কি আমায চেনেন মহাপুরুষ ?

চারণ। স্বার্থত্যাগী মহান দেশ মাতৃকার সুসন্তান আপনি। আপনাকে মেবারের ইতর ভদ্র সকলেই চেনে, আপনি যে দরিদ্রের দরদী বন্ধু।

ভীম। মহাপুরুষ! আমি আমার দেশের দরিদ্র ভাইদের সেবা করবার অবকাশ পেলাম কৈ ?

চারণ। তাদের জন্মভূমির দুর্দিনে আবার ত আপনি ফিরে এসেছেন, এর স্বাধীনতা রক্ষার সহাযতা করতে। কুমার। মহাবীর ভীষ্মের উপাখ্যান মহাভারতে পড়েছিলাম, আজ চোখে দেখ্‌ছি,এই রাজস্থানের গৌরব নিধি আপনি আমাদের মহাবীর ভীষ্ম।

অরুণ। সত্য প্রভু, এই রাজস্থানের আপনি সত্যবদ্ধ মহাবীয ভীষ্ম

গীতকণ্ঠে রাখাল বালকের প্রবেশ

রাখাল বালক　　গীত

শোন রে, আমার মেবারি ভাই
　　দেশের দুটো কথা রে ভাই, দেশের দুটো কথা
শুনলে পরে শান্তি পাবি
　　ঘুচবে মনের ব্যথা রে, ঘুচবে মনের ব্যথা।

ভীম। গাও গাও ভাই রাখাল, আমরা শুন্‌ব তোমার দেশের গান

রাখাল। এ্যা—তোমরা কে ?

অরুণ। ইনি—

ভীম। চুপ কর অরুণ! আমরা তোমারই মত দেশের ছেলে।

রাখাল। এ্যাঁ—আমার দেশের ছেলে, তবে শোন

রাখাল বালক। **গীতাংশ**

আমার দেশের সোনার ক্ষেতে
সোনার ফসল ফলে
আমার দেশের নীল আকাশে
স্বাধীন তারা জ্বলে।
কোথায় আছে স্বাধীন পাহাড়
এমন উঁচু করে মাথা॥
ওরে তোরা আয় ছুটে আয়
শুনবি আমার কথা রে শুন্‌বি আমার কথা।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ভীম। (অশ্রু মোচন করিয়া) কোথায় আছে স্বাধীন পাহাড় উঁচু করে মাথা। ঠিক-ঠিক আজ আমার দেশের রাখাল বালক পর্যন্ত স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। অথচ মহারাজ রাজসিংহ—যাক, অরুণ চল প্রাসাদের পথে অগ্রসর হই।

অরুণ। চলুন।

চারণ। আমিও রাজপ্রাসাদে যাব কুমার, চলুন।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

মেবারের রাজসভা

সিংহাসনে রাজসিংহ, দুর্গাদাস ও শিশু পুত্র বক্ষে মহামায়ার প্রবেশ

রাজসিংহ। আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লাম রাঠোর বীর। মাডবারের অধিশ্বরীকে ঐ শিশু পুত্রসহ আশ্রয় দিলাম।

মহামায়া। আমার এই শিশুকে আপনি আশ্রয় দিন মহারাজ আমার আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।

রাজসিংহ। প্রয়োজন নেই।

দুর্গাদাস। সে কি মা! আবার আপনি কোথায় যাবেন?

মহামায়া। আমার স্বামীর ঘর যোধপুরে ফিরে যাব।

রাজসিংহ। না মা! যোধপুর তো তোমার পক্ষে নিরাপদ স্থান নয়।

মহামায়া। নিরাপদ স্থান ত আমি চাই না মহারাজ। স্বামী পুত্রহারা বিধবা আমি; মৃত্যু দেবতাকে আমি হাসিমুখে আহ্বান করে নেব।

রাজসিংহ। মরাটাই কিছু বড় কথা নয় মা। এখনো ত তোমার কর্তব্য শেষ হয়নি। যোধপুরের ভাবী অধীশ্বর এই শিশু—

মহামায়া। না মহারাণা, এই শিশুর প্রতিপালন চিন্তায় আমি অস্থির নই।

রাজসিংহ। তবে।

মহামায়া। আমি আমার স্বামীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ কামনায় উন্মাদিনীর মত রাজপুরী ত্যাগ করেছি।

রাজসিংহ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রাণী, যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব।

দুর্গাদাস। তা হ'লে আদেশ দিন মহারাণা, সৈন্য নিয়ে আমরা মুঘলকে আক্রমণ করি।

রাজসিংহ। না দুর্গাদাস, এখন আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মহামায়া। যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাজসিংহ। না। সম্রাট হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করায় আমি রাজস্থানের সমস্ত হিন্দু প্রজাদের তরফ থেকে তাঁর কাছে আপত্তি পত্র দিয়েছি, সেই পত্রের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত—

ভীমসিংহ ও অরুণ সিংহের প্রবেশ

ভীম। আপনার সে পত্রের উত্তর মুঘল কামানের গোলার মুখেই দেবে পিতা।

রাজসিংহ। একি পুত্র ভীমসিংহ!

ভীম। হাঁ পিতা। আমি মেবারের আসন্ন বিপদের সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছি।

রাজসিংহ। আসন্ন বিপদ!

ভীম। হাঁ পিতা। এই মাড়বার মহিষী মাত্র আড়াই শত সৈন্য নিয়ে দশহাজার মুঘল সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে চলে আসায়, সম্রাট ঔরংজেব আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন।

দুর্গাদাস। ঔরংজেব কতখানি হিংস্র প্রকৃতি দেখুন মহারাণা।

রাজসিংহ। মুঘলকে আমি ভাল ভাবেই জানি বীর।

ভীম। এরা মেবারের পথে এসেছেন শুনে ঔরংজেবের স্থির ধারণা, মেবার এঁদের আশ্রয় দিয়েছে।

রাজসিংহ। এ যে রাজপুতের ধর্ম এ কথাটা মুঘল সম্রাট ভালভাবেই জানেন।

ভীম। তাই নব্বই হাজার ফৌজ নিয়ে সম্রাট নিজে আসছেন মেবার আক্রমণ করতে।

মহামায়া। আমাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সম্রাট মেবার বিধ্বস্ত করতে চান মহারাণা। আপনার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, প্রয়োজন নেই আমাদের আশ্রয় দিয়ে, আমরা বিদায় নিচ্ছি।

রাজসিংহ। না—না, তাও কি কখন হয়? আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতকে পরিত্যাগ করব?

ভীম। কখনই নয়, পিতা আপনি যুদ্ধ আয়োজন করুন, আসুক

সম্রাট নব্বই হাজার ফৌজ নিয়ে, এবার রাজপুত এমন শিক্ষা দেবে তাকে যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে রাজস্থানের বুকে।

অরুণ। আমরা জীবন পণ করে যুদ্ধ করব মহারাণা। হিন্দুনারী ও শিশুর উপর অত্যাচার করবার সঙ্কল্প তার চিরতরে বিলোপ করে দেব।

রাজসিংহ। আর হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের সাজা হাতে হাতে দেব। (নেপথ্যে তূর্যধ্বনি) একি সহসা এ তূর্যধ্বনি কিসের।

অরুণ। আমি দেখে আসছি প্রভু।

[প্রস্থান

দুর্গাদাস। যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয় তবে আমাকে অনুমতি দিন মহারাণা, আমি যোধপুর হ'তে রাঠোর সৈন্য জোগাড় করে আনি।

মহামায়া। না দুর্গাদাস। মহারাজের মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

ভীম। আপনাকে।

মহামায়া। হাঁ বীর। আমার স্বামী মুঘলের সৈনাপত্য ভার নিয়ে দেশের ছেলেগুলোকে অলস বিলাসী করেছিল, এরই মধ্যে অনেক যুবক যুদ্ধ ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কৃষি নিয়ে মেতে আছে, তাদের সে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আবার শক্তিমান যোদ্ধা গড়ে তুলতে আমি ছাড়া কেউ পারবেনা।

রাজসিংহ। কিন্তু তুমি যে রমণী।

মহামায়া। রমণী হ'লেও আমি সিংহিনী। ভুলে যাচ্ছেন কেন মহারাণা—আমরা রাজপুত রমণী—বিপদের ঘরে আমাদের বাস—ভূমি কম্পের মাঝে আমাদের জন্ম হয—মৃত্যুর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করি।

অরুণ পত্র হস্তে আসিল

অরুণ। মুঘল দূত এই পত্র এনেছে প্রভু, তাই তূর্যধ্বনি শুনিয়ে জানিয়ে দিলে।

ভীম। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) এই দেখুন পিতা। দাম্ভিক মুঘল

সম্রাট লিখেছে, যোধপুর মহিষী ও পুত্রকে মুঘল হস্তে অর্পণ না কর্‌লে, তিনি মেবারের নাম রাজস্থানের বুক থেকে মুছে দেবেন।

রাজসিংহ। (কম্পিত কলেবরে সিংহাসন হইতে নামিয়া) দেখি দেখি—পত্র খানা দেখি।

পত্র লইয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদ্বারা নিষ্পেষিত করিল

এই পত্র খানা কুড়িয়ে নিয়ে যাও অরুণ সিংহ। (অরুণ সিংহ কুড়াইয়া লইল) মুঘল দূতের হাতে পত্রখানা দিয়ে বলবে যে, তার প্রভুর পত্রে জুতার ছাপ দিয়ে দিয়েছে রাণা রাজসিংহ ; যা তার প্রাপ্য।

[অরুণ চলিয়া গেল

এইবার ভীম সিংহ স্থির কর কি ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবে ?

ভীম। সংবাদ পেয়েছি মুঘল তিন ভাগে বাহিনী সাজিয়ে তিন দিক থেকে আক্রমণ করবে।

রাজসিংহ। তিন দিক থেকে !

ভীম। হাঁ পিতা ! তাই আমার মনে হয়, এ যুদ্ধের সৈনাপত্য ভার রাঠোর বীর দুর্গাদাসের উপর সমর্পণ করাই শ্রেয়।

দুর্গাদাস। না—না, আপনার মত মহাবীর থাক্‌তে—

ভীম। যে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মাত্র আড়াই শত রাজপুত সৈন্য নিয়ে দশ-দশ হাজার মুঘল ফৌজের চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে নিরাপদে তার প্রভু পত্নীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার মত কৌশলী রণনায়ক বর্তমান রাজস্থানেও দুর্লভ।

রাজসিংহ। ঠিক বলেছ পুত্র, দুর্গাদাসের মত বিচক্ষণ কৌশলী রণ-নায়ক রাজস্থানেও নেই। ধর দুর্গাদাস, রাজস্থানের সম্মানিত তরবারি, এ যুদ্ধে তুমিই রাজপুতের সেনাপতি।

তরবারি প্রদান, দুর্গাদাসের নতজানু হইয়া গ্রহণ

মনে রেখ বীর আজ সমস্ত রাজস্থানের অত্যাচারিত প্রজাকুলের নায়কত্ব দিলাম তোমায়।

দুর্গাদাস। আপনার এ তরবারির মর্যাদা আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব মহারাণা।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত।

চল বীরদল সিংহ আহবে
দলিতে সে রিপুদল।
চল বাহুবলে কাতারে কাতারে
দেখাতে মুঘলে বাহুবল
মেবার শিখরে জাতীয় পতাকা
বুকে নিয়ে ওড়ে স্বাধীনতা লেখা
সারা ভারতে স্থাপি ও পতাকা
শাসনকে কর অচল॥
অখণ্ড ভারত শাসব আমরা
বিদেশী কাঁদিবে হ'যে দিশে হারা।
হিন্দু মুস্লিম ভেদ নাহি মানি
স্থাপন কব নব বল॥

ভীম। তাই করব চারণ, আমরা হিন্দু-মুস্লিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে স্থাপন করব বাহুবলে ভারতের বুকে অখণ্ড সাম্রাজ্য। (নেপথ্যে তোপ ধ্বনি) একি সহসা এ তোপধ্বনি কিসের ?

অরুণ। বিপক্ষের।

ভীম। বিপক্ষের।

অরুণ। হাঁ প্রভু। মুঘলদূতকে মহারাণা পাদুকা চিহ্নিত পত্র দেওয়া মাত্র মুঘল দূত এই তোপধ্বনি করে নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎবেগে চলে গেল।

শিশু পুত্র দুর্গাদাসের কোলে দিয়া

মহামায়া। ঐ—ঐ শুনুন মহারাণা মুঘলের দম্ভোক্তি, আর বিলম্ব কর না দুর্গাদাস, আয়োজন কর যুদ্ধের। তোমার বাহিনী সাজাও, আমি

যোধপুরের পথে পথে, পার্বত্য গ্রামে ঘুরে ঘুরে, আবার জাগিয়ে তুলব বহুদিনের ঘুমিযে পড়া রাঠোর সন্তানদের, তাদের বুকে আবার নবীন উদ্দীপনা জাগিযে দিযে আগুন জ্বালাব, রাজস্থানের বুকে—এমন আগুন জ্বালাব যার লেলিহান শিখা দিল্লীতে ছুটে গিযে অত্যাচারী ঔলমগীরকে পযন্ত জ্বালিযে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। [উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান

দুর্গাদাস। আপনার আশা ব্যর্থ হবে না মহারাণী। এস ভাই সব, আবার আমরা নবীন উদ্দীপনা নিযে ছুটে যাব মঘলের বিরুদ্ধে—রাঠোর আর রাজপুত শক্তি সমন্বযে এমন আঘাত দেব ওদের, যে আঘাতে বৃদ্ধ ঔলমগীর অতিষ্ঠ হযে মৃত্যু কামনা করবে। [দ্রুত প্রস্থান

অরুণ। ঔলমগীর, শযতান ঔলমগীর, নিদ্রিত রাজপুত আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তোমার উপর। প্রলযের জলোচ্ছ্বাসের মত গ্রাস করে ফেলবে তোমার মুঘল সাম্রাজ্য—তোমার সাধের প্রাসাদ--তোমার শযতানের লীল ক্ষেত্র দিল্লী নগরী।

ভীম। ঐ দিল্লী নগরীর বুকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীন পতাক প্রথিত করে আবার রাজপুত জাতিই নেবে তার শাসন ভার। ঔলমগীর, সে দিনের শযতানির কথা ভীম সিংহের বুকে আঁকা আছে। সেই শয়তানির সাজা দিতে আজ সে মৃত্যুর মত করাল মূর্তি ধরে ছুটে চলেছে মাথা বাঁচাও শয়তান—মাথা বাচাও।

রাজসিংহ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ক্ষিপ্ত সিংহের দল ছেড়ে দিয়েছি ঔলমগীর; জিজিয়া করের পরিবর্তে ওরা তোমাদের বক্ষ রক্ত পান করবে

চারণের গীত

চারণ। **গীত**

রক্ত নেশায হ'য়ে পাগল
ঐ ছুটেছে সিংহ দল।
সাবধান—সাবধান—ওরে বিদেশী দল॥ [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাবল্লীর পর্বত গুহা

নেপথ্যে রণ দামামা বাজিতেছিল, ঘনঘন হর হর মহাদেও রব, ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ঔরংগজেব ক্লান্ত অবস্থায় স্খলিত চরণে প্রবেশ করিলেন

ঔরং। ওঃ, আর পারি না, আজিম—আজিম। সে বোধ হয় গুহার মুখেই অচেতন হ'য়ে ধূলি শয্যা নিয়েছে। ছেলেমানুষ ত, খোদা—খোদা —দীন দুনিয়ার মালিক, চিরদিন আমি তোমারই দ্বারে ভিখারীর মত পড়ে আছি, তথাপি আজ এ পরীক্ষা কেন হজরৎ। (ধীরে ধীরে যুদ্ধ দামামা থামিয়া আসিল) ঐ যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সম্রাট ঔরংগজেবের উচ্চ মস্তক ধূলি লুণ্ঠিত হল। ওঃ, আর ত সহ্য করতে পারি না। নিষ্ঠুর রাজপুত আমার সমস্ত সৈন্য বিদ্ধস্ত করেও নিরস্ত হয় নি, শেষে যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী এমন কি উট-হস্তী পর্যন্ত লুণ্ঠন করেছে। (আরো ক্লান্ত হইয়া) আজ ভারত সম্রাট ঔরংগজেব এক টুকরা রুটী আর একটু পানীয় জলের অভাবে মরতে বসেছে। খোদা—খোদা, চমৎকার তোমার বিচার। (পিপাসা নিবারণার্থ গুহায় জল অন্বেষণ) কোথাও নেই—এত বড় পর্বত গুহার অগ্রদেশ ভেদ ক'রে কি একটুও জল বের হ'চ্ছে না। ওঃ জিভ শুকিয়ে আসছে, মাথা ঘুরছে, কে আছ রাজপুত, আজ আমি তোমাদের কাছে ভিখারীর মত মিনতি করছি, আমাকে এক খণ্ড রুটী আর একটু জল দাও, বিনিময়ে অর্ধ ভারতের আধিপত্য ছেড়ে দেব। বেশী নয় মাত্র এক খণ্ড রুটী আর একটু জল, আমার পুত্র মরুক--রাজ্য জাহান্নামে যাক, শুধু আমাকে বাঁচতে দাও—জল—জল—জল—একটু জল।

খাদ্য ও পানীয় জল লইয়া দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। এই নিন সম্রাট, আমি এনেছি খাদ্য আর পানীয়।

ঔলম। একি! রাঠোর বীর দুর্গাদাস তুমি খাদ্য পানীয় এনেছ?

দুর্গা। হাঁ সম্রাট। আমরা হিন্দু রাজপুত, ক্ষুধার্তকে আহার যোগা—তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া যে, আমাদের জাতীয় ধর্ম—

ঔলম। দুর্গাদাস। অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে।

সাগ্রহে জল গ্রহণ করিয়া পান করিতে গিয়া ইতস্ততঃ করিল

দুর্গা। ভয় নেই সম্রাট। আমরা আপনাদের মত জলে বি মিশিয়ে শত্রুকে বধ করি না। যদি সম্ভব হয়, সম্মুখ যুদ্ধে বীরের বাঞ্ছি রণমৃত্যু দান করি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে পান করুন।

ঔলম। (লজ্জিত হইয়া জল পান করিয়া) আঃ শান্তি—

দুর্গা। এই নিন সম্রাট খাদ্য গ্রহণ করুন।

ঔলম। আপাততঃ থাক। দুর্গাদাস, বাইরে আমার পুত্র আজিম—

দুর্গা। গুহার মুখে সাহজাদা আজিম অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলে। তাঁর শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে আপনার নিকট এসেছি।

ঔলম। এত উদার, এত মহান—তুমি দুর্গাদাস?

দুর্গা। সম্রাট, এতদিন আমার প্রভুকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন, তারই—

ঔলম। তারই প্রতিদানে আজ তুমি আমার জীবন বাঁচালে। ধন্য তুমি রাঠোর বীর—শত ধন্যবাদ তোমার কৃতজ্ঞতাকে। হাঁ আমি খোদা নামে শপথ করেছিলাম, ধর দুর্গাদাস আমার পাগড়ী, আজ হ'তে তুমি অর্ধ ভারতের অধীশ্বর।

পাগড়ী দিতে গেলেন

দুর্গা। নিষ্প্রয়োজন সম্রাট। রাজপুত পারে যদি বাহুবলে সারা ভারতের বুকে আধিপত্য স্থাপন ক'রে আপনাদের উপর প্রভুত্ব করবে

কিন্তু আপনার দয়ার দেওয়া ঐ অর্ধ ভারতের আধিপত্য নিয়ে প্রকারে দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ হবে না।]

ঔলম। ভেবে দেখ দুর্গাদাস, তুমি হেলায় কি সম্পদ ছেড়ে দিচ্ছ।

দুর্গা। তা জানি সম্রাট। ভারতের অর্ধ আধিপত্য। যা একদিন পূর্ণভাবেই ভোগ করত—এই হিন্দুরাজপু•—

বন্দী দিলির সহ ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম। রাজপুত আবার পূর্ণভাবেই আধিপত্য বিস্তার করবে রাঠোর বীর।

ঔলম। একি দিলির!

দিলির। হাঁ সম্রাট আমি। যুদ্ধের পূর্বে আপনাকে হাতে হাতে প্রমাণ করে দেব বলেছিলাম, সম্রাট দেখুন ত করেছি কি না, এখন বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়, কত শক্তিমান ও কৌশলী যোদ্ধা ঐ দুর্গাদাস।

ঔলম। সত্য দিলির, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ অপেক্ষা কূট যুদ্ধ নীতিবিদ মহাবীর দুর্গাদাস। শুধু তাই নয় দিলির, খাদ্য ও পানীয় দানে আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী আমাকে আর আমার পুত্র আজিমকে বাঁচিয়েছে।

ভীম। এইটাই'ত রাজপুতের দুর্বলতা সম্রাট। ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত দেখলে আর তারা স্থির থাকতে পারে না। তা শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, তাকে বাচাতে তখনই তৎপর হয়ে ওঠে।

ঔলম। দুর্বলতা নয় বীর, ঐটাই মানুষের ধর্ম।

ভীম। মানুষ ত আপনারাও সম্রাট। শুধু মানুষ নন, সুসভ্য মানুষ, কৈ আপনাদের ত কোন ক্ষেত্রে এই ধর্মপালন করতে দেখি না।

দিলির। বর্তমানে মুস্লিম ধর্মের ভিত কায়েম করতে সম্রাট মানব নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছেন।

ভীম। তা জানি সেনাপতি, শয়তানির নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনি

ধর্মের ছলনায় সিংহাসন লাভ করতে ভাইকে হত্যা করেছেন,বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতাকে কারারুদ্ধ করে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পাঠিয়েছেন, হিতৈষী বান্ধব যশোবন্ত সিংহকে সপুত্র বধ করেছেন। উনি মুস্লিম ধর্মের ভিত কায়েম করতে যে আরো কত নিরীহের রক্তে বসুমতীকে স্নান করাবেন কে বলতে পারে ?

ঔলম। আজ আমি তোমাদের বন্দী, অবশ্য যা ইচ্ছা বলতে পার। কিন্তু যশোবন্ত সিংহ বা তার পুত্রকে হত্যার অপরাধটা অন্যায়ভাবে আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছ। আমি যশোবন্ত সিংহকে কি স্নেহই করতাম তা জানত একমাত্র মহারাজ নিজে।

ভীম। নিশ্চয়—সেই স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর শিশুপুত্র আর বিধবা পত্নীকে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের নিকট পাঠাতেই বোধ হয় এই যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন ?

ঔলম। ভুল বুঝনা ভীম সিংহ। আমি যশোবন্ত সিংহের মহিষীকে পুরস্কৃত ক'রে তার উপর আমার কত করুণা তাই দেখাতে চেয়েছিলাম।

ভীম। যশোবন্তের রাণীকে করুণা দেখাতে সম্রাট নিজে এসেছিলেন, নব্বই হাজার ফৌজ নিয়ে! তা হলে ত দেখছি আপনার মত করুণাময় পৃথিবীতে আর নেই।

দুর্গা। কুমার ভীমসিংহ। বর্তমানে সম্রাট আমাদের অতিথি,সুতরাং অতীত আলোচনা পরিত্যাগ করে ওঁদের যাত্রার আয়োজন করে দিই চলুন

বন্দী তয়বরকে লইয়া অরুণসিংহের প্রবেশ

অরুণ। সেনাপতি! আপনার আদেশ মত পশ্চাৎ হ'তে আক্রমণ ক'রে মুঘলের সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করেছি, সেনাপতি তয়বর খাঁ বন্দী।

দুর্গা। আর সাহাজাদা আকবর ?

অরুণ। তিনি পলায়ন করেছেন।

দিলির। দেখছেন সম্রাট। অকাল বার্ধক্য একা দিলিরেরই আসেনি। সাহাজাদ আকবর আর তয়বর খাঁরও এসেচে, কি বল তযবর ?

তযবর। পশ্চাৎ হ'তে চোরের মত আমাদের ফৌজদের আক্রমণ করেছিল, নইলে—

দিলির। আর নইলে ত আমিও যুদ্ধ জয় করতে পারতুম। কিন্তু বন্ধু—যুদ্ধ নীতিটাই যে আগাগোড়া কৌশল ভরা। তা ওরা না হয সসৈন্যে পশ্চাৎ হতে তোমার ত্রিশ হাজার ফৌজের উপর লাফিয়ে পড়েছিল, তোমার মত বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে গুপ্তহত্যা করেনি ত ?

ঔরম। কি বলছ দিলির ?

দিলির। ওঃ ভুলে গিযেছিলাম সম্রাট। চামডার মুখ কিনা : মাঝে মাঝে সত্য কথা বেরিয়ে যায।

ঔরম। রাঠোর বীর দুর্গাদাস, কুমার ভীম সিংহ। আমি তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে চাই।

দুর্গা। আমরা ত সন্ধি স্থাপনে অস্বীকৃত নই সম্রাট।

ভীম। না—না রাঠোর বীর। মুঘলের সঙ্গে সন্ধির প্রযোজন নেই, আগুন যখন জ্বলেছে, তখন একটা রাজ্য পুডে যাক, বা একটা জাতি ধ্বংস হ'যে যাক।

দুর্গা। তাতে জগতের অভিশাপ সহ্য কর্‌তে হবে, ভীমসিংহ। ভেবে দেখ বীর, হিন্দু রাজপুতের মধ্যে ঘরশত্রু শ্যামসিংহ প্রভৃতি রাজারাও আছেন—এখনো আমাদের মতদ্বৈধতা ত যায নি, আর মুসলমানের মধ্যে কাশেমও আছে, আর অত্যাচারী মুঘলের মধ্যে সরল স্পষ্টভাষী ধার্মিক দিলির খাঁও আছেন।

ভীম। উত্তম, আমি সন্ধি করতে সম্মত আছি দুর্গাদাস, কিন্তু এক সর্তে।

ঔরম। বল, কি সর্ত চাও ?

ভীম। ভারতের সমস্ত হিন্দু প্রজাদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিতে হবে।

ঔলম। বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—ভারতের সমস্ত হিন্দু প্রজাদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিলাম।

ভীম। উত্তম, অরুণ কলমদান নিয়ে এস।

[অরুণের প্রস্থান

ঔলম। আমি সন্ধি পত্র এখনি লিখে দিচ্ছি, দুর্গাদাস। কিন্তু আমার বেগম গুলনেয়ার।

দুর্গা। তিনি বন্দী হয়ে মেবারের মহারাণী মহামায়ার নিকট প্রেরিত হয়েছেন সম্রাট।

ঔলম। (সবিস্ময়ে) মহামায়া—

দুর্গা। যোধপুর মহিষী আমি মেবার প্রাসাদ হ'তে সসম্মানে তাঁকে দিল্লী পৌঁছে দেব।

ঔলম। সে বিশ্বাস আমার আছে দুর্গাদাস।

অরুণ সিংহ কলমদান ও চুক্তি পত্র আনিল

এই যে এনেছ—দাও (গ্রহণ ও ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) হাঁ—কি সর্তে—হিন্দু প্রজাদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিতে হবে, না দিলির ?

দিলির। হাঁ সম্রাট। ওই রকম অন্যায় আবদারই ওরা করে।

ঔলম। (ক্রোধ দৃষ্টিতে দিলিরের মুখের দিকে চাহিয়া চুক্তি পত্র লিখিয়া দিলেন) এই নাও ভীমসিংহ।

প্রদান

দুর্গা। অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট। তা হলে আমি আশা করি আজকের এই চুক্তি ভঙ্গ ক'রে সম্রাট আর হিন্দু প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলবেন না।

[প্রস্থান

ভীম। আর চুক্তি ভঙ্গ করলেও বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারবেন না সম্রাট। এবারের যুদ্ধে আরাবল্লীর গিরি সঙ্কটে মাত্র আপনাকে পুত্রসহ শুকিয়ে মরবার ব্যবস্থা করেছিল দুর্গাদাস, কিন্তু পুনরায় যুদ্ধ হ'লে সমস্ত মুঘল জাতিকে অনাহারে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থা করা হবে, সাবধান। এস অরুণ—

[অরুণকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

দিলির। শুনলেন ত জনাব—রাজপুতগুলো কি বলে গেল।

ঔলম। (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) হু। দিলির খাঁ সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ব এই সন্ধি চুক্তি রক্ষা কর্‌তে।

দিলির। এখনো চেষ্টা করবেন বলছেন? সম্রাট! আর কেন? অনেক অপমান ত সহ্য করেছেন, এইবার একটু সোজা পথে চলতে চেষ্টা করুন।

ঔলম। আমি ত সোজা পথে চলতে চেষ্টা করি দিলির, কিন্তু খোদা যে চলতে দেয় না। আমি তাঁর নাম নিযে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছি, যতদিন আমি সিংহাসনে বসে থাকব—ততদিন কারো অন্যায সহ্য কবব না।—না—না—কিছুতেই না; মনে রেখ দিলির, আমি ভারতের বুকে অখণ্ড মুস্লিম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে বুকের রক্ত ঢেলে দিতেও কুণ্ঠিত হব না।

[প্রস্থান

দিলির। দেশের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিতে আমরা পারি না সম্রাট। তা পারে ঐ কাফের হিন্দুরাই।

তহবর। আপনার এই বিজাতীয় প্রীতিতেই রাজপুতরা স্পর্ধার শিখরে উঠেছে।

দিলির। তুমি আর সম্রাট ত অপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখালে, পরিণামে কি সুখ পেলে? তুমি বন্দী হয়ে কাফেরের অনুগ্রহে প্রাণ বাঁচালে, আর

সম্রাট ত কিছুক্ষণ আগে একখানা রুটী ও একটু জলের জন্য ভারত সাম্রাজ্যর অর্দ্ধেকটা দিয়ে ফেলেছিলেন। ভাগ্যে দুর্গাদাস রাজ্যের লোভ সামলে ফেলেছিল, নইলে ত সমান ভাগে ওরাই অর্দ্ধেক রাজ্য শাসন কর্‌ত।

তয়বর। আপনি কি নিজ চক্ষে দেখেছেন যে সম্রাট—

দিলির। সম্রাট পাগড়ি খুলে দুর্গাদাসের মাথায় পরিয়ে দিতে গেলেন, আমি অন্তরাল হ'তে নিজ চক্ষেই দেখেছি। বিশ্বাস না হয়—সম্রাটকেই জিজ্ঞাসা কর না।

তয়বর। যদি অর্দ্ধ রাজ্য দিতে চেয়ে থাকেন তবে সেটা সম্রাটের মহত্ত্ব।

দিলির। আলবৎ। সম্রাটের মত মহৎ ব্যক্তি কি আর ভূভারতে আছে যাক—চল—চল—এখন শান্তশিষ্ঠ ছেলের মত হিন্দুদের দয়ার দান এই মাথাটা নিয়ে দিল্লী ফেরা যাক্।

তয়বর। কিন্তু এই অপমান—

দিলির। দিল্লী গিয়ে আর একপাত্র সরাব টেনে নিয়ে মজগুল হ'লেই সব অপমান ভুলে যাবে। এস—এস—

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল হারেমের পশ্চাৎবর্তী গুলবাগ

কাল – সন্ধ্যা

কমলবাঈএর প্রবেশ

কমল। মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে এত বড একটা ওলটপালট হয়ে গেল, কিন্তু, সেই বীর রাজপুতের ত আর কোন সংবাদ নেই। মুঘল এত বড অপমান নিয়ে ফিরে এসেছে, আর কি আমায় অব্যাহতি দেবে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে ঔলমগীর আরো হিংস্র হয়ে উঠবে। এইবার সে ইচ্ছা মত হিন্দুদের সর্বনাশ করবে। না, আর কোন আশা নেই, বুঝতে পারছি, বর্তমানে রাজপুত নারীর প্রতিজ্ঞার মূল্য দেয় না। কিন্তু সেই একরাত্রের চেনা শোনা কত কথা সমস্ত সে ভুলে গেল। একটী বারের জন্যও কি তার মনের কোনে সে মধুর রজনীর আলাপন—না-না, বৃথা আর সে কথা ভেবে কেন—এইবার চরম পথ বেছে নেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

চোরের মত মুসলমানের ছদ্মবেশে অরুণসিংহের প্রবেশ

অরুণ। কমল বাঈ—

কমল। কে—কে, না—না—কে তুমি?

অরুণ। আমি কমল—আমি।

ছদ্মবেশ মোচন

কমল। ওঃ আপনি?

অরুণ। হাঁ কমল আমি। এতদিন একটা বিরাট যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারিনি। শুনেছ নিশ্চয়, মুঘল অতি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে।

কমল। এই পরাজয় হিন্দুস্থানের মঙ্গলজনক নয়।

অরুণ। কেন কমল ?

কমল। এতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব আরো হিংস্র হয়ে উঠল।

অরুণ। ভুল ধারণা তোমার কমল। বর্তমানে সম্রাট রাজপুতের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ, এই সর্ত যে, তিনি হিন্দু প্রজাদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নেবেন।

কমল। সেই জন্যই ত আরো হিংস্র হয়ে উঠ্‌বেন। কারণ রাজপুত শুধু তার সম্মানে আঘাত করেনি, অর্থ সমাগমের পথ রুদ্ধ করেছে। সুতরাং এ সন্ধি টিকবে না।

অরুণ। এবার যদি সম্রাট সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহলে তাঁকে ভারত সিংহাসনের আশা ত্যাগ করতে হবে।

গুমা খাঁ। (নেপথ্যে) আরে ঔধার কৌন হ‍ঁ

অরুণ। সরে যাও, সরে যাও, সেই বান্দা বেটার গলা।

কমল সরিয়া গেল। অরুণ ছদ্মবেশ পরিল

অরুণ। কৌন দোস্ত, ম্যায় হু‍ঁ !

গুমা খাঁর প্রবেশ

গুমা। কৌন দোস্ত—আদাব—আদাব।

অরুণ। আদাব ! মিজাজ সরিফ।

গুমা। খোদা কি দোয়া, আপনা বিবি উবি সরিফ ?

অরুণ। মেরে বিবি ও হো—হো মেরে দোস্ত—মেরা বিবি ও হো—হো খোদা।

কৃত্রিম ক্রন্দন

গুমা। রোও মৎ দোস্ত, উও সব কিস্‌মৎ কি খেল, আপনা চিজ খোদা আপনা পাশ খিচ্‌ লিয়া। ম্যায় তুম সব উও মালিকেও লাদহু‍ঁ—ইস বাত ক ছোড় কর অভি তো বাতাও আপনা মুল্লুকা চাষ ওহু‍ঁ ওহু‍ঁ সব আচ্ছা হুয়া ?

অরুণ। উও ত খোদাকা দোয়া সে পুরা হুঁ।

গুমা। বহুত আচ্ছা। দোস্ত, তুমারা মিজাজ বিগাড় গ্যায়া, চলো, জেরা সরাব-ওরাব পি-কর নাচ গানা দেখেগা।

অরুণ। আলবৎ চল মেরা দোস্ত, তুমারা কোঠি 'পর—

গুমা। মেরা কোঠি? ও—দোস্ত কেয়া কহুঁ, ম্যায়ত তুমরা মাফক পরদেশী হুঁ, ম্যায় নোকরী খাতির দিল্লীমে পড়া হুঁ, নেই ত মেরে ঘর (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ) আচ্ছা দোস্ত, জেরা খাড়া রহো, ম্যায় আভি আতা হুঁ।

গুমা চলিয়া গেল। কমল আসিল

কমল। সেকি, আপনি ওর সঙ্গে এখন মদ খাবেন?

অরুণ। আমি মাতাল নই কমল। যা দেখবে সবই অভিনয়। যাও, তুমি ওই গোলাব বাগানে লুকিয়ে থাক, অবসর মত আমি ঠিক ডেকে নেব।

কমল। কিন্তু আপনার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাত নিরাপদ নয়। কারণ মুঘল হারেমের সকলেই এই বাগানে আসে।

অরুণ। সে ভয় নেই তোমার, আমার ছদ্মবেশ কেউ ধর্‌তে পারবে না। ঝুড়ি দেখে বুঝছ না—আমি ফলওয়ালা।

গুমা। (নেপথ্যে) দেখো সব ম্যায় তুমকো এক আসরফি দে চুকা, নিমকহারামী মত করো, কই আদমিক ইস্ বাগিচা মে মত ঘুস্‌নে দেও. আচ্ছা, ম্যায় আভি জেরা পিউয়াঙ্গা নাচ গানা দেখুঙ্গা আচ্ছা, হুঁসিয়ার।

অরুণ। ঐ ব্যাটা আসছে, তুমি লুকিয়ে পড় কমল, যাও—যাও চিন্তা নেই, আজ রাত্রেই তোমাকে উদ্ধার কর্‌ব।

কমল চলিয়া গেল। একজন নর্তকী ও সুরাপাত্র সহ গুমা খাঁর প্রবেশ

গুমা। দেখো দোস্ত! তোমারা ওয়াস্তে কেয়া চিজ পায়া হু। দেখো ইয়ে সরাব খাঁটী আঙ্গুর কা বনা হুয়া—দেখো বাঈজী। য্যায়াসা আসমানকা হুরি।

অরুণ। এ সব চিজ ত নবাব বাদশা কা লিয়ে, ম্যায় মামুলি ফলওয়ালা হু, তোমসে দোস্তি হো চুকা ইস লিয়ে তুমারা দুয়া মে ইয়ে সব চিজ মেরে নসিব পর মিল গ্যায়া।

গুমা। ছোড় দোস্ত ইয়ে বাত। আভি ত পিও।

পাত্রে মদ ঢালিয়া দিল

অরুণ। পিও পিও দোস্ত, তুম ত পিও পইলে।

গুমা। নেহি—নেহি—দোস্ত তুম মেরা পরদেশী দোস্ত হু, তুমারা মেজাজ বিগাড় গ্যায়া, তুম পিও পহেলে।

অরুণকে মদপূর্ণ পাত্র দিল তাহা পান করিয়া ফেলিয়া দিল,
গুমা খাঁ উঠিয়া বাঈজীর হাত ধরিল

গুমা। ওও মেরা জানী! তুম আভি নাচ গানা দেখা কর দোস্তকো পুরামৌজ দেও, ম্যায় তুমক ইনাম দিউঙ্গা।

বাঈজী। দেবে ত সাহেব?

গুমা। আলবৎ।

বাঈজীর নৃত্যগীত, গুমা খাঁ সুরাপান করিতে লাগিল

বাঈজী। গীত

পিও পিও মৌজসে পিও
মেরে দিলকি বাহার।
রংওয়ালে দিলকি
পিয়ারি হুঁ ম্যায়
মুজসে কৌন যোওয়ান
করেঙ্গি পিয়ার।
মেরে শুরমা রে আঁখিয়া
মিটি মিটি বাতিয়া

ইয়ে সুরতকী রাতিয়া
চলেঙ্গি শিঙার।

নৃত্যগীত মধ্যে গুমা খাঁ সুরা পান করিয়া মত্ততা সহকারে বাঈজীর সহিত নাচিতে নাচিতে পড়িয়া গিয়া জ্ঞান হারাইল

বাঈজী। পড়ে গেলে যে সাহেব—আমার ইনাম।

অরুণ। (আসরফি বাহির করিয়া) লেও জানী তুমারা ইনাম (মুদ্রা দিয়া) আচ্ছা, আপনা কাম দেখো, ম্যায আভি মেরে দোস্তক জেরা—

[ইঙ্গিত করিল, বাঈজী চলিয়া গেল

(চাপাস্বরে) কমল।

কমলবাঈ আসিল

কমল। একি, পথের মাঝে এ ঘুমাচ্ছে ?

অরুণ। বেটা মাতাল হ'য়ে পড়েছে। চল কমল, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, কিন্তু তোমাকে বাইরে নিয়ে যাব কেমন করে ? (ভাবিয়া) হয়েছে, হয়েছে (গুমা খাঁর জামা কুল্লা খুলিয়া) এইগুলো তোমাকে পরে পুরুষ সাজতে হবে। দেখি, তোমার ওড়না খান। (কমল ওড়না দিল, অরুণ তাহাকে চাপা দিয়া পায়জামা খুলিয়া লইল, কমল তাহা পরিল পরে ছাতরী কুল্লা পরিয়া পাগড়ী বাঁধিল দেখ দেখি, কেমন মোগলাই বাচ্ছা বান্দা মানিয়েছে।

কমল। (লজ্জিত কণ্ঠে) যান—

অরুণ। কমল (হাত ধরিল)

কমল। বলুন (চাহিল)

জড়িত কণ্ঠে গুমা খাঁ—দোস্ত—দোস্ত মেরা

অরুণ। জেগে উঠতে পারে, যাও, যাও কমল তুমি বাগান থেকে আগে বেরিয়ে যাও, একসঙ্গে গেলে রক্ষীরা সন্দেহ করবে।

কমল। আমি একা যাব ?

অরুণ। আমি ঠিক পিছনেই থাকব। ভয় নেই আত্মরক্ষার মত

অস্ত্র আর পিস্তল ফলের ঝুড়িতে আছে, (পিস্তল আর তরবারি দেখাইল) যাও—যাও বিলম্ব কর না।

[কমল বাঙ্গীকে ঠেলিয়া দিল, সে চলিয়া গেল

অরুণ। সেলাম দোস্ত সেলাম। আহা বেচারা নিরক্ষর ফুর্তিবাজ লোক। ঐ যেন কার ছায়া এই দিকেই আসছে। মুঘল সম্রাট ঔলমগীর, চতুরতায় তোমাকে ছাপিয়ে গেল রাজপুত।

[ঝুড়ি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান

গুমা। (জ'ড়ত কণ্ঠে) দোস্ত, এই মেরা দোস্ত,ম্যায় না চুঙ্গা—দোস্ত—কি ধার গ্যায়া দোস্ত (চিৎকার করিয়া) এই দোস্ত—দোস্ত—

দিলির খাঁর প্রবেশ

দিলির। রাত্রের অন্ধকারে কে চিৎকার কর্‌ছে ?

গুমা। কৌ-ন মে-রা দোস্ত—

দিলির। একি ! এ সেই তয়বরের বান্দা না ? বেটা সরাব পান করেছে। যেমন প্রভু, তেমনি বান্দা। (পা দিয়া ঠেলিয়া দিল) এই, এই বান্দা, নগ্নাবস্থায় সরাব পান করে হারেমের বাগিচায় এসেছিস্ ?

গুমা। (চোখ চাহিয়া দিলিরকে দেখিয়া সভয়ে উঠিল) হুজুর।

অভিবাদন করিল

দিলির। হ্যাঁ, ম্যায় হুঁ। উল্লু, পাদলুন—কুল্লা ছোড় কর সরাব পিয়া ?

গুমা। (চমক ভাঙিল, নেশা কাটিয়া গেল) আরে মেরা কুল্লা—মেরা পাঞ্জাবী—মেরা ছতরী ? ইয়ে আল্লা, পাদলুন কোন ছিন লিয়া ? (ওড়না কোমরে জড়াইয়া) উও শালে ফলওয়ালে জরুর দুষমণ হুঁ। আরে চৌকিদার লোক হোসিয়ার হো যাও, শালা দুষমণ মেরা পাদলুন কুত্তা লেকর ভাগ গায়া, পাকড়ো শালাকে—

[ছুটিয়া প্রস্থান

দিলির। এই ত মুঘল হারেমের কর্তব্যপরায়ণ বান্দারদল, সম্রাট মুস্লিম ধর্মের ভিত্তি স্থাপনে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু কর্মচারীগণ

প্রত্যেকে মুস্লিম ধর্ম নিষিদ্ধ সুরা প্রতিনিয়ত পান করছে, চমৎকার—চমৎকার—

রক্ষি। (নেপথ্যে) পালিয়েছে, দুষমণ পালিয়েছে।

দ্রুত তয়বর খাঁর পিস্তল হস্তে প্রবেশ

তয়বর। কে—কে ওখানে? এ কি দিলির খাঁ?

দিলির। হাঁ বীর পুঙ্গব; একেবারে যে গুলি ভরা পিস্তল উঠিয়ে দৌড়ে এসেছ?

তয়বর। শুনেছেন খাঁ সাহেব, কমল বাঈ নামে যে রাজপুতের মেয়েটাকে সাহাজাদা মৌজাম নিয়ে এসেছিল সাদি করতে, সে মেয়েটাকে কে যেন হারেম থেকে নিয়ে পালিয়েছে।

দিলির। সেত আমি আগেই বুঝেছি। মেয়েটাকে সাহাজাদা যতটা সোজা মনে করেছিল সে ততটা বোকা নয়।

তয়বর। কি করে জানলেন?

দিলির। কিছুক্ষণ আগে তোমার বান্দা গুমা খাঁর গলা শুনে এসে দেখি, সে ব্যাটা নগ্নাবস্থায় মাতাল হয়ে পড়ে আছে, উজবুকটাকে টেনে তুলতেই লাফিয়ে উঠেই—আমার কুল্লা—আমার পাঞ্জাবী—আমার পাৎলুন বল্‌তে বল্‌তে রক্ষিদের কাছে ছুটে গেল, সুতরাং বুঝতেই পারছ, গুমা খাঁর পাৎলুন পাঞ্জাবী কে কেড়ে নিয়েছে?

তয়বর। একা মেয়েটার এত সাহস হবে না, নিশ্চয় কোন রাজপুত ছদ্মবেশে হারেমে এসেছিল।

দিলির। বিচিত্র কি? তোমার গুণধর বান্দাকে একটু চোখ রাঙ্গালেই সব কথা বেরিয়ে পড়বে, কারণ সে বলছিল, উও ফলওয়ালা জরুর দুষমণ।

তয়বর। উল্লুকটাকে কিছুতেই সায়েস্তা কর্‌তে পারলুম না। খাঁ সাহেব ব্যাটা মস্ত মাতাল।

দিলির। তার প্রভুটিও ত কম নয়।

তয়বর। আমি সরাব পান করি,—কর্ম্মের অবসরান্তে শরীর আর মনটাকে তাজা করে রাখ্‌তে।

দিলির। ওদেরও ত শরীর মন তাজা কর্‌তে সাধ হয়, হলেই বা গরীব।

তয়বর। কিন্তু কর্ত্তব্যে অবহেলা করে—

দিলির। অবহেলা না করলে ওর সময় কোথায়? বেচারা বান্দাদের সময় দাও তোমরা?

তয়বর। দেখুন দেখি খাঁ সাহেব, এ সংবাদ যদি সম্রাটের কানে পৌঁছায়—

দিলির। তাহ'লে তিনি বুঝতে পারবেন, চতুরতায় তাঁকে ছাপিয়ে যাবার লোকও ভারতে জন্মেছে।

তয়বর। তাতে তিনি রাজ-রক্ষীদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন।

দিলির। ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর একটা মস্ত বড় ভুল ভেঙে যাবে। চল চল তয়বর, সম্রাটকে এই শুভ সংবাদটা শুনিয়ে নিষেধ করে দিতে হবে, যেন তিনি আর কোন হিন্দু রমণী লুণ্ঠন করিয়ে এনে হারেমে রেখে শেষে এই রকম অপদস্ত না হন।

তয়বর। (সাশ্চর্যে) দিলির খাঁ!

দিলির। ভুলে যেও না তয়বর। নারী অপহরণে হাত বাড়ালে, বার বার এই রকম করে খোদাই সম্রাটকে অপদস্থ করাবেন। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হক, নারী মাত্রই খোদার রক্ষিত। চল—

[তয়বর সহ প্রস্থা'

———

তৃতীয় দৃশ্য

বিশ বছর পরে

যোধপুর রাজপ্রাসাদ

কথা কহিতে কহিতে কাশেম ও অজিত সিংহের প্রবেশ

অজিত। তারপর ?

কাশেম। তারপর আর যায় কোথা, তোর মা দুর্গারাজাকে নিযে মাত্তর আডাইশ' সৈন্য সহায করে মোগলের দশ হাজার ফৌজের ভেতর দিযে আগুনের ফুলকীর মত বেরিযে গেল।

অজিত। আর আমি ?

কাশেম। বললাম ত রে বোকা, তোকে আমি যোধপুরী তরমুজ বানিযে ঝুডিতে করে নিযে মেবারে পালিযে গেলুম।

অজিত। আচ্ছা কাশেম দা। মোগলের দশ হাজার ফৌজের সঙ্গে দুর্গা কাকা যুদ্ধ করেছিলেন ?

কাশেম। করেনি আবার ? ওরে ভাই রে ভাই, সে কি যুদ্ধ। মোগল ফৌজদের সমুদ্দুর যেন দুর্গা রাজাকে গিলে ফেলতে এল।

অজিত। দুর্গাকাকা তখন কি করলেন ?

কাশেম। এক লাফে তাদের মধ্যে লাফিযে পডে এমন ভাবে তলোযার খেলতে লাগল যে, বেটা মোগলরা একটা ঘাও মারতে পারল না তাকে, নিজেরাই কাটা কলা গাছের মত ধপাধপ পডে যেতে লাগল।

অজিত। ধন্য ধন্য রাঠোর বীর। তারপর ?

কাশেম। তারপর আবার কি হবে। বেটারা হেরে পালাতে লাগল আর তোর মাকে নিযে দুর্গারাজা মেবারে চলে গেল।

অজিত। আর আমাদের আড়াইশ' সৈন্য ?

কাশেম। সে বেটাদের মধ্যে পেরায় সরাই মোগলদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে বেহেস্তে ঠাঁই নিলে। বেঁচে রইল মাত্তর চার জন।

অজিত। আমি সিংহাসনে বস্‌লে সর্বাগ্রে তাদের স্মৃতিস্তম্ভ গড়িয়ে দেব কাশেম দা।

কাশেম। তাই দিস। ওই যে পোড়া ঘরটা পড়ে আছে ওটা ম: কেন সারাচ্ছে না জানিস ?

অজিত। না!

কাশেম। ওটা সাবালে মোগলের অত্যাচারের চিহ্ন থাক্‌বে না বলে।

অজিত। ওর কাহিণী আমাকে শোনাও না কাশেম দা।

কাশেম। যে সময় মোগল শালারা আমাদের ঘেরাও করে, তখন মেয়ে ছেলেদের ইজ্জৎ রাখ্‌তে, পালিয়ে যাবার আগে, দুর্গারাজা সবাইকে ঐ বারুদ ঘরের ভেতর পুরে আগুন জালিয়ে দিয়ে গেল।

অজিত। এঁ্যা!

কাশেম। শুধু তাই নয় রে বোকা, তাদের মধ্যে দুর্গারাজার সোমত্ত বউও ছিল।

অজিত। ওঃ—এত অত্যাচার মুঘলের, কাশেম দা—মুঘল সম্রাট এত অত্যাচার কর্‌বার পরও মেবার-মাড়বার মিলিত হয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করলে ?

কাশেম। না করে উপায় কি দাদু, ভারত সম্রাটের সঙ্গে কত লড়াই করবে ?

অজিত। জীবন ভোর না হয় যুদ্ধ চলত। ওঃ কি নিষ্ঠুর এই মোগল জাতি। শোন কাশেম দা, আমি মোগলের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি রাখ্‌ব না। সমস্ত রাজস্থান ভ্রমণ করে হিন্দুরাজাদের ক্ষেপিয়ে তুল্‌ব মোগলের বিরুদ্ধে, দুর্গাকাকার সঙ্গে আবার আমি পূর্ণ উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করব, মোগলকে

এমন শাস্তি দেব যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে আঁকা হয়ে থাকবে।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। তাই দাও পুত্র, তোমার পিতৃহত্যার চরম প্রতিশোধ দাও।

অজিত। তাই নেব মা; যারা ছলনায় আমার পিতৃহত্যা করেছে, বিষ প্রয়োগে আমার ভ্রাতৃহত্যা করেছে, আমার পুরনারীদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে—তাদের বক্ষ রক্তে হিন্দুস্থানের মাটি ভিজিয়ে দেব। শোন মা, পিতা মুঘলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যে ভুল করেছিল, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তে আমি জীবন দান করে যুদ্ধ করব মুঘলের সঙ্গে।

দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। এই ত ভাবী যোধপুরাধিপতির যোগ্য প্রতিজ্ঞা।

মহামায়া। দুর্গাদাস।

দুর্গা। শোন কুমার; আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা, মারবার ও মেবার উভয় শক্তি মিলিত হয়ে মুঘলের নব্বই হাজার ফৌজের অভিযান ব্যর্থ করে সম্রাট ঔলমগীরকে আরাবল্লীর পর্বত গুহায় বন্দী করে, সে সময় তিনি বাধ্য হয়ে হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া কর রদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হন। সে সন্ধির মর্যাদা এতদিন রক্ষা করে এসেছিলেন। আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ তিনি আবার জিজিয়া করের প্রচলন করে সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। এমন কি অনেক স্থলে সংবাদ পেয়েছি, হিন্দু রাজত্বের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ফকির পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাবার চেষ্টা করছেন।

অজিত। সে চেষ্টা তার ব্যর্থ করে দিন কাকা, ঐ যে সমস্ত ফকির ছদ্মবেশে নিরীহ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে—তাদের ধরে এনে প্রাণ দণ্ড দিন।

দুর্গা। মালবাধিপতি দয়াল শা, সেই সমস্ত ফকিরদের বন্দী করে রেখেছেন এবং মালব থেকে সমস্ত মুঘল ফৌজদের বিতাড়িত করে নিজেকে মালবের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছেন।

মহামায়া। চমৎকার সুযোগ!

দুর্গা। এ সুযোগ অবহেলা আমিও করিনি মা। পাঁচ হাজার রাঠোর সৈন্য নিয়ে ঝালোর ও রোহিলা রাজ্য পরমণ্ডল জয় করে মুঘলকে আমাদের জাগরণ বার্তা জানিয়ে দিয়েছি।

মহামায়া। জানিয়েছ যখন তোমাদের জাগরণ বার্ত্তা, তখন আর বিলম্ব কর না দুর্গাদাস। আবার শক্তি সংগ্রহ কর, এখনি মেবারে সংবাদ দাও, সারা রাজস্থানের বুকে আবাহনের শঙ্খ বাজাও, সমস্ত হিন্দু সাম্রাজ্য মিলিত হ'য়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ক'রে, আবার শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর। শাসন ও শোষণ নীতির অবসান ক'রে ভারতে সাম্যবাদ নীতির প্রচার কর।

[প্রস্থান

অজিত। তোমার আদিষ্ট কর্মে আমি জীবন উৎসর্গ কর্‌ব মা। আসুন কাকা—ভারতের বুকে শোষণহীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজস্থানের দ্বারে দ্বারে জাগরণ নীতি শুনিয়ে তাদের বহুদিনের ঘুমিয়ে পড়া শক্তিকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলকে সাজিয়ে দিতে হবে রণসাজে, বিপ্লবী প্রজাশক্তির মিলিত হুঙ্কারে অত্যাচারী মুঘল রাজশক্তি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

[দ্রুত প্রস্থান

কাশেম। ওরে কাশেমের মোমের পুতুল, আজ আগুনের গোলা হয়ে ছুটেছে। দুর্গারাজা দেখছিস কি, রাজার রক্তের শোধ দেবে দাদু, মোগলের রক্ত নিয়ে—মোগলের রক্ত নিয়ে।

[প্রস্থান

দুর্গা। কাশেম—কাশেম, তোমার মত প্রভুভক্ত দেশভক্ত মুসলমান যদি ভারতের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করত, তা হলে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীর ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারের বন্যা বইয়ে দিতে পারত না রাজস্থানের বুকে। যে ভুল করেছে দেশদ্রোহী জয়চাঁদ—যে ভুল করেছে মহারাজ মানসিংহ—যে ভুল করেছেন মহাবীর টোডরমল, সে ভুলের সংশোধন করতে কত বীরের বক্ষরক্তে রাজস্থানের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে কে জানে। মা, মা ভারতজননী আশা আমাদের পূর্ণ কর মা। তোর বুকে শোষণহীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে আবার আমাদের একই পতাকা মূলে দাঁড়িয়ে, তোর পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দেবার শক্তি দে মা। আবার আমাদের তার স্বরে বলতে দে—জয় ভারত জননীর জয়।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ, ঔরঙ্গজীবের মন্ত্রণা কক্ষ

রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া। এই কক্ষটা বেশ একটু গুরুগম্ভীর গোছের, এইখানেই ওদের ডাকি। নাচ গানের সুরের মূর্চ্ছনাটা বাইরে বেরুতে পারবে না। যাই ডেকে আনি।

নর্তকীদের ডাকিয়া আনিল

দেখ্ এই কক্ষটা বেশ আঁট সাঁট আছে, এখানে গান গাইলে বাইরে কেউ শুনতে পাবে না। নে এইবার তোরা আরম্ভ কর।

নর্ত্তকীগণ গাহিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

সই, গাইব না আর চুপি চুপি গান
চোখ ইসারায় ভাউ বাতিযে
নষ্ট হবে নাচের মান॥

আজ প্রভাতে সুরের দেশে
নেচে গেয়ে চল্‌ছি ভেসে।
আকাশ পরী ভাল বেসে
কোন নিঠুরে দিল প্রাণ॥

কমল বনের মধু নিযে
ভ্রমর চলে গুণ-গুণিয়ে
বর্ষা সখি বাদল দিয়ে
ভরা গাঙ্গে আনল বাণ।

ঔলম। (নেপথ্যে) এ কক্ষে এত কোলাহল কেন?

রাজিয়া। তোরা যা—যা, বুড়ো দাদু আসছে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

রাজিয়া একবার কেদারায় বসিল আবার দাঁড়াইল

তাইত কি করি– দাঁড়াব না বসে একটু মজা কর্‌ব।

ঔলমগীর আসিল, রাজিয়া বসিয়া বলিল

তুম্‌নে কৌন হু।

ঔলম। নর্ত্তকীরা বেরিয়ে গেল। তাহলে তোরই কাজ?

রাজিয়া। পইলে জবাব দেও, তোম্ কৌন্?

ঔলম। তুই কেন মন্ত্রণা কক্ষে?

রাজিয়া। মেরে বাত্ কি জবাব দেও বুঢ়া?

ঔলম। এ কক্ষে নর্তকী নিয়ে প্রবেশ কর্‌তে কে তোকে হুকুম দিয়েছে?

রাজিয়া। ওমা! কি অরসিক তুমি দাদু—কক্ষে প্রবেশ কর্‌ব, তার আবার অনুমতি নেব কেন?

ঔলম। জানিস না এটা গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ ?

রাজিয়া। তা কেমন করে জানব ? বাংলা দেশে যখন ছিলাম তখন ত বাবার কোন গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ ছিল না।

ঔলম। হুঁ—তা জানি, রাজনীতি শিক্ষা কর্‌তে পাঠিয়েছিলাম তোর বাবাকে, দেখ্‌ছি বঙ্গদেশে গিয়ে সুরা নর্তকী নিয়ে কাটিযে সমস্ত পরিবারবর্গকে পর্যন্ত বিলাসী গড়ে এনেছে।

রাজিয়া। জান দাদু। বাংলা দেশের লোক কি চমৎকার কীর্তন গান করে—শুনবে একখানা ?

ঔলম। (বিরক্ত সহকারে) না, তুই যা এখান থেকে।

রাজিয়া। শোন না দাদু কি মিষ্টি সুর।

ঔলম। না না তুই যা বলছি, রাজিয়া।

রাজিয়া চলিয়া যাইতেছিল

হাঁ শোন ঐ বাংলাদেশের বাজে গানগুলো আর গাইবি না বুঝেছিস, যা—

রাজিয়া। (স্বগতঃ) না গাইব না, দাঁড়াও বুড়ো—রোজ তোমার সামনে কীর্তন গাইব।

[প্রস্থান

ঔলম। বড় ভুল করেছি, আকবরকে বাংলাদেশের পাঠিযে, নিজে ত মস্ত একটা বিলাসী এবং মাতাল হয়েই এসেছে, তার উপর সমস্ত পরিবার-বর্গকে এমনি কুশিক্ষিত করেছে। না—এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, আমি অন্তরে বাইরে খাঁটী মুসলমান, আমার পুত্রকে ধর্ম নিষিদ্ধ কাযে লিপ্ত হতে দেব না, আমি কঠোর শাসন কর্‌ব—আকবরকে।

দিলিরের প্রবেশ

দিলির। বন্দেগী জাঁহাপনা।

ঔলম। এস দিলির। ওদিকের সংবাদ কি ?

দিলির। সংবাদ সত্য জাঁহাপনা, দুর্গাদাস ঝালোর, রহিলাখণ্ড ও পুরমণ্ডল জয় করেছে।

তয়বর আসিয়া অভিবাদন করিল

তয়বর। শুধু তাই নয় জাঁহাপনা। মালব রাজ দয়াল শা সমস্ত মুশ্লিম ফকিরদের বন্দী করে মালব থেকে আমাদের ফৌজদের তাড়িয়ে দিয়েছে—নিজেকে মালবের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছে।

ঔলম। শুনছ—শুনছ দিলির, আরাবল্লীর পর্বত গুহার সন্ধির মর্যাদা হিন্দু রাজারা কি ভাবে রক্ষা করেছে?

দিলির। সে পথ ত আপনি দেখিয়েছেন সম্রাট।

ঔলম। আমি দেখিয়েছি?

দিলির। সন্ধি চুক্তির সর্তলঙ্ঘন করে পুনরায় জিজিয়া করের প্রচলন আপনি কি হিন্দুদের উপর করেন নি? হিন্দু রাজত্বে ফকির পাঠিয়ে ওদের দেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাবার চেষ্টা আপনি করেন নি?

ঔলম। আমি যা করেছি সমস্তই আমার উদার মুশ্লিমধর্মের প্রচার কল্পে। শোন দিলির, আমার জীবনের স্বপ্ন, সারা ভারতের বুকে থাকবে, এই উদার মুশ্লিম জাতি, তাই আমি প্রতি দেশে—প্রতি নগরে নগরে ধর্ম প্রচারক পাঠাই। কিন্তু ওরা যখন ধর্মপ্রচারকদের অপমান করেছে তখন এই অপমান সইব না। মুশ্লিমধর্মের অপমান সহ্য করলে আমি খোদার কাছে অপরাধী হব।

দিলির। গোস্তাকি মাফ করুন জাঁহাপনা। একটা সত্যি কথা না বলে পারছি না।

ঔলম। কি সত্যি কথা?

দিলির। সম্রাট। আপনি যেমন মুশ্লিম ধর্মের ভিত্তি স্থাপনে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তারাও তাদের হিন্দুধর্মের ভিত্তি অটল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যার যা ধর্ম তার কাছে সেইটা শ্রেষ্ঠ। একবার স্থির চিত্তে ভেবে দেখুন দেখি সম্রাট। আমরা আজান দিয়ে যে পরম

পুরুষ খোদাকে আহ্বান করি, হিন্দুদের শাঁখ ঘণ্টা নাদে স্তোত্রপাঠের আহ্বান সুর কি তাঁর পায়ে পৌছায় না? আমরা আল্লা, খোদা, রহিম বলি যাকে, তিনিই কি হিন্দুদের ঈশ্বর, ভগবান, রাম নন?

ঔলম। দিলির খাঁ, মনে রেখ এই অপরাধের জন্যই স্নেহের ভাই দারাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

দিলির। না—না সম্রাট। মহাপ্রাণ দারাকে বধ করেছেন আপনি এই—যাক। গোস্তাকি মাফ হয় জনাব। আপনাদের ঘরোয়া বিবাদের কথা তুলতে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে। এখন বান্দার প্রতি কি হুকুম, জাঁহাপনা?

ঔলম। সৈন্য সাজাও দিলির খাঁ, এই হিন্দু রাজাদের দমনে আমি আজই যাত্রা কর্‌ব।

দিলির। যো হুকুম জনাব।

প্রস্থানোদ্যত

ঔলম। হাঁ শোন। দাক্ষিণাত্য হ'তে মোজামকে সসৈন্যে আস্‌তে এখনই পত্র লিখে দাও, আর সত্তর হাজার ফৌজ আকবরের অধীনে পাঠাও, আমি প্রথমেই যোধপুর আক্রমণ কর্‌ব।

দিলির। যোধপুর!

ঔলম। হাঁ যোধপুর। তয়বর খাঁ।

তয়বর। জনাব!

ঔলম। এই অভিযানে আমি তোমাকেই সৈন্যাপত্যের ভার দিলাম! যাও, আমার পুত্র আকবরের সঙ্গে সত্তর হাজার ফৌজ নিয়ে তুমি যোধপুর আক্রমণ কর, তোমার পশ্চাতে পুত্র মোজামকে আরও ফৌজ দিয়ে পাঠাচ্ছি, এবং দিলির খাঁকে আমি নিজে সসৈন্যে নিয়ে যাব তোমার সাহায্যার্থে।

তয়বর। জো হুকুম জনাব।

ঔরঙ্গ। যদি মাড়বার জয় করতে পার, তোমাকে এক সাম্রাজ্যখণ্ড দেব আর যদি তা না পার মোগলের অন্ধকার কারাগারে হবে তোমার স্থান। যাও—

[প্রস্থান

তয়বর। কি বলেন খাঁ সাহেব, দেখি না একবার নসীবটা পরীক্ষা ক'রে।

দিলির। আমার পাথর চাপা নসীব, তাই খুল্‌ল্ না, দেখ যদি তোমারটা পাতা চাপা হয় তা হলেই খুলে যাবে, কিন্তু একটু সাবধানে কাজ করো, যেন ভুল করে নিজে এগিয়ে যেও না। কারণ রাজপুতরা একটু গোঁয়ার কিনা। সোজা মাথার দিকে লক্ষ্য করেই তলোয়ার চালায়।

তয়বর। আপনি কি আমাকে এতই কাপুরুষ মনে করছেন খাঁ সাহেব?

দিলির। মোটেই না। হেরে গেলেই পেছন ফিরে পালান, এত আমাদের মোগলাই যুদ্ধশাস্ত্রে লেখাই আছে।

তয়বর। আপনি দেখে নেবেন দিলির খাঁ! এ যুদ্ধে আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।

দিলির। এইটুকু সান্ত্বনা মনকে না দিয়েও ত আর উপায় নেই তয়বর। সম্রাট যে এবার উল্টো গাইলেন, পরাজিত হলে একেবারে অন্ধকার কারাগার।

তয়বর। ক্ষুদ্র মাড়বারের বিরুদ্ধে আমরা যে বিরাট অভিযান করছি, তাতে একদিনও দাঁড়াতে পারবে না আমাদের ফৌজের সামনে। এ যুদ্ধে মাড়বারের পতন অনিবার্য।

[প্রস্থান

দিলির। মূর্খ! মহারাজ যশোবন্ত সিংহের রাণী আর দুর্গাদাসের বীরত্বের পরিচয় একবার পেয়েও ভুলে গেছ। খোদা—সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে এ যুদ্ধে মর্মান্তিক পরাজয় দান কর, তাতে যদি এ ধর্ম বিদ্বেষ দূর হয়।

রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া। দাদু দাদু—কৈ দাদু কোথায়?

দিলির। তিনি আমাদের যোধপুর আক্রমণের হুকুম দিয়ে এই মাত্র বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

রাজিয়া। যুদ্ধ! আবার যুদ্ধ! বাবা—বাবা—দাদুর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজ নেই!

দিলির। কি কাজ সাহাজাদী।

রাজিয়া। কেন কবিতা পড়া, গান শোনা।

দিলির। আপনি গান শুনতে ভালবাসেন বুঝি?

রাজিয়া। খুব। জানেন খাঁ সাহেব, বাংলা দেশের লোকগুলো ভারি চমৎকার কীর্তন গায়।

দিলির। আপনি শিখেছেন?

রাজিয়া। শিখ্‌লে কি হবে বলুন, দাদুর বারণ, এ প্রাসাদে ও সব গান গাইতে পাব না। আচ্ছা, বাবাকেও কি এ যুদ্ধে যেতে হবে?

দিলির। হাঁ, তিনিই সত্তর হাজার ফৌজ নিয়ে তয়বর খাঁর সঙ্গে যাবেন যোধপুর আক্রমণ কর্‌তে।

রাজিয়া। এঁ্যা—তা হলে ত আমরাও যাব।

দিলির। আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন?

রাজিয়া। হাঁ, বাবা বলেছেন, আবার যদি যুদ্ধ হয় মাকে আর আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

দিলির। যুদ্ধ দেখে আপনার ভয় কর্‌বে না।

রাজিয়া। কেন ভয় করবে, বেশ মজা হবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কামানের গুরু গম্ভীর শব্দের সঙ্গে সুর মিশিয়ে আমি শিবিরে বসে প্রাণ খুলে কীর্তন গাইব।

[প্রস্থান

দিলির। ঔলমগীর—ঔলমগীর—ধর্মের মুখোস খুলে একবার মানুষের দিকে তাকাও, দেখ্‌তে পাবে সারা দুনিয়া চায় বিদ্বেষ ভাব ভুলে প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হতে। খোদা—খোদা তোমার দুনিয়ায় হিন্দু-মুসলিম ভেদ—নীতির অবসান করে দাও দয়াময়। মানুষ বুঝুক, আমরা একধর্মী মানুষ, আমরা একই দেশের ছেলে মানুষ।

[প্রস্থান

———

পঞ্চম দৃশ্য

যোধপুর রণস্থল

মহামায়া ও দুর্গাদাস

দুর্গাদাস। আপনি আবার রণস্থলে কেন এলেন মা ?

মহামায়া। তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে প্রাসাদে চুপ করে বসে থাকতে পারলাম্ না দুর্গাদাস। এই যুদ্ধে মাড়বারের বালক বৃদ্ধ যুবা, সকলেই এসেছে। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে, এ সময় কি আমার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে !

দুর্গা। মাড়বারের এ জাগরণ ব্যর্থ হবে না মা। আজ যখন দেশের ইতর ভদ্র সকলেই স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে, তখন জয়লক্ষ্মী আমাদেরই গলায় বরমাল্য দান করবে।

মহামায়া। মেবারের রাণা এ যুদ্ধে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখনো সৈন্য পাঠাচ্ছেন না কেন ?

দুর্গা। আমি সেই কথাই চিন্তা করছি, মহারাজা রাজসিংহ কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন ?

মহামায়া। না দুর্গাদাস! মহারাণা রাজসিংহ এত হীনচেতা নন। আচ্ছা মালব থেকে কত সৈন্য এসেছে?

দুর্গা। মালবরাজ দশহাজার সৈন্যসহ একশত কামান পাঠিয়েছেন। রোহিলাখণ্ড হ'তে তিনশত কামান পাওয়া গেছে। সমরোপকরণ প্রায় সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে। মা, এখন মাত্র মেবারের সৈন্য সাহায্য পেলেই হয়।

নেপথ্যে কামান গর্জন, ছুটিয়া অজিত সিংহের প্রবেশ

অজিত। কাকা—কাকা—দূরবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, মুঘল আমাদের রোহিলা শিবির লক্ষ্য ক'রে কামান দাগল।

দুর্গা। আর মেবারের সাহায্যের আশায় চুপ করে বসে থাকা চলবে না কুমার, সৈন্যদের নির্দেশ দাও, গোলন্দাজদের প্রস্তুত হতে বল।

অজিত। আমি এখনি গোলন্দাজদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিচ্ছি। কাকা আপনি রাঠোর সৈন্য শিবিরে সৈন্যদের উৎসাহিত ক'রে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে পশ্চিম দিকে পাঠান, আমি রোহিলা সৈন্য নিয়ে দুশ কামান সহ পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করব।

মহামায়া। তোমরাই প্রথমে আক্রমণ করবে দুর্গাদাস!

দুর্গা। হাঁ মা। দুই পাশ থেকে আমরা ক্রমাগত মুঘলকে চাপ দেব। মধ্যস্থলে সৈন্য রাখব না।

মহামায়া। মধ্যস্থলে সৈন্য রাখ্‌বে না?

দুর্গা। না মা—এ যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে এসেছে তয়বর খাঁ। যুদ্ধনীতির এ কূট চাল সে বুঝতে পারবে না। নিশ্চয় ফৌজদের আদেশ দেবে, মধ্য পথ দিয়ে সোজা যোধপুর তোরণের দিকে অগ্রসর হবার। তখন আমরা দুই দিক থেকে, মুঘল সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

মহামায়া। তা হলে তো একদিক খালি থেকে যাবে দুর্গাদাস, তিন

দিক থেকে সমানে আক্রমণ না চালালে মুঘলকে পরাভূত করা অসম্ভব হবে।

অজিত। চিন্তা কি মা! মাড়বারের বালকবাহিনী নিয়ে মহাবীর সমর দাস মধ্যস্থল রক্ষা করবেন।

দুর্গা। তাই হবে কুমার, আমি দাদাকে বালকবাহিনী দিয়েই ঐ মধ্যপথ রোধ কর্‌তে পাঠাব।

মহামায়া। ওঃ—এ সময় যদি মেবারের সাহায্য পেতাম।

নেপথ্যে পুনঃ কামান গর্জন

দুর্গা। ঐ শুনুন মা! কুমার যাও—যাও, বিলম্ব কর না, মেবারের রাণা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—

ছুটিয়া ভীম সিংহের প্রবেশ

ভীম। না রাঠোর বীর, মেবারের রাণা বিশ্বাসঘাতক নয়।

দুর্গা। মহাবীর ভীমসিংহ!

ভীম। হাঁ বন্ধু। আমি মেবারে বিলম্বে আসায় পিতা ঠিক সময়ে সৈন্য পাঠাতে পারেন নি, সেজন্য আমরা লজ্জিত।

দুর্গা। আমাকে ক্ষমা কর বীর, আমি অকারণ মহারাণাকে বিশ্বাস-ঘাতক বলে—

ভীম। তাতে কোন অপরাধ হয় নি রাঠোর বীর! এতবড় একটা যুদ্ধভার যার স্কন্ধের উপর সে যদি যথা সময়ে সৈন্য সাহায্য না পায়, তার মনের অবস্থা কি হয় তা আমার অজ্ঞাত নেই।

দুর্গা। এই যুদ্ধে সৈনাপত্যের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কর বীর, এই নাও মানচিত্র।

মানচিত্র দান ও ভীমসিংহের গ্রহণ

ভীম। রাঠোর বীর! আজ আপনি আমাকে আশাতিরিক্ত সম্মানে ভূষিত করলেন। আমি প্রাণ দিয়েও এর মর্যাদা রক্ষা করব।

দুর্গা। সে বিশ্বাস আমাদেরও আছে কুমার।

নেপথ্যে পুনঃ কামান গর্জন

অজিত। ঐ, আবার ওদের কামান গর্জন করল।

নেপথ্যে কোলাহল

ঐ রোহিলা শিবিরের সৈন্যগণ কোলাহল করে উঠ্‌ল। কাকা—আর আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, ছুটে চল্লাম, রোহিলা সৈন্য নিয়ে পশ্চিম দিক আক্রমণ করতে। [প্রস্থান

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে হর হর মহাদেও রব

মহামায়া। ঐ—ঐ মাডবার সৈন্যের আর্তকণ্ঠ ধ্বনি—দুর্গাদাস আক্রমণ কর, আক্রমণ কর, মুঘলের দম্ভোক্তির উত্তর দাও কামানের গোলায়।

নেপথ্যে কামান গর্জন

দুর্গা। ঐ—ঐ উঠেছে, মুঘলের কামান ধ্বনি, ওরে স্বাধীনতাকামী তরুণ দল—তোরা এগিয়ে চল—এগিয়ে চল, ঐ কামানের সামনে তোদের মৃতদেহের প্রাচীর গেঁথে ঐ কামানের গোলার গতিরোধ কর। তারপর যারা বেঁচে থাকবে—দলে দলে ছুটে গিয়ে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নে সমস্ত সমরোপকরণ। মাড়বারের সমরক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের মৃতদেহের পাহাড় রচনা করে দে। রক্তের টিকা পরে আবার মাড়বারের বুকে উড়িয়ে দে আমাদের স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী। [প্রস্থান

ভীম। শুধু মাডবারের স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য নয় ভাই সব। আমাদের লক্ষ্য অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা, আমাদের এই মাড়বার যুদ্ধে মুঘলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাদের বিদায় যাত্রার দিন আগত প্রায়।

[প্রস্থান

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) হর হর মহাদেও।

ছুটিয়া তয়বরের প্রবেশ

তয়বর। তাই ত, একি হল সমস্ত ফৌজ নিয়ে মধ্য পথে প্রবেশ ক'রে

ত বড় ভুল হয়ে গেছে, পূর্ব পশ্চিম দুই দিক থেকে যে ওরা ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে, তাই ত কি করি এখন ?

নেপথ্যে কামান গর্জন ও হর হর মহাদেও রব

ঐ—ঐ ওরা আমার ফৌজের উপর বেপরোয়া কামান চালাচ্ছে, তাই ত এ সময় সাহাজাদা আকবরই বা গেলেন কোথা ?

নেপথ্যে আল্লা—হো—রব, ছুটিয়া গুমা খাঁর প্রবেশ

গুমা। উধার ত এক দম বিলকুল ফৌজ মরগায়া—হুজুর, আভি কাঁহা চলুঙ্গা ?

তয়বর। তাই ত গুমা খাঁ, সাহাজাদা কোথায় বলতে পারিস ?

গুমা। সাহাজাদা কিধার চলা গিয়া, আভি ত ম্যায় মেরে শিরকি লিয়ে আপকা পাশ আয়া হুঁ।

তয়বর। কেঁও, তুমরা শির কা হুয়া ?

গুমা। হুয়া নেহি হুজুর, আভি হো যায়েঙ্গা ?

পুনঃ কামান গর্জন

ইয়া আল্লা। ম্যায় অভি হিন্দু লোককো তাম্বু পর যাতে হুঁ। হুজুর আপনা জান তো বাঁচাইয়ে। [ছুটিয়া প্রস্থান

তয়বর। কমবক্ত, না আর বিলম্ব করা চলেনা, মনে হয় সাহাজাদা পালিয়েছে অথবা বন্দী হয়েছে।

সশস্ত্র দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। এই যে মুঘলের বর্তমান সেনাপতি ! বল বীর, যুদ্ধ করবে, না স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করবে ?

তয়বর। দুর্গাদাস, আমি সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছিলাম ; তার অর্দ্ধেক তোমাদের কামানের গোলায় নিঃশেষ হয়েছে। যা অর্দ্ধেক আছে তাই নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে মাড়বারের আশ্রয় নেব।

দুর্গা। তোমার সঙ্গে সাহাজাদা আকবর এসেছেন, তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন কেন ?

তয়বর। এ যুদ্ধে সাহাজাদা আকবরের সম্মতি ছিল না! কেবল সম্রাট জোর করে তাকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মাড়বার তাকে আশ্রয় দিলে, তিনি এই মুহূর্তেই সন্ধি করবেন।

দুর্গা। এ সন্ধির প্রতিভূ চাই !

তয়বর। সন্ধির প্রতিভূ স্বরূপ সাহাজাদা আকবরের স্ত্রী ও কন্যা যোধপুর প্রাসাদে থাকবে।

দুর্গা। স্ত্রী ও কন্যা যোধপুর প্রাসাদে রাখতে আকবর সম্মত হবে কেন ?

তয়বর। স্ত্রী ও কন্যা যোধপুরে আশ্রয় পেলে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সরাব ও নর্তকী নিয়ে মেতে থাক্‌তে পারেন।

দুর্গা। উত্তম, আমি সন্ধি করতে সম্মত আছি।

তয়বর। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে হবে। আমাদের পিছনে সম্রাট আর দিলির খাঁ এবং কুমার মোজাম আসছে ফৌজ নিয়ে, আমার ফৌজরা তোমাদের ফৌজদের সঙ্গে মিলে সম্রাটের ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে দিল্লী জয় করে সিংহাসনটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে !

দুর্গা। ওঃ তাই বল ! উত্তম, আমি এতে রাজি।

তয়বর। তুমি এস দুর্গাদাস ! আমি আমার ফৌজদের নিরস্ত হ'তে আদেশ জানাই গে।　　[প্রস্থান

দুর্গা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। এই যুদ্ধ নীতি। ঔলমগীর, এ যুদ্ধে জয় আমার করায়ত্ব।

নেপথ্যে আল্লা—হো—রব

ঐ—ঐ ঔলমগীরের অশ্বারোহী সৈন্যদল ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করলে। ঐ—ঐ ভীমসিংহ সিংহ বিক্রমে ব্যূহমধ্যে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত

করছে। ঐ একা অজস্র মুঘল সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলে, ধন্য ধন্য শিশোদীয় বীর, তোমার বীরত্ব দুর্গাদাসের বুকে আঁকা থাকবে।

নেপথ্যে কামান গর্জন

হাঃ—হাঃ—হাঃ কামানের গোলায় বিচ্ছিন্ন হল মুঘলের অশ্বারোহী সৈন্য শ্রেণী। ঔলমগীর, ঔলমগীর, এইবার তুমি মাথা সামলাও। [প্রস্থান

যুদ্ধরত ভীমসিংহ ও দিলির খাঁ, পরাজিত হইয়া দিলির খাঁর পলায়ন।

যুদ্ধরত অরুণ সিংহ ও মুঘল ফৌজ ; পরাজিত হইয়া মুঘল ফৌজের পলায়ন। ছুটিয়া ঔলমগীরের প্রবেশ

ঔলম। একি ! তয়বরের সমস্ত ফৌজ ফিরে দাঁড়িয়েছে, আমাদের বিপক্ষে, তবে কি তয়বর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ?

দিলিরের প্রবেশ

দিলির। হাঁ জাঁহাপনা। তয়বর সমস্ত ফৌজ নিয়ে রাজপুতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ঔলম। আর—আকবর !

দিলির। সংবাদ পেলাম সাহাজাদা সপরিবারে যোধপুরের দিকে রওনা হল।

ঔলম। ওঃ ! এ কথাটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি দিলির।

দিলির। যে কথা স্বপ্নে ভাবা যায় না, মাঝে মাঝে তা বাস্তবে পরিণত হয় সম্রাট।

সহসা কামান গর্জন। নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল

ঔলম। ওঃ দেখ দেখ দিলির, কিভাবে অশ্বারোহী ফৌজগুলো নষ্ট হচ্ছে

দিলির। সম্রাট ! আর জয়লাভের আশা নেই, এইবার পশ্চাৎ-পসরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ঔলম। এবারেও পরাজয় নিয়ে ফিরে যাব দিলির ?

দিলির। না ফিরলে একসঙ্গে সকলকেই এই যোধপুরে মাটী নিতে হবে জাঁহাপনা।

নেপথ্যে—হর হর মহাদেও রব

চলুন, চলুন সম্রাট, এখনো পালাবার পথ মুক্ত আছে, এর পর বন্দী হ'তে হবে।

ঔলম। ওঃ! খোদা, খোদা, তুমি এই নফরকে মর্মান্তিক পরাজয় দিলে কি পাপে প্রভু? চল দিলির! আজ যোধপুর রণক্ষেত্র হ'তে শুধু মর্মান্তিক পরাজয় নিয়ে ফিরছি না, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেলাম মুঘলের ভাবী অধীশ্বর প্রাণাধিক পুত্র আকবরকে। [প্রস্থান

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। ধন্য ধন্য মহাবীর ভীমসিংহ! আজ তোমারই চেষ্টায় যোধপুরের জয় করায়ত্ব প্রায়।

অজিতের প্রবেশ

অজিত। যোধপুর-জয়লাভ নিশ্চিত জেনে, দেখো মা সম্রাট ফৌজ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করছে।

মহামায়া। না না, পালাতে দিও না—পালাতে দিও না—মুঘল সম্রাটকে সসৈন্যে যোধপুরের মাটীতে কবর দাও।

দুর্গাদাসের প্রবেশ

দুর্গা। যাক যেতে দিন মা! অনর্থক হত্যাকাণ্ডে লাভ নেই। আমি মুঘল সম্রাটের হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে নিয়েছি।

মহামায়া। সে কি দুর্গাদাস?

দুর্গা। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর আকবর সসৈন্যে আমাদের সঙ্গে সন্ধি আর প্রতিভূ স্বরূপ তার স্ত্রী ও কন্যা যোধপুর প্রাসাদে থাকবে।

মহামায়া। দুর্গাদাস! তুমি শুধু বীরত্বে অদ্বিতীয় নও—রাজনীতিতেও অদ্বিতীয়।

নেপথ্যে—হর হর মহাদেও

অজিত। ঐ দেখুন কাকা, মুঘল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

আহত অরুণ পতাকা লইয়া তরবারি ভর দিয়া আসিল, মুখমণ্ডল রুধিরাপ্লুত

অরুণ। তার নিদর্শন স্বরূপ আমি মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা ছিনিয়ে এনেছি বীর। (পতাকা দান)

মহামায়া। কে তুমি—কে তুমি—তোমার মুখমণ্ডল রুধিরাপ্লুত। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না।

অরুণ। আমি সেই মেবারী।

দুর্গা। চিনেছি বীর। তুমি যোধপুরের জন্য মহামূল্য প্রাণ দিলে?

কমলবাঈ আসিল

কমল। পরের জন্য সর্বদাই ও প্রাণটা তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় বীর।

অরুণ। কে কমল, এসেছ প্রিয়তমে?

কমল। আমার জীবনের আশা ভরসা চিরদিনের জন্য যাচ্ছে, এ সময় আমি আসব না?

অরুণ। আর সময় নেই কমল। চল—চল—সহধর্মিণী—আমার দ্রুতগামী অশ্বে আমাকে আমার জন্মভূমি মেবারে নিয়ে চল, আমার শেষ নিশ্বাস সেইখানেই মিশে যাবে অখণ্ড আকাশে।

কমল। চল স্বামী! [অরুণকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

মহামায়া। দুর্গাদাস! এত বড় স্বার্থত্যাগিনী এই নারী যে পতির শেষ যাওয়ার দিনে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে না!

দুর্গা। ওর পতি যে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য সহিদ হ'ল মা। এই মহান ত্যাগ স্বীকার ত ঐ রমণীর। মেবারী রমণীরা যে পুত্রকে হাসিমুখে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয় তা কি জান না?

আহত ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম। ঠিক বলেছ রাঠোর বীর, মেবারী রমণীরা পুত্রকে হাসিমুখে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়।

সকলে। এ কি—

ভীম। বল—বল—বীর মহারাণা রাজসিংহ বিশ্বাসঘাতক নয়।

মহামায়া। প্রাণ দিয়ে ত মেবারী তার প্রমাণ করে দিলে বীর!

ভীম। রাঠোর সর্দার আমি চল্লাম।

দুর্গা। বিজয়ী বীর! তুমি আজ আমাকেও কাঁদিয়ে দিলে! চোখের উপর পিতামাতার মৃত্যু দেখেছি,নিজের স্ত্রীকে বারুদের স্তূপে বসিয়ে আগুন দিয়েছি, এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরেনি চক্ষে,বুকটা একটুও কাঁপেনি,কিন্তু আজ তোমার জন্যে চক্ষের জমাট অশ্রুরাশি বন্যার স্রোতের মত ছুটে আসছে।

অজিত। একি কাকা আপনি কাঁদছেন?

দুর্গা। শুধু আমি নয় অজিত। মহাপ্রাণ ভীমসিংহের মৃত্যু সংবাদে রাজস্থানের বুকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাবে। হিন্দু জাতির হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠবে।

ভীম। রাঠোর বীর আমি নির্বাসিত মেবার হতে, তাই জীবিতাবস্থায় যেতে চাই না মেবারে, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহটা পাঠিয়ে দিও, জন্মভূমি মেবারে।

দুর্গা। চলুন কুমার আপাততঃ যোধপুর প্রাসাদে, রক্তমোক্ষণে আপনি দুর্বল!

ভীমসিংহ ঢলিয়া পড়িল

ভারতের নবীন দধীচি! তোমার এ দান ইতিহাস সগৌরবে বুকে ধরে রাখবে, তার পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, ভবিষ্যতের ভারতীয়েরা অশ্রুসজল নয়নে তা পাঠ করবে।

ভীমসিংহকে অজিত ও দুর্গাদাস ধরিয়া তুলিল

ভীম। মেবার জননী দূর থেকে প্র-ণা-ম নে মা, ভারত মাতা যেন জন্ম-জন্ম আমি আ-বা-র, আ-মি তোরই বু-কে প্র-ণা-ম—

দুর্গা। ভারত জননী-ভারত জননী-বলি গো মা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মহান বলি। [ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোধপুর প্রাসাদ

রাজিয়া কীর্তন গাহিতেছিল

রাজিয়া। গীত

সখি, পোহাইল রাতি নিভিল প্রেমের বাতি
সখা নাহি কুঞ্জে এল।
আশা পথ চাহি চাহি নয়ন ঠিকারী গেল
তবু নাহি নুপুর বাজিল॥
রাখালিয়া প্রেমে মজি
কুলমান নাহি খুঁজি
তাই অমৃতে গরল বুঝি ভেল॥

অজিত সিংহ আসিল

অজিত। এই যে রাজিয়া। আমি তোমাকে প্রাসাদের চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রাজিয়া যেন শুনিতে পাইল না, আপন মনে গাহিতে লাগিল

রাজিয়া। পূর্ব গীতাংশ

সখী কেমনে ফিরিব ঘরে
সবে কলঙ্কিনী কবে মোরে
কালা কি কলঙ্ক মোর নিল।

অজিত। আঃ—শোন না ছাই!

রাজিয়া। কি অরসিক তুমি কুমার? এমন রাধিকার খেদোক্তি-কীর্তনখানা জমিয়ে তুলেছি। এই সময়ে এসে ভাবটা ভেঙ্গে দিলে।

অজিত। আমি বলে শুধু ডেকেই ভাবটা ভেঙ্গে দিলাম, তোমার ঠাকুর-দা শুন্‌লে, লাঠি মেরে মাথাই ভেঙ্গে দিত।

রাজিয়া। সেই জন্যই ত বুড়'র কাছে যেতে চাই না।

অজিত। আচ্ছা রাজিয়া, এখানে থাকতে তোমার মন খারাপ হ'চ্ছে না ত?

রাজিয়া। বারে, মন খারাপ হবে কেন? বেশ ত আরামে খাচ্ছি দাচ্ছি আর কীর্তন গাইছি।

অজিত। তোমার মা, তোমার বাবার কথা ভেবে রোগে পড়ে শয্যা নিলেন, সেই শয্যাই তার কাল শয্যা হল!

রাজিয়া। (অশ্রুসজল চক্ষে) মার কথা মনে হ'লে চোখ ফেটে জল আসে বটে, কিন্তু কুমার তোমার মার স্নেহ সে শোক ভুলিয়ে দেয়।

অজিত। আচ্ছা রাজিয়া, মা যদি তোমাকে তোমার ঠাকুরদার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে—

রাজিয়া। বারে! তোমার মা আমাকে ঠাকুরদার কাছে পাঠাবেন কেন?

অজিত। ধর—যদি দুর্গাকাকা এসেই তোমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেয়, তখন কি হবে?

রাজিয়। না-না—আমি দিল্লী যাব না, কিছুতেই না।

অজিত। কেন যাবে না রাজিয়া? আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে তোমার মন কেমন করবে?

রাজিয়া। হাঁ কুমার! তোমাদের এই প্রাসাদে যেন মায়া ছড়ান আছে, একে ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না।

অজিত। দিল্লীতে আছেন তোমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, আমরা ত অনাত্মীয়—আমাদের ছেড়ে তাদের কাছে যেতে তোমার মন চাইছে না?

রাজিয়া। অনাত্মীয় হলেও যেন মনে হয়, তোমরাই আমার কত আপনার।

অজিত। (হাত ধরিয়া) রাজিয়া।

রাজিয়া। (তদবস্থায়) কুমার!

অজিত। তবে কি আমার অনুমান সত্য?

রাজিয়া। কি কুমার?

অজিত। আমি যেমন তোমাকে ভাল বেসেছি, কোন অসতর্ক মুহূর্তে তুমিও কি আমাকে সেই রকম ভাল বেসেছ?

রাজিয়া। ভালবাসা কাকে বলে জানি না, তবে তুমি কাছে এলে জগৎটা আমার চক্ষে রঙ্গীন হ'য়ে ওঠে, কণ্ঠে জেগে ওঠে সুরের মূর্ছণা।

অজিত। রাজিয়া, প্রিয়তমে—

রাজিয়া গাহিল

রাজিয়া। **গীত**

আমার সুরের দেশে—
মূর্ছনা নিয়ে এস গো।
আমার মনের মাঝে
সুন্দর দেখা দিলে গো।
ধরার বনানী রঙিন আজি—
প্রিয়তম এল অপরূপ সাজি।
হৃদয় আমার তোমারেই খুঁজি—
বরণ মালাটী দিল গো।

অজিত। রাজিয়া, আমি জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব না। তুমিই আমার জীবন সঙ্গিনী।

রাজিয়া। (অজিতের বুকে মাথা রাখিয়া) কুমার—

অজিত। আমি সমাজের রক্ত চক্ষু দেখে পিছিয়ে যাব না রাজিয়া!

মানুষের গড়া সমাজ ভেঙ্গে দিয়ে আবার আমরা গড়ব নূতন সমাজ, এ সমাজে থাকবে না—জাতি বিচার—ধর্ম্মদ্বন্দ্ব, উচ্চ নীচ ভেদা-ভেদ, এ হবে মানুষের সমাজ।

কাশেম। (নেপথ্যে) ওরে অজিত দাদু কোথা রে ?

অজিত। বোধ হয় কাশেম আসছে। (রাজিয়াকে ছাড়িয়া দিল)

কাশেম আসিল

কাশেম। এই যে মাণিক জোড় দুটীতে ঠিক মিশেছে, মাকে এত করে বলি, কেন বাপু ও আপদ ঘরে রাখা।

অজিত। কি হয়েছে কাশেম দা ?

কাশেম। কি হবে আর মাথা মুণ্ডু, দেখ দেখি কি বল্‌তে এসে ভুলে গেলুম।

অজিত। আজকাল তোর এত ভুল হচ্ছে কেন বল দেখি কাশেম দা ?

কাশেম। তোদের ব্যাপার স্যাপার দেখে। বলি ও সম্রাট নাতনী ! সোমত্ত মেয়ে তুমি, তোমার কি, তোমার কি একটুও লাজ লজ্জা নেই ?

অজিত। কেন-কেন, ও কি দোষ করেছে কাশেম দা।

কাশেম। থাম-থাম—তুই আর ন্যাকা সাজিস্ নি। আমি কিছু বুঝি না—বুঝি ? হ্যাঁ না, ও ছুঁড়ি তুই মোছলমানের মেয়ে, একটু পরদানশিন থাকবি নি ? খালি জোয়ান ছাওলটার সঙ্গে মিশবি ?

অজিত। থাম্—থাম কাশেম দা, বাজে কথা বলিস নে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কাশেম। আমার মাথা ঠিক২ আছে, খারাপ হয়েছে তোর ঐ বাদশার নাতনীর চাঁদ মুখ দেখে।

মহামায়া আসিলেন

মহামায়া। কাশেম, কখন তোকে বলেছি, অজিতকে ডেকে দিতে।

কাশেম। ঐ দেখ, ভুলে গিয়েছিলাম, হাঁ—হাঁ, মা তোকে ডেকেছিল। জান মা অজিতের কাণ্ড কারখানা দেখে, রাগে সব—

অজিত। তুই থাম্ কাশেম দা। কেন—মা কি জন্য ডেকেছিলে ?

মহামায়া। শোন অজিত, আমার কাজ শেষ হয়েছে, যোধপুরের লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, তোর রাজ্যাভিষেক শেষ হয়েছে, এইবার আমায় যেতে হবে বাবা !

অজিত। সে কি মা ! তুমি কোথায় যাবে ?

মহামায়া। তোমার পিতা যেখানে গেছেন, জীবনের পরপারে।

অজিত। না মা ! আমাকে একা ফেলে তুমি যেতে পাবে না।

মহামায়া। একা কিরে পাগল ! মেবারের বর্তমান রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে সামন্তগণ তোর বিবাহের স্থির করেছেন, তুই সংসারী হবি।

অজিত। না মা, তোমাকে ছেড়ে আমি সংসারী হ'তে চাই না !

মহামায়া। ছিঃ, বাবা ! আমাকে বাধা দিও না, রাজপুত রমণীদের যে বৈধব্য জীবন বহন করা মহাপাপ। চিন্তা কি ? মহাবীর সমর দাস রইল,—দাক্ষিণাত্যে দুর্গাদাস আছে, যখনই সংবাদ দেবে তখনই তাদের সাহায্য পাবে।

অজিত। সামন্তগণ ত তাঁকে দেশ ছাড়া করল মা।

মহামায়া। সম্রাট পুত্র আকবর সন্ধি চুক্তি লঙ্ঘন ক'রে তার পিতার কাছে গিয়েছিল বলেই ত সামন্তগণ আকবরকে আশ্রয় দিতে চায় নি, কিন্তু সত্যবদ্ধ দুর্গাদাস আশ্রিত ত্যাগ করতে পারল না, মাত্র পাঁচ শ সৈন্য নিয়ে আকবরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে শিবাজির পুত্র শম্ভুজির কাছে আশ্রয় নিলে।

অজিত। সামন্তরা ভুল বুঝল বলে, তুমিও ভুল করলে মা !

মহামায়া। না রে পাগল ! আমি ঠিকই বুঝেছিলুম কিন্তু সামন্তবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করব কেমন করে বাবা ? সব সময় সামন্তবর্গের মন্ত্রণা নিয়ে

রাজকার্য পরিচালনা করবে। আর রাজিয়াকে যদি ওর ঠাকুরদা চায় দিল্লী পাঠিয়ে দেবে।

রাজিয়া। মা! তুমি কোথা চলেছ?

মহামায়া। আমি মরতে চলেছি মা!

রাজিয়া। মরতে! না-না—সে হবে না, আমি তোমাকে মরতে দেব না।

মহামায়া। ছিঃ মা! আমাকে বাধা দিস মা। হিন্দু রমণীদের স্বামীর সঙ্গেই সহমৃতা হ'তে হয়, আমি ত কর্তব্যবোধে এতদিন বৈধব্য জীবন বহন ক'রে মহাপাপ করেছি।

রাজিয়া। হিন্দু রমণীদের স্বামীর সঙ্গে মরতে হয়? কি কঠোর ব্রত!

কাশেম। হাঁ গো বাছা? হিন্দুর ঘরের বৌ হওয়া সোজা কথা নয়!

মহামায়া। অজিত এবার আমি যাই বাবা! চিতা প্রস্তুত।

অজিত। না—মা—না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কিছুতেই না। (কাঁদিয়া ফেলিল)

মহামায়া। যাবার সময় আমার যাত্রাপথ অশ্রুসিক্ত করিস নে বাবা? কাশেম যতদিন বাঁচবে ততদিন—

কাশেম। আমি ওর মা বাবা দুই। মা, কি বলব, তুমি দেবতা রাজার কাছে যাচ্ছ, বাধা দিয়ে মহাপাপে ডুবেবো কেন?

মহামায়া। তবে যাই কাশেম।

কাশেম। দাঁড়াও মা?

অজিতকে ধরিয়া মহামায়ার পদপ্রান্তে পড়িয়া

পায়ে ধূলা নিয়ে মাথায় দে দাদু। আর ত ঐ পা দুখানা দেখতে পাবি না।

কাঁদিয়া ফেলিল

মহামায়া। ছি কাশেম, তুমি এত দুর্বল!

কাশেম। না—মা এই যে আমি হাসছি। চল দাদু চল।

অজিত। না—কাশেম! তুই ছাড়—তুই ছাড়, আমি মাকে ছেড়ে দেব না।

মহামায়া। নিয়ে যা কাশেম, ওকে, দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যা।

কাশেম অজিতকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল

অজিত। আমি মাকে যেতে দেব না—যেতে দেব না—

মহামায়া ছুটিয়া গিয়া অজিতের কপালে চুম্বন করিল,
কাশেম টানিয়া লইয়া গেল, মহামায়া চাহিয়া রহিল

রাজিয়া। মা মা আমার মাথাটা তোমার পায়ে না ছুঁইয়ে স্থির থাক্‌তে পারলুম না।

প্রণাম

মহামায়া। ও কি করিস্ রাজিয়া!

রাজিয়া। তুমি যে আসমানের দেবী।

মহামায়া। তবে যাই রাজিয়া।

রাজিয়া। যাও মা (কাঁদিয়া ফেলিল) তোমার পুণ্যকাজে বাধা দেব না। গর্ভধারিণী মাকে হারিয়ে মায়ের অভাব অনুভব করিনি, কিন্তু তোমাকে হারাতে হবে জেনে বুকের মধ্যে যে কি ঝড় বইছে, তা একমাত্র আমিই জানি। মা (অশ্রু সম্বরণ করিয়া) না-না তোমার যাবার পথ অশ্রুসিক্ত কর্‌ব না। তুমি এস মা—আবার এস এই হিন্দুস্থানের বুকে এমনি মমতাময়ী মাতৃমূর্তি নিয়ে। এ জন্মে মা বলে সাধ মিটল না, পরজন্মে যেন তোমারই গর্ভে জন্ম নিয়ে, তোমাকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাক্‌তে পারি। তুমি এস মা—আবার এস—

[রাজিয়া চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাক্ষিণাত্যে মুঘল শিবির

নর্তকীগণ নৃত্যগীতে রত ছিল

নর্তকীগণ। গীত

উজান টানে মনটা ছোটে
সামাল দিতে নারি।
মাঝ দরিয়ায় বইছে তুফান
টল্‌ছে দেহ তরি॥
ঘূর্ণি পাকের জল বাঁচিয়ে
বাইছে তরি জোয়ান নেয়ে
ঝাপটা হাওয়ায় ছিঁড়ে দিলে
উড়্‌ল পালের দড়ি॥

গুলনেযার সুরা পান করিতে লাগিল, নৃত্যগীতান্তে মুক্তাহার তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে তাহারা কুড়াইযা লইয়া চলিযা গেল

গুল। ওঃ। কি তীব্র প্রবৃত্তির তাড়না। এই বিশ বৎসরে যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'চ্ছে। দুর্গাদাস। দুর্গাদাস। যদি জানতে কেন এই বিরাট বাহিনী টেনে এনেছি এই কর্কশ দাক্ষিণাত্যে, তাহলে—না-না—একথা দুর্গাদাসের উপস্থিতিতে বল্‌তে হবে, সে জানবে কি গভীর ভালবাসা আমার। (সুরা পান) ওঃ—মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে, বৃদ্ধ ঔলমগীরের সোহাগ ভরা সম্বোধন যেন কানে বিষ ঢেলে দেয়, স্পর্শে যেন সর্বাঙ্গে দাহ এনে দেয়, তবু—তবু ঐ পিশাচের কবলে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। দুর্গাদাস, যদি তুমি আমার হও, তোমাকে আমি ভারত সম্রাটের আসনে বসাব। ঐ বৃদ্ধ ঔলমগীরকে মুহূর্তে আমি হত্যা করতে পারি। (সুরাপান)

না আর পারি না, ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাব। (বাহিরে চাহিয়া) বাইরে কি মধুর বাতাস বইছে—যাই ঐ বাইরের মুক্ত হাওয়ায় একটু বসি। বান্দা মেরে কুরসি—

[চলিযা গেল

ঔলমগীরের প্রবেশ

ঔলম। কাশ্মিরী বেগম—কাশ্মিরী বেগম, কৈ কোথায় কাশ্মিরী বেগম। দুর্গাদাস ধরা পড়েছে—দুর্গাদাস ধরা পড়েছে—কাশ্মিরী বেগমের একটা প্রার্থনা এত দিনে পূর্ণ করতে পেরেছি। এ শুভ সংবাদ (দিলির আসিল , এই যে এস দিলির। তোমার কার্যে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি দিলির খাঁ।

দিলির। সম্রাটকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই ত আমরা বেতন পাই সম্রাট।

ঔলম। না-না দিলির। তোমার মত কর্তব্যপরায়ণ সত্যবাদী নির্লোভী কর্মচারী মুঘল সাম্রাজ্যে একটিও নেই। বল বীর, আকবর আর দুর্গাদাসকে কি করে বন্দী করলে ?

দিলির। সাহাজাদা আকবরকে আমরা বন্দী কর্‌তে পারিনি জনাব! তবে দুর্গাদাসকে বন্দী করে এনেছি।

ঔলম। আকবরকে বন্দী করতে পারনি !

দিলির। না জনাব, সাহাজাদা আকবর পলায়ন করেছেন।

ঔলম। পালাল কেমন করে ?

দিলির। সম্রাট ! দুর্গাদাস তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে।

ঔলম। দুর্গাদাস !

দিলির। হাঁ সম্রাট ! সেই ধার্মিক যোদ্ধা নিজে বন্দী হল, তবু সাহাজাদাকে বন্দী কর্‌তে দিলে না।

ঔলম। আকবর অনায়াসে পলায়ন কর্‌লে, কেন মুঘল ফৌজরা কি তখন নিদ্রিত ছিল দিলির ?

দিলির। না সম্রাট! মুঘল ফৌজরা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

ঔলম। তবে?

দিলির। তবে শুনুন সম্রাট! আপনার উৎকোচে বশীভূত কাবলেশ খাঁ তার প্রভু শম্ভুজীকে এক নারী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দুর্গাদাসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়।

ঔলম। কি রকম?

দিলির। শিবাজীর পুত্র বিলাসী, চরিত্রহীন, মাতাল, কাবলেশ খাঁ নিত্য তার বিলাস গৃহে একটী করে যুবতী কন্যা সংগ্রহ করে এনে দেয়। কাল রাত্রে এক যুবতীকে জোর করে ধরে আনে, সেই যুবতী সতীত্ব রক্ষার চেষ্টায় বিলাস গৃহ হ'তে পলায়ন ক'রে দুর্গাদাসের আশ্রয় নেয়, শম্ভূজী মাতাল হয়ে দুর্গাদাসকে বলে সেই যুবতীকে পরিত্যাগ করতে। কিন্তু দুর্গাদাস রমণীকে পরিত্যাগ করা দূরের কথা নারী উৎপীড়ক বোধে তিরস্কার করে। সেই সুযোগের আশ্রয়ে কাবলেশ খাঁ শম্ভুজীকে যুক্তি দেয়, আকবর সহ দুর্গাদাসকে আমাদের হাতে সমর্পণ করতে।

ঔলম। বেশ ত, শম্ভুজী বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে তবে আকবর পালাল কি করে?

দিলির। তারপর শুনুন সম্রাট! আমরা যখন সাহাজাদা আকবরকে বন্দী করতে যাই, তখন দেখলাম মহাবীর দুর্গাদাস তরবারী হাতে আকবরের কক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে—সাহাজাদা কক্ষে নেই।

ঔলম। ওরা যে আকবরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করবে একথা দুর্গাদাস আগে থেকে জান্‌লে কি করে?

দিলির। সম্রাট। দুর্গাদাস শুধু সত্যবাদী ধর্মপরায়ণ যোদ্ধা নয়, চতুরতায়ও অদ্বিতীয়। যে মুহূর্তে শম্ভুজীর সঙ্গে ওর বিবাদ হয়েছে, সেই মুহূর্তেই সন্দেহ করেছে, শম্ভুজী আমাদের হাতে ওদের সমর্পণ করবে।

তাই সত্য-বদ্ধ ধার্মিক যোদ্ধা আশ্রিত রক্ষা মহাধর্ম পালনে নিজের পাঁচ-শ রাঠোর বাহিনী দিয়ে সাহাজাদা আকবরকে দুর্গের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে বার করে দিয়েছে।'

ঔলম। হুঁ, আর তোমার ধর্মপরায়ণ যোদ্ধা বিনা যুদ্ধে বন্দী হল ?

দিলির। তাঁকে বন্দী করার মধ্যেও ত আমার একটা চাল ছিল জনাব।

ঔলম। কি চাল ?

দিলির। তার স্বধর্মী মারাঠা সৈন্য নিয়ে যখন আমি আর কাবলেশ হাজির হলাম, তখন অস্ত্রত্যাগ করে ধার্মিক যোদ্ধা বল্লে, দিলির খাঁ, আমি সধর্মী হিন্দু সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না। যখন আমার আশ্রয়দাতা ধর্মত্যাগী হয়েছে, তখন আমাকে তুমি বন্দী কর।

ঔলম। বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। অতগুলো ফৌজের বিরুদ্ধে তরবারি ধরলে মৃত্যু নিশ্চয়ই হোত।

দিলির। সম্রাট! আজও রাজপুত জাতটাকে চিনতে পারলেন না মৃত্যুটা ওদের কাছে ছেলে খেলা; যেদিন আড়াইশ সৈন্য নিয়ে দশ হাজার মুঘল ফৌজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, সে দিনও ত মৃত্যু নিশ্চিত ভেবেই অস্ত্র ধরেছিল জনাব

ঔলম। যাক্ আপাততঃ দুর্গাদাসকে কোথায় রাখা হয়েছে ?

দিলির। বন্দী শিবিরে।

গুলনেয়ার প্রবেশ করিল

গুল। না—না দুর্গাদাসকে বন্দী শিবিরে রাখা চলবে না।

ঔলম। এই যে কাশ্মিরী বেগম। শুনেছ বোধ হয়, সেনাপতি দিলির খাঁ দুর্গাদাসকে বন্দী করে এনেছে।

গুল। সে জন্য দিলির খাঁকে একটা রাজ্য পুরস্কার দেব সম্রাট!

দিলির। ক্ষমা করবেন বেগম সাহেবা। নিরস্ত্র বীরকে বিনা যুদ্ধে বন্দী করে যে পাপ করেছি,তার পুরস্কার নিয়ে আর পাপের মাত্রাটী বাড়াব না। আপনারা যে বেতন দেন, তাই পেযেই বান্দা সন্তুষ্ট আছে।

গুল। যাক্। দুর্গাদাসকে এইখানে নিযে এস দিলির খাঁ, আমি এই মুহূর্তে তাকে দেখতে চাই।

দিলির। যো হুকুম বেগম সাহেবা।

[দিলির অভিবাদনান্তে চলিযা গেল

ঔলম। দুর্গাদাসকে আবার এখানে আনতে হুকুম করলে কেন প্রিয়তমে।

গুল। কোন দিন ত আমার কোন কাজের কৈফিযৎ আপনাকে দিই নি সম্রাট।

ঔলম। না—না—তবে—

গুল। এর মধ্যে আর তবে নেই সম্রাট। গুলনেযা'র যা করে তার মধ্যে ইতস্ততঃ কিছু রাখে না।

ঔলম। বল কাশ্মিরী বেগম, তুমি এইবার সন্তুষ্ট হযেছ ?

গুল। এত সন্তুষ্ট গুলনেযার সাদীর দিনও হযনি সম্রাট। এত দিনে আপনি ভালবাসার পূর্ণ পরিচয দিযেছেন।

সুরাপাত্র হাতে করিল

ঔলম। এ কি বেগম। তুমি সুরা পান করবে ?

গুল। হাঁ, তোমার ভালবাসার মর্যাদা দান করতে এক পাত্র পান করব।

ঔলম। না—না প্রিযতমে, তুমি সুরা ত্যাগ কর।

গুল। হাঃ—হাঃ—হাঃ গুলনেযার বেগম যে মুঘল হারেমে দ্বিতীয় নুরজাহান। (সুরা পান) এইবার শোন দুর্গাদাসকে আমি কি শাস্তি দেব জান ?

ঔলম। জানবার প্রযোজন ত নেই। দুর্গাদাস তোমার আকাঙ্ক্ষিত

যোধপুর মহিষী আর তার পুত্রকে আনতে দেয়নি, তুমি তাকে ইচ্ছামত সাজা দিও।

গুল। সাজা দেব? সাজা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

সুরাপান

ঔলম। কাশ্মিরী বেগম তুমি অত্যধিক সুরাপান করেছ, যাও বিশ্রাম করগে, কাল দুর্গাদাসের বিচার ক'র।

[ঔলমগীর চলিয়া গেল

গুল। বেচারা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ সরাব দেখলেই ক্ষেপে যায়।

বন্দী দুর্গাদাসকে লইয়া কাবলেশ খাঁ আসিল

এই যে এস দুর্গাদাস। (কাবলেশকে দেখিয়া) তুমি কে'ন?

কাবলেশ। বান্দা।

গুল। ওঃ নূতন ভর্তি বুঝি? তুই বন্দী এনেছিস?

দুর্গা। শুধু বন্দী আনেনি, এই যজ্ঞের ওই হোতা।

গুল। ওঃ তাই নাকি। নে ইনাম।

অলঙ্কার দিল, কাবলেশ গ্রহণ করিয়া সেলাম করিল

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা বেকুব।

[কাবলেশ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

দুর্গাদাস আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

শৃঙ্খল মোচন

দুর্গা। এতখানি অনুগ্রহ করার কারণ কি বেগম সাহেবা?

গুল। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

দুর্গা। (সাশ্চর্যে) বেগম সাহেবা।

গুল। বড় আশ্চর্যের কথা না? গুলনেয়ার যা করে তা স্বপ্ন বলেই মনে হয়, যা বলে তাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা রাখে না।

দুর্গা। এ কথার অর্থ বুঝতে পারছি না বেগম সাহেবা?

গুল। অর্থ ঐ আকাশের সূর্যের মত সরল, আমি তোমাকে ভালবাসি দুর্গাদাস। আজ থেকে নয়, বিশ বছর আগে থেকে।

দুর্গা। বিশ বছর।

গুল। হাঁ দুর্গাদাস। যেদিন দিল্লী হ'তে ফেরার পথে পার্বত্য উপত্যকায় তুমি দস্যুর হাত থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা করেছিলে। সেই দিন তুমি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিযেছিলে প্রিয়তম। আমি সেই দিন থেকে জ্বলছি। এই বিশ বচর সহ্য করেছি তোমার বিরহ। দুর্গাদাস—দুর্গাদাস— তুমি আমার হও। আমি তোমাকে যথাসর্বস্ব দান করব

দুর্গা। আপনি বড় ভুল করেছেন বেগম সাহেবা। জানা উচৎ ছিল, আপনার দুর্গাদাস নারীর ক্রীতদাস নয়।

গুল। আমি তোমাকে ক্রীতদাস করে রাখব না দুর্গাদাস আমিই তোমার ক্রীতদাসী হযে থাকব। তোমাকে দিল্লার সিংহাসনে বসাব।

দুর্গা। স্বর্গের সিংহাসন দিলেও দুর্গাদাস পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ করবে না।

গুল। ভেবে দেখ দুর্গাদাস। সম্রাট ঔলমগীর ভিখারীর মত আমার প্রেম যাচ্ঞা করে, আর সেই আমি তোমার প্রেমের দ্বারে ভিখারিণী।

দুর্গা। সম্রাট ঔলমগীর আপনার প্রেম যাচ্ঞা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারেন, কিন্তু দুর্গাদাস, আপনাকে কুক্কুরীর ন্যায় ঘৃণা করে।

গুল। কি বল্লে দুর্গাদাস! তুমি আমাকে কুক্কুরীর ন্যায় ঘৃণা কর? যার জন্য এতবড বাহিনা টেনে এনেছি দাক্ষিণাত্যে, যার জন্য লক্ষাধিক মুঘল ফৌজ প্রাণ দিযেছে, যাকে ধরবার জন্য আজ বিশ বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করছি, সেই দুর্গাদাস আমাকে ঘৃণা করে।

দুর্গা। যে সমস্ত রমণী পর-পুরুষকে ভজনা করতে চায, হিন্দু শাস্ত্রে তাদের বলে গণিকা, সেই গণিকাভুক্ত রমণীকে কে আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ বে বেগম সাহেবা?

গুল। কি গণিকা! মনে রেখ দুর্গাদাস, এই গণিকার পদতলে বসে প্রাণ ভিক্ষা করতে হবে।

দুর্গা। প্রাণের ভয় যে রাজপুত করে না, তার প্রমাণ ত একাধিকবার পেয়েছেন।

গুল। এই শেষবার বল্‌ছি দুর্গাদাস। বল কি চাও? ভারতের সিংহাসন সহ বেগম গুলনেয়ারের প্রেম অথবা মৃত্যু।

দুর্গা। পরস্ত্রীকে রাজপুত জাতি চিরদিন মায়ের মর্যাদা দিয়ে এসেছে, সুতরাং আপনি আমার মা।

গুল। তবে—

দুর্গা। আমি মৃত্যুই বেছে নিলাম মা! তুমি নিজ হস্তে আমাকে মৃত্যু দাও।

গুল। তবে শুনে যাও দুর্গাদাস, আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাকে ভাল বেসেছিলাম, এ ভালবাসা অসীম সাগরের মত উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছিল তোমার দিকে, কিন্তু যখন পাষাণ প্রাচীর গেথে তুমি বাধা দিলে, তখন সে স্রোতে মৃত্যুর মত করাল হয়ে উচ্ছ্বসিত হবে তোমাকে গ্রাস করতে। প্রেম যখন চরিতার্থ হল না তখন প্রতিহিংসাই একমাত্র সঙ্গিনী। ধর দুর্গাদাস—বুক পেতে ধর—প্রতিহিংসাময়ী নারীর দংশন।

ছুরিকা দিয়া দুর্গাদাসের বক্ষ বিদ্ধ করিতে উদ্যত, পিস্তল তুলিয়া দিলিরের প্রবেশ

দিলির। সাবধান প্রতিহিংসাময়ী।

দুর্গা। দিলির খাঁ!

দিলির। হাঁ বীর! তোমার মহামূল্য জীবন আমি এ ভাবে নষ্ট হ'তে দেব না।

গুল। দিলির খাঁ! মনে রেখ, আমি ভারত সম্রাজ্ঞী আর তুমি—

দিলির। মানুষ। কামুকিনী নারী! নিজেকে ভারত সম্রাজ্ঞী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না? তোমার অগ্নিময়ী রূপের রোসনাই দেখে,

ঔরঙ্গজেবের মত কামুকের চোখ ঝলসে যেতে পারে ; কিন্তু আত্মজয়ী পুরুষ-সিংহ দুর্গাদাসকে কোন স্পর্ধায় ঐ রূপের প্রলোভন দেখাতে চাও ? কি বলব সম্রাট ঔরঙ্গজীব মোহ মুগ্ধ, নইলে এই অপরাধের জন্য তোমার মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল্লী প্রদক্ষিণ করাতাম।

গুল। দিলির খাঁ এর সাজা আজই পাবে।

দিলির। দিলির খাঁ মানুষের কর্তব্য সাধনে ভয় পায় না। মহাবীর দুর্গাদাস ? যান আপনি মুক্ত। আমি পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য দিচ্ছি, তারা আপনাকে দ্রুতগামী অশ্বে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে আসবে।

দুর্গা। মহাবীর দিলির খাঁ ! আপনার মত ধার্মিক কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান যদি হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তাহ'লে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী চিরঅটুট হবে। আসি খাঁ সাহেব। আদাব।

দিলির। আদাব।

[দুর্গাদাস চলিয়া গেল

বেগম সাহেবা। মনে রাখবেন বেতনভূক কর্মচারি হলেও আমি মানুষ, আসি তবে। আদাব।

[প্রস্থান

গুল। এ কি, আজ সামান্য গোলাম আমায় চোখ রাঙিয়ে গেল ! তবে কি সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার বেগমের মৃত্যু হয়েছে ? না—না—আমি বেঁচে আছি। আমার কার্যে যে বাধা দেবে তাকেই মৃত্যু নিতে হবে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দাক্ষিণাত্য

মুঘল শিবিরের সম্মুখস্থ প্রান্তর

মুসলমান ফকির গাহিতেছিল

মুসলমান ফকির। **গীত**

মুসাফিব সামলে চল রে সুমুখ পানে
কণ্টকময় পথ
পাশে তোর ভব নদীর অকুল পাথার
গতি করনা শ্লথ ॥
পারের কড়ি জমা দিবি
তবে, নায়ে চড়ার হুকুম পাবি।
একমনে খোদায় ডাকবি
তবে উত্তরবি তরঙ্গ পথ।

ঔরঙ্গজীব গানের মধ্যে আসিয়া গান শুনিতেছিল গান শেষে ফকির চলিয়া যাইতেছিল

ঔরঙ। শুনে যান হজরৎ।

ফকির। হুকুম করুন সম্রাট।

ঔরঙ। না—না, এখন আমি সম্রাট নই, খোদার নফর, গাজি ঔরঙ্গজীব। (কণ্ঠহার খুলিয়া) ধরুন হজরৎ।

ফকির। না সম্রাট! আমি ফকির। ও মহামূল্য মক্তাহার আমার জন্য নয়।

[প্রস্থান

ঔরঙ। উদার এই ফকির সাহেব। ওর গান শুনলে মনে হয় আমি আর সম্রাট ঔরঙ্গজীব নই। এই পাপ দুনিয়ায় বুঝি ঐটুকু পুণ্যের আলোক

এখনো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। দীন দুনিয়ার মালিক তোমার ডাক আমি শুনতে পেযেছি, তোমার কাছে টেনে নেবার জন্য বুঝি এমনি করে আঘাতের পর আঘাত দিচ্ছ?

পিস্তল হস্তে তয়বর আসিল

তযবর। সেই খোদার নফর এসেছে, তোমাকে জাহান্নমের পথে পাঠিযে দিতে।

ঔলম। তযবর তুমি -

তয়বর। হাঁ আমি। ঔলমগীর খোদার নাম লও।

মস্তক লক্ষ্য করিযা পিস্তল তুলিল, পশ্চাৎ হইতে দিলিব আসিযা পিস্তল কাড়িযা লইল

দিলির। তার আগে তুমি খোদার নাম লও।

পিস্তল তুলিল, তয়বর পালাইবার চেষ্টা করিল

হুঁসিয়ার—পালাবার চেষ্টা কব্‌লে পিস্তলের গুলিতে মাথার খুলি উডে যাবে।

দাঁড়াইল

ঔলম। বিশ্বাসঘাতক বেইমান। আমি জীবন্ত তোর গাযের চামড' খুলে নেব। কৈ হ্যায।

কাবলেশ খাঁর প্রবেশ

এই যে কাবলেশ খা। বন্দী কর এই শযতানকে। (বন্দী করিল) তুমি সফলকাম হয়েচ কাবলেশ?

কাবলেশ। হাঁ জাঁহাপনা। শিবাজির পুত্র শম্ভুজীকে মাতাল অবস্থায় দুর্গের বাইরে এনে কৌশলে বন্দী করে এনেছি।

ঔলম। বহুত আচ্ছা। আশাতিরিক্ত ইনাম দেব তোমাকে। আপাততঃ শম্ভুজী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে দিয়েছি, সেই রকম কাজ হবে। এখন এই বস্তুটাকে নিয়ে গিয়ে ঘাতককে বল্‌বে জীবন্ত এর গায়ের চামডা খুলে নিতে।

দিলির। সম্রাট—

ঔলম। না দিলির বাধা দিও না।

তয়বর। জাঁহাপনা!

ঔলম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—যাও কাবলেশ নিয়ে যাও, এর সাজা স্থির হয়ে গেছে।

তয়বর। পিশাচ শয়তান, আমাকে যেমন পৈশাচিক সাজা দিচ্ছিস, এর চেয়েও পৈশাচিক সাজা খোদা তোকে দেবে। আমি কুমার আকবরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, তারই সাজা নিতে চলেছি মৃত্যুবরণ করতে। কিন্তু তুই সারা দুনিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস তার শাস্তিতে তোকে এমন শোচনীয় মৃত্যু নিতে হবে যা দেখে দুনিয়ার লোক আর তোর মত শয়তানি করতে সাহস পাবে না।

ঔলম। হো—হো—হো—হো. লে যাও—কাবলেশ লে যাও বেইমানকো—

[কাবলেশ তয়বরকে টানিয়া লইয়া গেল

দিলির। সম্রাট।

ঔলম। দিলির। তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ।

দিলির। আপনাদের জীবন রক্ষা করবার জন্যই ত আমরা তঙ্কা নিই সম্রাট।

ঔলম। না—না দিলির, আমার কথা তুলে আমাকে লজ্জা দিও না, সত্যই তোমার কাছে আমি অশেষ প্রকারে ঋণী।

দিলির। মসনদে বসার পর আপনি ত অনেক ঋণ পরিশোধ করলেন সম্রাট। তবে আমারটা আর বাকি রাখছেন কেন?

ঔলম। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য বীর।

দিলির। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ঋণও ত অপরিশোধ্য ছিল সম্রাট। কিন্তু তাও আপনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করেছেন। তাকে—মাফ্ করবেন জাঁহাপনা, অনধিকার চর্চা করতে যাচ্ছিলাম।

ঔলম। দিলির তুমি স্পষ্টবাদী, চরিত্রবান, এইজন্য আমি তোমাকে এত ভালবাসি। বল বীর, মেবারের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে ত?

দিলির। হাঁ সম্রাট। মেবারের রাণা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, তবে প্রতিভু স্বরূপ আমার দুই পুত্রকে মেবারে রাখতে হয়েছে।

ঔলম। এবারে সন্ধির মর্যাদা আমি রক্ষা করব দিলির খাঁ।

দিলির। বহুবারই ত সম্রাট এই আশ্বাস দিয়ে আসছেন।

ঔলম। না দিলির খাঁ! আর আমি রাজপুতের সঙ্গে বিরোধ রাখব না। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমারই পাপে আমার প্রাণাধিক পুত্র আকবরকে হারিয়েছি।

দিলির। সাহাজাদা আকবর দিল্লীর মসনদের চেয়েও মূল্যবান সামগ্রীর অধিকারী হ'ল জাঁহাপনা।

ঔলম। কিসে বুঝলে?

দিলির। সংবাদ পেয়েছি, পালিয়ে তিনি পারস্যে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে দুর্গাদাসের দেওয়া পাঁচ-শ রাঠোর সৈন্য পুনরায় মাড়বারে পাঠিয়ে দিয়ে, সাহাজাদা ফকির হয়ে মক্কায় চলে গেছেন।

ঔলম। অভিমানী পুত্র আমার মুক্তি পথের সন্ধানে চলে গেছে। আর আমি আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেও বেচে আছি। ওঃ দিলির, কাশ্মিরী বেগম এমন আঘাত দেবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

দিলির। মানুষ যা ভাবে খোদা তা হতে দেয় না সম্রাট! আবার মানুষ যা ভাবতে পারে না, তা স্বতঃসিদ্ধই সংসারের বুকে ঘটে যায়।

ঔলম। তাই সম্ভব। নইলে গুলনেয়ার বেগম আমি যাকে একান্ত বিশ্বাস করতাম, যাকে অকাতরে ঢেলে দিয়েছিলাম অন্তরের প্রেমরাশী, যার জন্য এত বড় মুঘলবাহিনী টেনে এনেছি দাক্ষিণাত্যে, যাকে সন্তুষ্ট করতে— যাক আর ভাবতে পারি না।

দিলির। আপনি চেষ্টা করলেও কি এ ভাবনা আপনাকে ছাড়বে জাঁহাপনা।

ঔলম। শোন দিলির খাঁ। সে শয়তানীকে আমি ক্ষমা কবব না— তাকে চরম শাস্তি দেব।

দিলির। না সম্রাট। তাকে অনুতাপ করবার অবকাশ দিন। যে পাপ সে করেছে খোদাই তাকে তার শাস্তি দেবেন।

ঔলম। এত বড আঘাত দিয়েও সে ঔলমগীরের কাছে শাস্তি পাবে না।

দিলির। আর কেন সম্রাট। শাস্তি ত অনেক দিলেন। এইবার আমার অনুরোধ আপনার নীতির পরিবর্তন করুন। মানুষকে ক্ষমা করতে শিখুন।

ঔলম। তাই হবে দিলির। তোমার অনুরোধে কাশ্মিরী বেগমকে ক্ষমাই করলাম।

দিলির। এইবার দিল্লী ফিরে চলুন সম্রাট।

ঔলম। হাঁ, আজই ফিরে যাব। সংবাদ পেয়েছি, এরই মধ্যে মসনদের দাবী নিয়ে আজিম ও মৌজামে বিরোধ হয়েছে। কামবক্স নাকি অত্যাচারী মাতাল হয়ে দাড়িয়েছে।

দিলির। এ আর নূতন সংবাদ কি জাঁহাপনা। এ যে হবে এ ত জানা কথা।

ঔলম। জানা কথা!

দিলির। নিশ্চয়। আপনাদের বংশ পরম্পরায় এ মারামারি কাটাকাটী ত হয়েই আসছে। মসনদের জন্য আপনি ত কম রক্তপাত করেন নি।

ঔলম। আমি উদার মুস্লিম ধর্ম —

দিলির। শান্ত হন সম্রাট। আর শেষ সময় ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি গোঁড়া মুসলমান একথা অস্বীকার কব্‌ব না। কিন্তু

মসনদের লোভেই যে নিরীহ ভাইদের হত্যা করেছিলেন, একথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

ঔলম। দিলির খাঁ। এত দিনে আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল কোনখানটায়।

দিলির। তা যদি পেরে থাকেন সম্রাট তবে আসুন, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমরা নবীন উদ্যমে কাজে নামি। মন থেকে হিন্দু-মুস্লিম ভেদ মুছে ফেলে ভারতের বুকে এক বিরাট শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি আসুন! হিন্দু মুস্লিম সৃষ্ট ধর্মের সমন্বয়ে ভারতের বুকে স্থাপিত হোক এক বিরাট জাতি, সে জাতির একমাত্র পরিচয় হবে তারা—ভারতীয়।

ঔলম। তা যদি পারতাম্—তা যদি পারতাম্—না-না—বড় অথর্ব্ব হ'য়ে পড়েছি দিলির।

কাবলেশ আসিয়া কুর্ণিশ করিল

কি সংবাদ কাবলেশ ?

কাবলেশ। অপরাধীকে ঘাতকের হাতে দিয়েছি জাঁহাপনা। কিন্তু শম্ভুজীকে কিছুতেই মত করাতে পাচ্ছি না।

ঔলম। কাজি তাকে সব বুঝিয়েছিল ?

কাবলেশ। হাঁ সম্রাট। কাজি সাহেব তাকে বোঝাতে গিয়ে লাথি খেয়েছে। আর পবিত্র কোরাণ শরিফেও শম্ভুজী লাথি মেরেছে।

ঔলম। কি ধর্মের অপমান। যাও কাবলেশ, তুমি নিজ হাতে তার মাথাটা কেটে নিয়ে এস।

কাবলেশ। যো হুকুম।

[প্রস্থান

দিলির। কি করলেন সম্রাট! জোর করে মুস্লিম ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইছেন, তাতে সে রাজি নয় বলে, প্রাণদণ্ড দিলেন ?

ঔলম। সে জন্য নয় দিলির! শম্ভুজী পবিত্র কোরাণ শরিফে লাথি

মেরে মুস্লিম ধর্মের অপমান করেছে, সেই পাপের জন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

দিলির। ভুল করলেন সম্রাট! চোখ রাঙিয়ে কি কখন ধর্ম প্রচার করা যায়! না—জোর করে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে, সে ধর্মের ভিত্ত কি কায়েম হয়?

শম্ভুজীর ছিন্ন শির লইয়া ক্যবলেশ খাঁর প্রবেশ

কাবলেশ। সম্রাট। এই নিন্ মহাপাপী শম্ভুজীর ছিন্ন শির।

দিলির। উদার দারার রক্তে সিক্ত ভারত সিংহাসনে বসে ঔরংজীবের সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল, আর আজ বুঝি সরল শম্ভুজীর রক্তে সেই সাম্রাজ্যের অবসান হল।

কাবলেশ। আমার ইনাম জাঁহাপনা। আমি আপনার চিরশত্রু শম্ভুজীকে শেষ করেছি—আমার ইমাম।

অভিবাদন করিল

ঔরংজীব। ও—হাঁ—হাঁ তোমার ইনাম। দিলির খাঁ। এই প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে ইনাম দেবে—

দিলির। কি ইনাম জাঁহাপনা?

ঔরংজীব। মাটীতে অর্ধ প্রোথিত করে একে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, আর সেই ক্ষত মুখে লবণ ছিটিয়ে দেবে।

কাবলেশ। জাঁহাপনা—

ঔরংজীব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ কাবলেশ খাঁ! বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে আমরা কাজ হাসিল করাই বটে, কিন্তু ইনাম দিই তাকে এই রকম—

কাবলেশ। না—না—জাঁহাপনা, আমাকে লাথি মারুন—জুতি মারুন, কিন্তু প্রাণ ভিক্ষা দিন।

দিলির। প্রাণ ভিক্ষা! বিশ্বাসঘাতক! তোকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে দুনিয়া বিষিয়ে উঠ্‌বে। আয় শয়তান, গ্রহণ কর ইনাম—

[দিলির কাবলেশকে টানিয়া লইয়া গেল

ঔলম। খোদা—খোদা আমি তোমারই দ্বারে ফকিরী কর্‌ছি, এই কাফের তোমার অপমান করেছিল, সেই অপরাধে ওকে প্রাণদণ্ড দিলাম, এ আমার বিচার নয় প্রভু, তোমারই বিধান।

উন্মাদিনীবৎ গুলনেয়ার আসিল

গুল। এই যে খোদার কাছে নিজের জন্য ওকালতি কর্‌ছ, কিন্তু, এখানে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

ঔলম। একি—কাশ্মিরী বেগম। এক রাত্রের মধ্যে এত পরিবর্তন?

গুল। পরিবর্তন! হাঃ—হাঃ—হাঃ বাইরের পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? কিন্তু অন্তরের পরিবর্তন যদি দেখ্‌তে—

ঔলম। অন্তরের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে তাহলে তুমি পাপ মুক্ত হবে বেগম।

গুল। পাপ মুক্ত হব আমি। হাঃ—হাঃ—হাঃ এইবার হাসালে ঔলমগীর। তোমার তুলনায় আমি কতটুকু পাপ করেছি? তুমি একথা বলবার পূর্ব মুহূর্তেও নিরীহের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করে মহাপাপ করেছ। শোন ঔলমগীর! আমার অপরাধের বিচার আমি নিজে করে ফেলেছি এইবার তোমার বিচার কর্‌ব।

ঔলম। আমার বিচার কর্‌বে।

গুল। হাঁ প্রবঞ্চক। এক সঙ্গে জীবন যাত্রা সুরু করে এসেছি, আজ কি ভিন্ন পথে যেতে পারি? আমি আমার মহাপাপের দণ্ড নিয়েছি, আর তুমি বুঝি সাধুতার মুখোস পরে বেঁচে থাক্‌বে? না—না, তা হবে না, তা হবে না, আমার অপরাধের দণ্ড নিয়েছি বিষ খেয়ে—এখন তোমার অপরাধের দণ্ড দিচ্ছি।

পিস্তল বাহির করিয়া মস্তক লক্ষ্য করিল

ঔলম। কা—শ্মি—রী বে—গ—ম।

কাঁপিতে লাগিলেন

গুল। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বৃদ্ধ বয়সেও মৃত্যুকে এত ভয়? তবে যাও ভীরু! বেঁচে থেকে তিলে তিলে দগ্ধে মর্‌গে (পিস্তল ফেলিয়া) ওঃ আর পার্‌ছি না—পা টল্‌ছে—আর সময় নেই আমি চল্লাম—ঔলমগীর তুমি বড় অ-ভা-গা—

ঔলম। যাবার সময় শুনে যাও কাশ্মিরী বেগম, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।

গুল। ক্ষমা! তোমার দেওয়া ক্ষমা নিয়ে গুলনেয়ার ধন্য হ'তে চায় না। সে ঐ সূর্য্যের মত জ্বলে উঠেছিল, আবার ঐ অস্তগামী রবির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত গেল। আমি যাই—আমি যাই—আমার শিবিরের—সে-খা--নে ফুল—শয্যা পা—তা আ—ছে।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

ঔলম। খোদা—খোদা, তুমি অভাগিনীকে শাস্তি দাও।

দিলির আসিল

দিলির। এই দেখুন সম্রাট! দিল্লী হতে পত্র এসেছে, আজিম আর মোজামে তুমুল যুদ্ধ বেঁধেছে, কুমার কামবক্স মোগল হারেমের মধ্যে পৈশাচিক লীলা আরম্ভ করেছে।

পত্র দান

ঔলম। ও পত্র আর দেখ্‌তে চাই না দিলির। তুমি আমার মক্কা যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

দিলির। রাজ্যে এই বিশৃঙ্খলা—এ সময়ে—

ঔলম। চুলোয় যাক রাজ্য! আর আমি ভাব্‌তে পারি না দিলির! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কাশ্মিরী বেগম এসেছিল, সে বিষ খেয়েছে।

দিলির। বিষ খেয়েছে।

ঔলম। হাঁ! দেখ্‌গে যাও, এতক্ষণ সে ওপারে চলে গেছে।

দিলির। বেগম সাহেবা কোথায় জাঁহাপনা?

ঔলম। তার নিজের শিবিরে শয়ন শয্যায় শুয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

দিলির। খোদা বেগম সাহেবাকে শান্তি দিলেন।

ঔলম। আমিও আর এ অশান্তিময় জীবন বহন ক'রে দিল্লী ফিরে যেতে চাই না দিলির। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি আজই সেই মহাতীর্থ মক্কার পথে রওনা হব।

দিলির। সত্য কি আপনি মক্কা যাবেন?

ঔলম। সত্য দিলির? তুমি আমার সহকর্মী—বন্ধু—জীবনদাতা—চল বন্ধু আমার সঙ্গে সেই তীর্থে।

দিলির। চলুন জাঁহাপনা! আপনার মক্কা যাবার সুবন্দোবস্ত করে 'দ' গে। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

ঔলম। সেই তীর্থধামে তুমি যেতে চাও না?

দিলির। মক্কার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তীর্থ মনে করি আমি—আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। এই পবিত্র তীর্থভূমি পরিত্যাগ ক'রে আমি বেহেস্তে গিয়েও সুখী হতে পারব না সম্রাট!

ঔলম। দিলির তুমি না মুসলমান?

দিলির। আমি মুসলমানও নই—হিন্দুও নই—খৃষ্টানও নই সম্রাট! আমি মানুষ—আমি ভারতবাসী—কোটী কোটী ভারতীয়দের দরদী ভাই।

ঔলম। তবে তাই হ'ক দিলির! পার যদি আমার সোনার ভারতকে সংস্কার মুক্ত ক'রে একই জাতির পতাকা মূলে সমবেত করিয়ে এক অখণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর। মা—মা ভারতজননী, এ জন্মের সাধনা ব্যর্থ হ'ল। পরজন্মে যেন তোরই বুকে জন্মগ্রহণ ক'রে আমার সাধনাকে সফল করতে পারি। এস দিলির!

[উভয়ের প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

যোধপুর রাজপ্রাসাদ

কাশেম ও দুর্গাদাস

দুর্গা। তারপর ?

কাশেম। তারপর রাজা শ্যামসিংহ, তোর সরল ভাই সমরদাসকে কতকগুলো বামুন দিয়ে লুকিয়ে বধ করালে।

দুর্গা। ওঃ এত অধঃপতন আজ হিন্দু জাতির। দাদা—দাদা, তোমার অবাধ্য হয়ে ঔলমগীরের পুত্রকে আশ্রয় দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলাম। সেই অভিমানেই কি চিরদিনের মত আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে ?

কাশেম। স্থির হ—স্থির হ, দুর্গা মহারাজ। তোর অভাবেই আজ এত ওলট পালট হয়ে গেল।

দুর্গা। ঠিক বলেছিস্ কাশেম। আমি উপস্থিত থাকলে বিকানীরের রাজা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে আমার জ্যেষ্ঠকে গুপ্ত হত্যা করাতে পারত না ! শোন কাশেম, আমি এই নিষ্ঠুরতার সাজা দেব শ্যামসিংহকে—সম্রাট ঔলমগীরকে—

কাশেম। তাকে আর কি সাজা দিবি দুর্গারাজা, সেই ত তোদের সাজা দেবার ব্যবস্থা করেছে।

দুর্গা। কি রকম ?

কাশেম। যোধপুর রাজত্বটা ত বিনে যুদ্ধেই মোগলের হাতে যাবে।

দুর্গা। এ কথার অর্থ ?

কাশেম। তোর আমার বড় আদরের অজিত রাজা হয়ে যা ইচ্ছে তাই কাণ্ড করছে।

দুর্গা। সেকি ! অজিত সিংহ সিংহাসনারোহণ ক'রে অত্যাচারী হয়েছে নাকি ?

কাশেম। অত্যাচার বলে অত্যাচার। মা মহারাণী যাবার সময় ছোঁড়াটাকে আমার হাতে দিয়ে গেল, হতভাগাটা আমার কথাও মান্‌তে চায় না।

দুর্গা। কেন, কেন, কি অত্যাচার কর্‌ছে সে?

কাশেম। কি আবার করবে? তুই ভাল মানষি করে আলমগীর বাদশার বেটা-বৌ-নাতনীকে আশ্রয় দিয়েছিলি, বৌটাতো মরে গেল, নাতনীটা রইল এখানে, এখন দেখছি, অজিত সেই মোছলমানী ছুঁড়িটার সঙ্গে বেশ ভিড়ে পড়েছে।

দুর্গা। সে কি?

কাশেম। এখন দস্তর মত ভাব ভালবাসা হয়েছে, দু'জনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না।

দুর্গা। অজিতের স্ত্রী কোথায়?

কাশেম। বৌরাণীকে ত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুর্গা। হুঁ! কাশেম, তুই কাল বৌরাণীকে নিয়ে আস্‌বি। আমি সাহাজাদীকে আজই তার পিতামহ ঔলমগীরের কাছে নিয়ে যাব।

কাশেম। তাই নিয়ে যা রাজা! আমি বেঁচে থাক্‌তে যে কত্তা রাজার বেটা ঐ রকমটা কর্‌বে, তা ভাবতে পারিনি।

নেপথ্যে রাজিয়ার কণ্ঠসঙ্গীত শোনা গেল

ঐ ছুঁড়ি আসছে, সরে আড়ালে চল, সব দেখতে পাবি।

[দুর্গাদাসকে টানিয়া লইয়া গেল

গীতকণ্ঠে রাজিয়া আসিল

রাজিয়া। গীত

চঞ্চল মন ফাগুনে ধরিতে চায়
প্রিয়র পরশ বহে পবনে।
হাসির আকাশে জোছনা ছড়ান
মন পুড়ে শীতল আগুনে

কাছে কাছে আছে চাঁদ
তবু গনি পরমাদ
বাহুর মালিকা কারে
পরাবো গো আনমনে।

দুর্গাদাস আসিল

দুর্গা। রাজিয়া।

রাজিয়া। কে (দুর্গাদাসকে দেখিয়া) ওঃ আপনি কবে এলেন ?

দুর্গা। আজ। রাজিয়া! তোমাকে একটা প্রশ্ন করব ?

রাজিয়া। বলুন ?

দুর্গা। তুমি কার আশ্রিতা, আমার না মহারাজ অজিত সিংহের ?

রাজিয়া। এ প্রশ্নের কারণ ?

দুর্গা। কারণ পরে শুনবে, এখন উত্তর দাও।

রাজিয়া। আপনি আমার আশ্রয়দাতা।

দুর্গা। আশা করি, আমার নির্দেশ মত তুমি চল্‌বে।

রাজিয়া। নিশ্চয় চল্‌ব।

দুর্গা। উত্তম তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, আজই তোমাকে তোমার পিতামহের নিকট নিয়ে যাব।

রাজিয়া। তাঁর কাছে কেন ?

দুর্গা। প্রশ্ন ক'র না।

রাজিয়া। আপনি আশ্রয় দিয়ে পুনরায় আশ্রিতকে ত্যাগ করবেন ?

দুর্গা। ত্যাগ করতে তুমিই বাধ্য করাচ্ছ।

রাজিয়া। আমি ?

দুর্গা। হাঁ! আশ্রয়দাতার মর্যাদা ত তুমি রাখতে পারলে না, সাহাজাদি।

রাজিয়া। আমি আপনার কি অমর্যাদা করেছি ?

কাশেম আসিল

কাশেম। আবার সে কথা জিজ্ঞেস করছিস্ বাছা? বলি বাদসার নাত্নি! তুমি আমার অজিতের সঙ্গে—

দুর্গা। কাশেম, অবান্তর আলোচনা করিস নে। যাও সাহাজাদী, যাত্রার আয়োজন কর গে।

কাশেম। আয়োজনটা আবার কি কর্‌বে? একি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছিস নাকি? যে ধুমধাম করে আয়োজন কর্‌তে হবে।

দুর্গা। আঃ—কাশেম যা তুই। আমাকে একবার অজিতের কাছে যেতে হবে।

কাশেম। কেন—তার হুকুম নিয়ে সব কাজ কর্‌বি নাকি? দেখ দুর্গারাজা, অত বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগে না। তুই সাহাজাদীকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবি, তার জন্য অজিতের হুকুম নিতে হবে! যা—যা এখনি ছুঁড়িকে নিয়ে যা. সে ছোড়াকে যা বলতে হয় আমি বলব এখন। ওগো বাদসার নাত্নি। যাও বাপু, তুমি মানে মানে বিদেয় হও।

[চলিয়া গেল

দুর্গা। কাশেমের কথায় রাগ কর্‌না সাহাজাদি, ও পাগল।

রাজিয়া। না—না আমি রাগ করি নি।

মাথা নীচু করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিল, দুর্গাদাস তাহা লক্ষ্য করিল

দুর্গা। যাও সাহাজাদী প্রস্তুত হও গে।

[রাজিয়া চলিয়া গেল

এই ত বর্তমান হিন্দু রাজাদের অবস্থা। মহারাজা অজয় সিংহ মুঘলের সঙ্গে পুনরায় হীনতামূলক সন্ধিবদ্ধ—হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজারাই হীনবল—আমার স্নেহের মাড়বারপতি আজ চরিত্রবল হারাতে বসেছে।

অজিত ছুটিয়া আসিল

অজিত। রাজিয়া—রাজিয়া (দুর্গাদাসকে দেখিয়া) একি আপনি?

দুর্গা। হাঁ মহারাজ, এইমাত্র এলাম।

অজিত। সামন্ত রাজাদের পত্র পেয়েছিলেন?

দুর্গা। হাঁ, শোন রাজা আমি রাজিয়াকে নিয়ে এখনি দাক্ষিণাত্যের পথে রওনা হব।

অজিত। (সহসা মুখ কাল হইয়া গেল) কেন—কেন?

দুর্গা। রাজিয়াকে ঔলমগীরের নিকট ফিরিয়ে দিলে, আর কয়েকটী জনপদ লাভ হবে।

অজিত। আশ্রিত বালিকাকে ফিরিয়ে দেবেন, সামান্য কয়েক জনপদের আশায়?

দুর্গা। হাঁ! ভেবে দেখলাম, এতে রাজ্যের কল্যাণ হবে।

অজিত। না—না, তা হতে পারে না। রাজিয়াকে ঔলমগীরের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া অনুচিত!

দুর্গা। রাজা! উচিত অনুচিত বোধ তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী আছে। আমি ভাল বিবেচনা করেই রাজিয়াকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

অজিত। আপনি যা ভাল বিবেচনা করেছেন, আমি বিবেচনা করছি, সেইটাই মন্দ। সুতরাং রাজিয়াকে আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

দুর্গা। মহারাজ! রাজিয়া সম্বন্ধে তুমি কোন ভাল মন্দ বিচার করতে পাবে না, কারণ ও আমারই আশ্রিত—তোমার নয়।

অজিত। তা জানি সেনাপতি। সেই জন্যই সম্রাট ঔলমগীরের নিকট উৎকোচ নিয়ে নিরীহ বালিকাকে নির্যাতনের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

দুর্গা। (সাশ্চর্যে) মহারাজ অজিত সিংহ! আমি উৎকোচলোভী—বা চমৎকার আখ্যা আমার, যার কল্যাণ কামনায় জীবন তুচ্ছ ক'রে

বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ করে এসেছি—যার জীবনরক্ষার্থে মাত্র আড়াইশ সৈন্য নিযে দশ হাজার মুঘল ফৌজের সঙ্গে জীবনকে তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করেছিলাম—যার সাম্রাজ্যকে মুঘলের শাসন মুক্ত করতে বৎসরে পর বৎসর বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হযেছে আমার—সেই মাড়বার বংশধর আমার মুখের উপর বল্লে উৎকোচলোভী

অজিত। শতবার বলব তুমি উৎকোচলোভী। নইলে রাজিযাকে ঔরমগীরের নিকট ফিরিযে দেবার এত আগ্রহ কেন তোমার ?

দুর্গা। কেন তা তুমি এখন বুঝতে পারবে না রাজা, এখন তুমি মোহ মুগ্ধ যেদিন এ মোহ ছুটে যাবে—সেদিন বুঝতে পারবে কত বড ভুল পথে পা দিযেছিলে

[প্রস্থানোদ্যত

অজিত। দাড়াও সেনাপতি। আমার আদেশ, তুমি সাহাজাদিকে ঔরমগীরের নিকট ফিরিযে দিতে পারবে না।

দুর্গা তোমার এ অন্যায আদেশ আমি মানব না রাজা, রাজিয়াকে এখনই দিয়ে আসব।

অজিত। আমার আদেশ অমান্য করলে কঠিন দণ্ড দেব।

দুর্গা। প্রাণদণ্ড দিলেও দুর্গাদাস সঙ্কল্পচ্যুত হবে না।

অজিত। তা হলে বন্দী করে তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করব।

দুর্গা। (তরবারি খুলিয়া) দুর্গাদাসকে বন্দী করবে এমন রাজপুতবীর মাড়বারে নেই। শোন রাজা। তোমার পাপ লালসা পূর্ণ হ'তে দেব না, এখনি আমি সাহাজাদিকে নিয়ে চল্লাম।

অজিত। তবে শুনে যাও, উৎকোচলোভী বিদ্রোহী সেনাপতি—মুঘলের নিকট উৎকোচ নিযে সাহাজাদীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অপরাধে তোমাকে চির-নির্বাসিত করলাম্।

দুর্গা। (নির্বাক হইয়া, পরে ধীরে ধীরে নতজানু হইয়া তরবারি

অজিতের পদতলে রাখিয়া) রাজার দেওয়া দণ্ড আমি মাথা পেতে নিলাম। আমি চল্লাম মাড়বার থেকে চির-নির্বাসিত হয়ে। তুমি বড় ভুল করলে রাজা, দুর্গাদাসকে উৎকোচলোভী বলে দণ্ড দিয়ে, কিন্তু একবারও ভাবলে না, দুর্গাদাস যদি উৎকোচলোভী হ'ত, তাহলে অজিত সিংহ আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকৃত না। যাক্ কাকে বোঝাব,কে বুঝবে সে কথা। মা,মহারাণী আর ইহলোকে নাই, আছে আজ একমাত্র কাশেম, যে তোমাকে—থাক্ আর কথা বাড়াতে চাই না। তবে যাবার সময় তোমাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, রাজা! সহস্র রাজপুতবীরের বক্ষ রক্তে অজিত মাড়বারের স্বাধীনতা যেন কোন প্রলোভনে পড়ে লুপ্ত করে দিও না। হাস্যোজ্জল দেশজননীর বদনে যেন পরাধীনতার কালিমা লেপন কর না। আমার বহু পরিশ্রমে সগুছিন্ন মুঘলের দাসত্ব শৃঙ্খল যেন আবার সাধ করে গলায় পর না। তবে বিদায় রাজা—বিদায়, ওগো আমার স্বর্গাদপী গরিয়সী জন্মভূমি—যাবার দিন শেষ প্রণাম নাও মা—যতদূরেই থাকি না কেন তোমার মাঝে পড়ে থাকবে আমার সমস্ত অন্তর। (প্রস্থানোদ্যত) হাঁ! আর একটা কথা রাজা! যদি কখন জন্মভূমি মাড়বার মুঘল কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অন্ততঃ দেশমাতৃকার সে দুর্দিনে যেন এ দাস রণমৃত্যু গ্রহণের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত না হয়।

[প্রস্থান

অজিত। এত স্পর্ধা এই দুর্গাদাসের ' রাজিয়া—রাজিয়া প্রিয়তমে আজ তোমাকে হারালাম।

কাশেম আসিল

কাশেম। দুর্গারাজা—দুর্গারাজা! দুর্গারাজা কৈ রে অজিত?

অজিত। সে চলে গেছে।

কাশেম। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে চলে গেল?

অজিত। কারণ আমি তাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি।

কাশেম। কি—কি—বল্লি?

অজিত। মুঘলের কাছে উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে আমি তাকে নির্বাসিত করেছি।

কাশেম। উৎকোচ নিয়েছে? ওরে বেইমান, ও সে যদি উৎকোচ-লোভী হ'ত—তা হলে মাড়বারের সিংহাসনে তুই বসতে পেতিস্?

অজিত। তুমি জান না কাশেমদা—

কাশেম। থাম্—থাম্—আমি খুব জানি। বাদসার নাতনীটাকে দুর্গারাজা তার ঠাকুরদার কাছে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে বলে সেই আক্রোশে তুই তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলি। ওরে বেইমান, যে তোকে পাখীর খাঁচার মত বুকে করে মানুষ করলে, তোর কাছে যৌবনটা দিলে আজ বুড়ো বয়সে তাকে নির্বাসনে পাঠালি? হায়-হায়-হায় এই বয়সে সে পেটের দায়ে পরের দোরে গিয়ে দাঁড়াবে। না—না—এ হবে না। দুর্গারাজাকে পরের দোরে দাঁড়াতে দেব না—আমি তাকে কুঁড়ে ঘর বেঁধে রাখ্‌ব, মুটে মজুর খেটে তাকে খাওয়াব।

অজিত। কাশেম দা!

কাশেম। থাম্—থাম্—আমি নেমকহারামের দাদা নই। তুই যা—যা—আমার সুমুখ থেকে। নইলে আমি তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব!

[অজিত চলিয়া গেল

ওঃ, আজ যদি মহারাণী বেঁচে থাকতেন, সে কি দুর্গারাজাকে যেতে দিত। না—না—আর দেরী করা হবে না, খুঁজতে হবে দুর্গারাজাকে—আমি বেঁচে থাক্‌তে তাকে পরের দোরে ভিখারীর মত দাঁড়াতে দোব না—দোব না—দোব না—

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

বাহিরে ঝড় বহিতেছিল, শেঁা শেঁা শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। জরাজীর্ণ রুগ্ন ঔলমগীর ছুটিয়া আসিল। পরে দিলিরের প্রবেশ

দিলির। কোথা যান জনাব। আপনি যে অসুস্থ—

ঔলম। ঐ—ঐ—ওরা আমাকে ডাক্‌ছে—

দিলির। কে ডাক্‌ছে জনাব?

ঔলম। ওই যে শুনতে পাচ্ছ না?

দিলির। ওযে ঝড়ের শব্দ।

ঔলম। না-না—ঝড়ের শব্দ নয়, তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না। আমি ঠিক শুন্‌তে পাচ্ছি—ঐ-ঐ ওরা উচ্চকণ্ঠে আমাকে ডাকছে—ওঃ কি বিকট চিৎকার! আবার—ও কারা শিবিরে প্রবেশ কর্‌ল? কারা—কারা—? অসংখ্য, অসংখ্য বিদ্রোহী প্রজা, হাতে ওদের তীক্ষ্ণ খড়্গ—ওরা আমার দিকে ছুটে আসছে, সাবধান-সাবধান নফরের দল আমি সম্রাট ঔলমগীর।

দিলির। সম্রাট! সম্রাট!

ঔলম। হাঁ—হাঁ, আমি সম্রাট! আমি সম্রাট। হাঃ-হাঃ-হাঃ পালিয়েছে—পালিয়েছে নফরের দল। আবার ও কে? ভাই দারা? কেন কেন—কি চাও? ও আবার কে—ভাই সুজা? আবার কে এল? মোরাদ? কেন, কেন, কেন এসেছ তোমরা? আমার অপরাধের বিচার করবে? আমাকে শাস্তি দেবে? না-না—আমি সইতে পার্‌ব না. আমি সইতে পার্‌ব না, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।

দিলির। কাকে কি বলছেন জনাব ?

ঔলম। (শিহরিয়া উঠিলেন) ওঃ রক্ত—রক্ত ; রক্তস্রোত ছুটে আস্‌ছে। ওঃ কার—কার ছিন্নশির, কে ও ? শম্ভুজি! অসংখ্য—অসংখ্য ছিন্নশির—কাবলেশ খাঁ,দারা—সুজা—মোরাদ—ওঃ শোভনান্না—

পতন ও মৃত্যু

দিলির। সব শেষ! খোদা, খোদা, তুমি ভাগ্যহীনকে পায়ে স্থান দিও।

একটি চাদরে মৃতদেহ ঢাকিলেন ; নেপথ্যে রাজিয়া ডাকিল

দিলির। একি। এ যে সাহাজাদীর কণ্ঠস্বর।

অগ্রে রাজিয়া, পশ্চাতে দুর্গাদাসের প্রবেশ

রাজিয়া। দাদু-দাদু—আমার দাদু কৈ খাঁ সাহেব ?

দিলির অঙ্গুলি নির্দেশে মৃতদেহ দেখাইল

এাক—কি হয়েছে ?

দিলির। সম্রাট বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।

রাজিয়া। এ্যা—দাদু—দাদু—

বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল

দুর্গা। আমার এত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল খাঁ সাহেব। জীবিতাবস্থায় সম্রাটের কাছে তাঁর পৌত্রীকে ফিরিয়ে দিতে পারলুম না।

দিলির। সমস্তই সম্রাটের কর্মফল। নইলে মক্কা যাত্রার পথে এমন শোচনীয় মৃত্যু হবে কেন ?

দুর্গা। সম্রাট। অসুস্থ অবস্থায় মক্কা যাত্রা কর্‌ছিলেন ?

দিলির। না, অসুস্থ ছিলেন না, গত কাল থেকে সামান্য জ্বর হয়েছিল, আজ থেকে বিকারের লক্ষণ দেখা দিলে মৃত্যুকালে সারা জীবনের পাপ কর্মের জন্য যে কি অনুশোচনা করেছেন, তা মুখে বলে বোঝান যায় না।

দুর্গা। পাপীর অনুতাপেই পাপ খালাস হয় খাঁ সাহেব।

কাশেম। (নেপথ্যে) দুর্গারাজা—দুর্গারাজা।

দুর্গা। এ কি—এ যে কাশেমের কণ্ঠস্বর, কাশেম—কাশেম, এই যে এখানে আমি।

দিলির। প্রহরী ওকে আসতে দেবে না, আমি আনছি।

[দিলির চলিয়া গেল]

দুর্গা। প্রভুভক্ত ভৃত্য আমার নির্বাসনের সংবাদ শুনে বোধ হয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

[দিলির সহ কাশেমের প্রবেশ

কাশেম। দুর্গারাজা। দুর্গারাজা! হ্যাঁরে আমাকে না বলে তুই চলে এলি।

দুর্গা। তোকে বলে এলে ত তুই বাধা দিতিস কাশেমদা।

কাশেম। কখ্‌নো বাধা দিতুম না, আমিও তোর সঙ্গে চলে আসতুম। দেখ দেখি, কত জায়গা ঘুরে তবে তোকে এখানে পেলুম।

দুর্গা। তুই বৃথা কেন এলি কাশেমদা? আমাকে রাজা নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে, আমি ত আর ফিরে যেতে পার্‌ব না!

কাশেম। আমিও ত তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসিনি।

দিলির। সে কি রাঠোর বীর! রাজার বিচারে আপনি নির্বাসিত?

দুর্গা। হাঁ—

দিলির। আপনার অপরাধ?

কাশেম। অপরাধ—দুর্গারাজা বাদশার নাতনীর সঙ্গে অজিতকে মিশতে না দিয়ে—

দুর্গা। আঃ কাশেম—

কাশেম। তুই থাম, থাম, সেই বেইমানের আবার ইজ্জতের ভয় আছে নাকি? নেমকহারাম, বুড়ো বয়সে তোকে নির্বাসন দিলে।

দিলির। ধন্য রাঠোর বীর, ধন্য তোমার কর্তব্যপালন! এস বীর তোমার রাজা যখন তোমাকে নির্বাসিত করলে, তখন এস তুমি দিল্লীর প্রাসাদে অতিথি রূপে।

দুর্গা। না খাঁ সাহেব, আমার স্বজাতীয় রাজা আমাকে নির্বাসিত করেছে বলে আমি বিজাতীয় শত্রুর আশ্রয় নেব না।

দিলির। তবে আপনি এখন কোথায় যাবেন?

দুর্গা। পেশোলা হ্রদের তীরে মেবারের রাণার যে প্রাসাদ আছে, সেই প্রাসাদে আমি আশ্রয় নেব।

কাশেম। সেখানে আশ্রয় নিবি?

দুর্গা। হাঁ। মেবারের রাণার প্রথমা স্ত্রী পিতৃ সম্বোধনে আমাকে আহ্বান করেছেন।

কাশেম। ওঃ, তাই তার ঘরে রাজভোগ খেতে যাবি। না—না দুর্গারাজা, আমি বেঁচে থাকৃতে যে তুই পরের দোরে হাত পাত্‌তে যাবি, সে আমি সইতে পারব না। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দুর্গা। কোথায়?

কাশেম। যেখানে আমি নিয়ে যাব। শোন্ রাজা গেরামের ভেতর তোকে আমি কুঁড়ে ঘরে বেঁধে রাখব, গেরস্তদের ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে এনে তোকে খাওয়াব, তবু পরের দোরে যেতে দেব না।

দিলির। তোমার রাজা এত কষ্ট সইতে পারবে কেন?

কাশেম। কেন পারবে না? গোলামীর রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে স্বাধীন থেকে খুদ কুঁড়ো খাওয়া কি ভাল নয়? বল্ বল্ দুর্গারাজা, রাণার দয়ায় দেওয়া রাজভোগ খেতে পেশোলা হ্রদের ধারে যাবি না, আমার ভিক্ষের খুদ্ কুঁড়ো ঠাকুরের মত খেতে আমার সঙ্গে যাবি?

দুর্গা। আমি তোমার সঙ্গে তোমার ভিক্ষের খুদ কুঁড়ো খেতেই যাব কাশেমদা।

কাশেম। ওরে আমার রাজা ভাই রে! আয়—আয় - আমি বুকে করে রাখ্‌ব তোকে। (দুর্গাদাসকে আলিঙ্গন)

দিলির। খোদা—খোদা—তোমার দুনিয়ায় কাশেমের মত ভৃত্য যেন ঘরে ঘরে জন্মায়।

দুর্গা। আসি তবে খাঁ সাহেব। আদাব—

দিলির। দাঁড়াও মহামানব, এই পাপ দুনিয়ায় তোমার মত কর্তব্য পরায়ণ, চরিত্রবান, মহাবীর বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। যে দুনিয়ায় ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ভাই ভাইকে বধ-করে, পুত্র পিতাকে বঞ্চনা করে, স্বজাতীরা জাতিদ্রোহিতা করে, সেই দুনিয়ায় থেকে তুমি প্রভুর ও দেশের কল্যাণে বিজাতীয় কন্যাকে ফিরিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড নিলে। তোমার মত, ত্যাগী পুরুষ কি তোমাদের পুরাণের মধ্যে একজনও ছিল ?

দুর্গা। পুরাণের পৃষ্ঠা ওলটাতে হবে না খাঁ সাহেব। নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধরুন, বুঝতে পার্‌বেন আর একটীও আছে।

দিলির। আমি ?

দুর্গা। হাঁ বীর আপনার মত ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমান যদি ভারতের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তা হলে ভারতীয়দের জাতীয় জীবন মধুময় হয়ে উঠ্‌বে। আসি তবে ভাই।

দিলির। এস হে মহান্ বিপ্লবী রাঠোর বীর। তোমার বীরত্ব গাঁথা ইতিহাস সগৌরবে বক্ষে ধারণ করে রাখ্‌বো। ভবিষ্যতের ভারতীয়গণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অন্তরে পাঠ করবে রাঠোর বিপ্লব কাহিনী ; আর বর্তমানের ভারতীয়গণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখুক—বিপ্লবী রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের সঙ্গে শাসক শক্তির প্রতীক দিলির খাঁর অপূর্ব মিলন।

দুর্গাদাসকে আলিঙ্গন

যবনিকা পতন

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর, ১০৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিঃ-৬
মুদ্রাকর—জগদ্ধাত্রী প্রেস, ৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন কলিকাতা-৭